

সৌদি লিগে নতুন বিতর্কে জড়ালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

পিএসজির সঙ্গে এমবাপের সমস্যা মিটে গেছে, দাবি তারকার

কলকাতা ১১ এপ্রিল ২০২৩ ২৭ চৈত্র ১৪২৯ মঙ্গলবার ষোড়শ বর্ষ ২৯৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 11.4.2023, Vol.16, Issue No.298, 8 Pages, Price 3.00



দুর্ঘটনার কবলে নওশাদ

নিজম্ব প্রতিবেদন: সোমবার বেলাতে কলকাতা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ভাঙরের বিধায়ক ও আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকি। ঘটনাস্থল হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়ে। কোনা ট্রাফিক খবব কোনা গার্ড সূত্রের এক্সপ্রেসওয়ের উপর ক্রসিংয়ে বিধায়কের গাড়ি ধাকা মারে কন্টেনার ভর্তি একটি লরিতে। গাড়িতে সামনের সিটে বসে ছিলেন বিধায়ক। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ার কারণেই বিধায়কের গাড়ি কন্টেনারে ধাকা মারে। যার জেরে বিধায়কের গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। তবে অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান আইএসএফ বিধায়ক।

বাডরে গরম

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আগামী কয়েক দিন অস্বস্তিকর শুষ্ক গরম আরও বাড়বে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। আগামী শনিবার বাংলা নববর্ষ পর্যন্ত আবহাওয়া একইরকম থাকবে বলে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে কালবৈশাখীর সম্ভাবনাও ক্ষীণ বলে তিনি জানান। এই প্রতিকৃল আবহাওয়ায় সুস্থ থাকার জন্য আবহাওয়া দপ্তর বৈশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে। বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং আগে থেকে অসুস্থদের বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। ঘন ঘন জল খেতে, বাইরের খাবার বর্জন করতে এবং কায়িক পরিশ্রমের কাজ বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বার্তা অভিযেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'দল কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। পঞ্চায়েতের প্রার্থী হবে ইলেক্টেড, সিলেক্টেড নয়।' অর্থাৎ মান্য যাকে চাইবে তিনিই প্রার্থী হবেন। আর নামের তালিকা চডান্ত করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা সিদ্ধান্ত নেবেন সেই অনুযায়ী সকলকে চলতে হবে।' পঞ্চায়েত নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে এমনই কড়া বার্তা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত এসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরির পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লাখ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার কলকাতা পুলিশের এসিপি সোমনাথ ভট্টাচার্য। সূত্রে খবর, অভিযুক্ত অফিসারকে গ্রেপ্তার করে ব্যারাকপুর কমিশনারেট।

মূল কংগ্রেসের জাতীয় দলের কাড়ল নিৰ্বাচন কমিশন

তক্মা হারাল এনসিপি, সিপিআই-ও, জাতীয় দল হল আপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় দলের মর্যাদা কেড়ে নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। একইসঙ্গে প্রত্যাহার করা হল বাম দল সিপিআই (কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া) এবং মহারাষ্ট্রের নেতা শরদ পাওয়ারের এনসিপি (ন্যাশানালিস্ট কংগ্রেস পার্টি)-র জাতীয় দলের তকমাও। অন্যদিকে, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ) পেল জাতীয় দলের মর্যাদা। সোমবার এমনটাই জানানো হল নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে এ ব্যাপারে কর্নাটক হাইকোর্ট একটি নির্দেশ দিয়েছিল। উচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছিল, এ ব্যাপারে ১৩ এপ্রিলের মধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে নির্বাচন কমিশনকে।

এখানে একটা কথা মনে রাখতেই হবে, ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অরুণাচল ও মনিপর প্রদেশে রাজ্য পর্যায়ের দল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় তৃণমূলকে জাতীয় দলের মর্যাদা দেয় কমিশন। সে সময় লোকসভা ভোটে ৪টি রাজ্য থেকে ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের 'রাজ্য দল' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। তবে এরপর ৭ বছরের মাথাতেই সেই মর্যাদা হারাল তুণমূল। এর আগে গত বছর জুলাই মাসে তৃণমূল কংগ্রেস, এনসিপি এবং সিপিআইকে চিঠি পাঠিয়ে কমিশন জানতে চায় তোমাদের জাতীয় দল হিসাবে মর্যাদা



কেন কেডে নেওয়া হবে না? এদিকে ইলেকশন সিম্বল (রিজারভেশন অ্যান্ড অ্যালটমেন্ট) অর্ডার ১৯৬৮ অনুসারে কোনও আঞ্চলিক দল যদি চার্টি বা তার বেশি রাজ্যে স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হয়, তা হলে জাতীয় দল হিসাবে মর্যাদা পেতে পারে। অর্থাৎ কোনও রাজনৈতিক দল যদি চারটি বা তার বেশি রাজ্যে লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের ৬ শতাংশ পায় তা হলে তাকে জাতীয় দল বলা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে একটা শর্ত রয়েছে, ওই রাজনৈতিক দলকে লোকসভা ভোটে অন্তত ৪টি আসনে জিততে হবে এবং লোকসভা ভোটে মোট প্রদত্ত ভোটের ২ শতাংশ পেতে হবে। আর এই প্রসঙ্গ টেনেই নির্বাচন

কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়, নতুন রাজনৈতিক দল হিসাবে আম আদমি পার্টি এই শর্তপূরণ করছে। কারণ, দিল্লির পাশাপাশি পঞ্জাবেও তারা সরকারের রয়েছে। গোয়া ভোটে তারা ৬.৭৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে। গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচনেও আপ ভোট পেয়েছিল ১২.৯১ শতাংশ। তবে গত ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ব্যবধানে জয় লাভ করে। মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৮.০২ শতাংশ ভোটও পায় তৃণমূল। সেই সাফল্যের ওপর ভরসা রেখেই গোয়া, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের নির্বাচনে প্রার্থীও দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু বাংলার বাইরে একমাত্র মেঘালয় ছাড়া সাফল্য পায়নি। এদিকে মহারাষ্ট্রে এনসিপির ক্ষমতা সীমিত। তার বাইরেও এনসিপির সেভাবে আর কিছুই নেই। আর সিপিআই অনেক দিন আগেই অঙ্কের হিসাবে জাতীয় দলের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল। তবে নির্বাচন কমিশন উদ্যোগী হয়ে তা এতদিন খারিজ করেনি। এবার তা করে দিল কমিশন।

তবে এদিনের নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, 'এখন এ বিষয়ে কিছু বলছি না। দলের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে এ বিষয়ে বক্তব্য জানানো

কেন্দ্রের ফ্যাক্ট ফাইভিং টিম



নিজস্ব প্রতিবেন: রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যে অশান্তির ঘটনা খতিয়ে দেখতে রাজ্যে এসেছে কেন্দ্রের ফ্যাক্ট ফাইভিং টিম। বিজেপি শাসিত কেন্দ্ৰ সরকারের এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম নিয়ে এবার কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের বিরুদ্ধে সুর চরান রাজ্যের প্রশাসনিক

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এলাকা অশাস্ত করতে এসেছে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। এটা খায় না মাথায় দেয়? এটা কাঁচা লক্ষা না লবডক্ষা? সব ব্যাপারে হিউম্যান রাইটস, মহিলা কমিশন, চিলড্রেন কমিশন, মিডিয়া কমিশন।' এদিন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে নাম না করে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মিডিয়াকে সকাল বেলা বলে দেয় এর খবর দেখাবে না। গণতন্ত্র কোথায় ?'

এদিন রামনবমীর মিছিলে অশান্তি পাকানো নিয়েও বিজেপির

অত্যাধুনিক অ্যাস্থল্যান্সের উদ্বোধন



নিজস্ব প্রতিবেদন: মুমুর্য রোগীদের জীবন রক্ষা এবং পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানি সংখ্যা কমাতে আরও ৩০ টি অত্যাধৃনিক অ্যাম্বল্যান্স এলো রাজ্যে। গুরুতর অসুস্থ ও আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার আগে পর্যন্ত যাবতীয় চিকিৎসা পরিষেবা রয়েছে এই অ্যান্থল্যান্সগুলোতে। জীবনদায়ী চিকিৎসার নানা উপকরণ এমনকী ভেন্টিলেটর বিশিষ্ট এই অ্যাস্থল্যান্সগুলিকে প্রায় এক একটি মিনি হাসপাতাল বলা চলে। সোমবার নবান্নের সামনে থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অ্যাস্থল্যান্সগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'এর আগে ৬২৫টিরও বেশি অ্যাস্থল্যান্স পরিষেবা চালু করা হয়েছে সাংসদদের টাকা থেকে। একটি হাসপাতালের আইসিইউতে যা যা সুবিধা থাকে, এই অ্যান্থল্যান্সগুলিতেই থাকবে সেই সব পরিষেবা। মোট ৩০টি অ্যাম্বুল্যান্সের পিছনে খরচ হয়েছে ১০ কোটি টাকা।' অনুষ্ঠান থেকে মূর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য ১ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ১৭৩টি কমিউনিটি সেন্টার চালু করা হচ্ছে বলেও জানান।

বিরুদ্ধে সুর চড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ধর্মীয় মিছিলে অস্ত্র কেন নিয়ে যাবে, বন্দুক কেন নিয়ে যাবে। উন্মত্তের মত নৃত্য করেছে। মুঙ্গের থেকে লোক এনেছে। আমাদের এখানকার লোক দাঙ্গা করে না। মিলেমিশে থাকে। এদিন পুলিশের পাশেও দাঁড়ান

পুলিশমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'প্রথম দিকে ওরা এত অস্ত্র নিয়ে বেরিয়েছিল যে পুলিশ যদি দু'পক্ষকে আটকাত তা হলে অনেকে গুলিতে মারা যেতে পারত। সেই জন্য ১ ঘণ্টা ওরা ট্যাক্টফুলি খেলেছে।'

সি, গ্রুপ ডি, প্রাথমিক শিক্ষক সহ একাধিক দপ্তরে বা সরকারি পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রায় ৫ কোটি টাকার প্রতারণা করেছেন দীপক জানা। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, চাকরিপ্রার্থীরা টাকা দিয়েও কোনও চাকরি পাননি।আর এই অভিযোগের ভিত্তিতেই হয় এই মামলা। দীপক জানার বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে চাকরি না পাওয়ার অভিযোগে দায়ের হয় এফআইআরও। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি

করোনা নিয়ে বৈঠকে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: করোনা সংক্রমণ

নিয়ে সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন

হাসপাতাল এবং কোভিড চিকিৎসা

কেন্দ্রের কতাদের সঙ্গে বেঠক করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী। বৈঠকে ছিলেন স্বাস্থ্য অধিকৰ্তা দেবাশিস ভট্টাচার্য-সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ কর্তারা। গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও এখন কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই অবস্থায় সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্যের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক হয়েছিল। বৈঠকে হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত শয্যা, যন্ত্রপাতি, অক্সিজেনের ব্যবস্থা এবং ওষ্ধ মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় সতৰ্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্যে এই মুহুর্তে প্রায় ৩০০ জনের মতো সক্রিয় করোনা রোগী রয়েছেন। কোভিড প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আগামীকাল এমআর বাঙ্র হাসপাতালে মক ড্রিল চালানো হবে বলে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে, করোনা সংক্রমণের মোকাবিলায় এদিন থেকে দেশের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ২ দিনের মকড্রিল শুরু হয়েছে। করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় কী ধরনের পরিকাঠামো তৈরি রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশে এই মকড্রিল করা হচ্ছে। কোভিড টেস্ট , হাসপাতালগুলিতে আইসোলেশন বেড, অক্সিজেন, আইসিইউ, এবং ভেন্টিলেটর ব্যবস্থা এই মকড্রিলে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেশের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সবকটি রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের সঙ্গে ইতিমধ্যে একাধিকবার বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাগুব্য। রাজ্যগুলিকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। নীতি আয়োগের বৈঠকে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সচিব রাজেশ ভূষণ আরটি পিসিআর পরীক্ষা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। করোনা পজিটিভ হলে, জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের ওপর জোর দেন

২ দফায় সারপ্রাইজ ভিজিট রাজ্যপালের

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজম্ব প্রতিবেদন: আক্ষরিক অর্থেই 'সারপ্রাইজ ভিজিট'। সোমবার সকালে আচমকাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে হাজির রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আসেন একবার নয়, দুবার। প্রথমে যান সকাল ১১টা নাগাদ সারপ্রাইজ ভিজিটে। তারপর সেখান থেকে রাজভবনে ফেরার পর দুপুরে ফের এক দফা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালেয় হাজির হন সিভি আনন্দ বোস। দুপুর তিনটে নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেন তিনি। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, পদাধিকারবলে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিকে কিছুদিন আগে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কাছে পাঠিয়েছিলেন উপাচার্যরা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের একটি সাপ্তাহিক রিপোর্ট নিয়ম করে রাজভবনে পাঠান, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিকে এদিনের সি ভি আনন্দ বোসের এই সারপ্রাইজ ভিজিট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজ্যের শিক্ষামহল এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

একই দিনে দুবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। দ্বিতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয় পৌঁছলে, জাতীয় শিক্ষা নীতি বাতিলের দাবিতে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র কর্মী সমর্থকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানান তাঁরা। রাজ্যপাল গো ব্যাক স্লোগানও দেন তাঁরা। সোমবার সকালেই দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরেন রাজ্যপাল। রাজভবনে ঢোকার মুখে সিদ্ধান্ত বদলে তিনি আচমকা চলে যান বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজ্যপালের এই পরিদর্শন নিয়ে



আগাম কোনও খবর ছিল না। সেসময় উপাচার্য বা রেজিস্ট্রার, কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন না। পরে উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রারের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যপাল। সেখানে মিনিট ২০ থাকার পর তিনি রাজভবনে ফিরে যান।

এরপর দুপুর আড়াইটে নাগাদ তিনি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির অধ্যক্ষদের বৈঠক ডেকেছিলেন উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে এই বৈঠকে যোগ দিতেই দ্বিতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয়ে যান রাজ্যপাল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাম্পাসের বিভাগীয় প্রধানরদেরও ডেকে পাঠানো হয়। এছাড়া, প্রতিটি বিভাগ থেকে দু'জন করে ছাত্র প্রতিনিধিকেও ডেকে পাঠান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সুএে খবর, সকালে প্রায় ২০।মান৫ ছিলেন রাজ্যপাল।

এদিন দুপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

আশিস চট্টোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত কলেজগুলির অধ্যক্ষদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকের মূল বিষয় ছিল, জাতীয় শিক্ষা নীতি সংক্রান্ত বিষয়। এদিনের এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, কলেজের অধ্যক্ষদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে তুলনা করেন তিনি। সূত্রের জাতীয় শিক্ষানীতি খবর, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষরা যাতে অগ্রণী ভূমিকা নেন, সেই পরামর্শও দেন রাজপোল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। রাজ্য সরকার যাতে এই বছর থেকেই জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করতে পারে, তার জন্য আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন

একইসঙ্গে উপাচার্য এও জানান, 'অধ্যক্ষদের সঙ্গে এদিনের বৈঠক আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। বিষয় ছিল নতুন শিক্ষানীতি। সেই বিষয়েই রাজ্যপাল অধ্যক্ষদের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।' এরই পাশাপাশি উপাচার্য এও জানান, অধ্যক্ষরা এটি চালু করতে তৈরিও রয়েছেন।

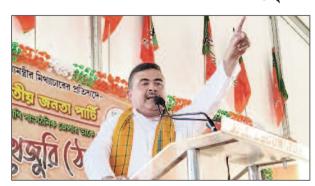
খেজুরির সভা থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা শুভেন্দুর

মদন মাইতি \bullet খেজুরি

আবারও তারিখ দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেন। সোমবার খেজুরিতে মমতার সভার 'জবাবি' সভা থেকে শুভেন্দুবাবু বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা করবে ২ মে। সব খবর থাকে আমার কাছে। ১ দফায় ভোট করাবে। পুলিশ দিয়ে ভোট করাতে চাইছে। ১ দিনে ভোট। যাতে রক্তগঙ্গা বয়ে যায় বাংলায়। যাতে শত শত মানুষ মারা যায়। এই ব্যবস্থা করছে অত্যাচারী

অহঙ্কারী ভাইপোর একমাত্র পিসি'। রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। কিন্তু শুভেন্দুর আবেদনে সাড়া দেয়নি আদালত। এর পর শুভেন্দ্বাবৃ বলেছিলেন, ফের তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে আদালতে যাবেন। কিন্তু এখনও তেমন কোনও পদক্ষেপ করেননি তিনি। তার মধ্যে সোমবার খেজুরির সভা থেকে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গে গত সোমবার খেজুরিতে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে শুভেন্দু অধিকারীর নাম না করে তাকে তোপ দেগেছিলেন



মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার মমতার সভার 'জবাবি' সভা থেকে তাঁকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। জানালেন, চাকরি সংক্রান্ত একটি দুর্নীতিতেও তাঁর জড়িত থাকার প্রমাণ দিতে পারলে রাজনীতির ময়দান ছেড়ে দেবেন। প্রকাশ্যে মৃখ্যমন্ত্রীর কাছে মাফও চাইবেন। শুভেন্দুর কথায়, 'উনি এই জেলা (পূর্ব মেদিনীপুর), পুরুলিয়ায় ইত্যাদিতে নিয়োগ নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলেছেন।' তাঁর সংযোজন, 'একটা নাম দেখান মুখ্যমন্ত্ৰী! আমি বিরোধী দলনেতা বলছি, রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনার বাড়ির সামনে, হাজরা মোড়ে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইব। কিন্তু পারবেন না আপনি। শুভেন্দু অধিকারী চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, খেজুরির যে জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন,

সেখানেই এক সপ্তাহ পর 'তিনগুণ বেশি' লোক নিয়ে সভা করবেন িতিনি। সেই প্রসঙ্গে এদিন শুভেন্দু বলেন, 'আজকের সভা ২৫ হাজার স্কোয়ার ফিটের সভা। ওঁর (মমতা) ছিল ১৬ হাজারের। তাঁরা (সভায় উপস্থিত লোকজন) আবার নন-ভোটার। কিন্তু আমার সভায় ৯৯ ভাগই ভোটার।' শুভেন্দু অধিকারী আরো যোগ করে বলেন, প্রান্তিক মানুষের উপর জোর খাটিয়ে বা খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে সভায় লোক ভরাতে হয় শাসকদলকে। কিন্তু তাঁকে তা করতে হয় না। কারণ, তাঁর জনভিত্তি অনেক বেশি।

শুভেন্দুর কথায়, 'এখানে 'ফুড প্যাকেট' তো দুরের কথা, জলের বোতলও দিতে পারিনি! জলের পাউচ আছে। ৪০ পয়সা দাম সেগুলোর।'

সিবিআইকে প্রাথমিক অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার নাম জড়াল এক প্রাথমিক শিক্ষকেরও। দীপক জানা নামে এই প্রাথমিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে চাকরি প্রতিশ্রুতি দিতেন বলেই বলেই অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই তিনি বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেছেন এমন অভিযোগও সামনে আসছে। এবার এই প্রথমিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে সিবিআইকে প্রাথমিক অনুসন্ধানের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। এদিন বিচারপতি রাজাশেখর

প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগ দুর্নীতি মান্থা সিবিআইকে নির্দেশ দেন

আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিক অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেওয়ার। এদিনের এই মামলা প্রসঙ্গে বািচরপতি মাস্থা এও জানান, যেহেতৃ নিয়োগ দুর্নীতির অন্য মামলায় তদন্ত করছে সিবিআই, তাই এই মামলাও সিবিআইকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিল আদালত। সঙ্গে বিচারপতি মাস্থা এও বলেন, 'তদন্ত যে স্বচ্ছতার সঙ্গে হচ্ছে সেটা জনগণের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার।' তিনি আরও বলেন, 'নিয়োগ দুর্নীতিতে রোজ নতুন নতুন তথ্য সিবিআই-এর কাছে আসছে। আর্থিক লেনদেনের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে অভিযোগের তদস্তভার সিবিআই-কে দিতে হবে।' এদিকে সূত্রে খবর, পূর্ব মেদিনীপুরের বিচুনিয়া জগন্নাথ বিদ্যামন্দিরের ইংরেজির শিক্ষক দীপক জানা। অভিযোগ, ২০১৮ সাল থেকে গ্রুপ

শ্রেণিবদ্ধ

নাম-পদবী

শ্রীরামপর, হুগলী কোর্টে 4828 নং

Kumar Banerjee & Prasenjit

Banerjee S/o. Prasanta

Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া

নাম-পদবী

গত 06/04/23 S.D.E.M.

শ্রীরামপর, হুগলী কোর্টে 5334 নং

Muchiram Santra & Kanchan

Ch. Santra S/o. M. Santra

সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত

বিজ্ঞপ্তি

এতদারা সর্বসাধারন কে জ্ঞাত করানো

১৪.০৩.২০২৩ তারিখের শ্রীরামপর

এর

এফিডেভিট মুলে আমার নাম সর্বত্র

সুজিত কুমার আগরওয়াল বলে

E-Tender

E Tenders are invited by the

Prodhan, Shikarpur Gram

Panchayat (Under Karimpur-

Shikarpur, Nadia. NIT No. 01/

SGP/2023-24/CFC UNTIED,

Dated- 06.04.2023. Last date

of submission 17.04.2023 up

to 13.30p.m. For details

please contact this office or

visit <u>www.wbtenders.gov.in</u>

Sd/- Prodhan,

Shikarpur Gram

Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট

জেলা জজ আদালত

জে. মিস নং- ২১/২০২২

ঁকেশব চক্রবর্তী উত্তরাধিকারীগন

শ্রী সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী দীং

Panchayat

এর ১ম শ্রেণীর

ম্যাজিষ্ট্রেট-

পরিচিত হল।

গত

Santra

S.D.E.M.

Prosenjit

Prasanta

Kanchan

ইংরেজির

জুডিশিয়াল

আদালতের

Samity)

গত 30/03/23

এফিডেভিট বলে

Banerjee S/o.

পরিচিত হইয়াছি।

এফিডেভিট বলে

Chandra

বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 30/03/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 4825 নং এফিডেভিট বলে Sunil Kumar Dalui S/o. Santosh Dolui [©] Sunil Dalui S/o. S. Dalui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 04/04/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 5138 নং এফিডেভিট বলে Subhayu Majumdar S/o. Sasanka Kumar Majumdar & Subhaya Majumder, Majumder Shubhayu S/o. S. Majumder, Shashanka সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 06/04/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 5337 নং এফিডেভিট বলে Chattopadhyay S/o. Kalipada ও Ashis Chatterjee Chatterjee S/o. K. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত

নাম-পদবী

গত 06/04/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 5332 নং এফিডেভিট বলে Barun Kumar Dey S/o. Panchulal Dey & Barun Dey S/o. D. L. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 21/12/22 S.D.E.M. সদর হুগলী কোর্টে 53 নং এফিডেভিট বলে Arup Kumar Das S/o. Jawaharlal Das & Arup Das S/o. J. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি

নাম-পদবী

গত 06/04/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 5338 নং এফিডেভিট বলে Panchanan Malick S/o. Nitai Chandra Malick & Panchanan Malik S/o. Lt. M. Ch. Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 28/03/23 নোটারী পাবলিক সদর, হুগলী কোর্টে 1482 নং এফিডেভিট বলে Manjar Hossain Sarkar S/o. Mehedi Hossain Sarkar ও Sk. Maniar Hossain Sarkar S/o. Late Sk. M. Hossain Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

06/04/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 5340 নং এফিডেভিট বলে Anup Shethi S/o. Pradip Shethi & Anup Sethey S/o. P. Sethey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 06/04/23 নোটারী পাবলিক সদর, হুগলী কোর্টে 699 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Swyed Ali (old name) S/o. Sk. Asraf Ali at Paschim Balihatta, Pandua Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk. Soyed Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk. Soyed Ali, Sekh Soyed Ali & Sekh Swyed Ali S/o. Sk. Asraf Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া

পরিচিত হইয়াছি।



আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ই এপ্রিল ২৭শে চৈত্র, পঞ্চমী তিথি, জন্মে বশ্চিক রাশি, অস্টোত্তরী শনির মহাদশা, বিংশোত্তরী বুধের মহাদশাকাল। মৃতে সামান্য পাদ দোষ। মেষ রাশি: বিবাদে না যাওয়া শুভ। জমি-কৃষিজমি বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া শুভ হবে, ধৈর্য্য ধরলে আপনার পক্ষে গ্রহসংস্থান থাকলে, সেদিন আপনার সিদ্ধান্ত সকলে সমর্থন দেবে। বিদ্যার্থীদের গৃহশিক্ষকের সাথে ভুল বোঝাবুঝি চরমে পৌঁছবে। যে কথা রাখলে—আপনার সুবিধা হতো—তিনি বোধহয় আপনার কথা ভলে গেছেন। শিবলিঙ্গে হলদ প্রদানে শুভ হবে।

বৃষ রাশি: কর্মে সম্মাবৃদ্ধি হবে। সামনের পথ মসূন থেকে মসূনতম, এগিয়ে চলুন পিতামাতা বা পরিবারে প্রবীন সদস্য দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে অর্থলাভ। কৃষিজমি বিষয়ে শুভ। গ্রামের বাড়ির বিষয়ে শুভ। শিবলিঙ্গে সর্করা সহ গঙ্গাজল প্রদানে সর্ব শুভ।

মিথুন রাশি: উচ্চপদাধিকারী দ্বারা কার্যসিদ্ধ হবে। সমস্যা মুক্তি সম্ভাবনা প্রবল। বৈবাহীক দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরন। কৃষ্ণবর্ণের যে ছলনাময় পুরুষকে বিশ্বাস করেছিলেন—আজ হয়তো তার বিষয়ে সত্যতা জেনে মনঃকষ্ট বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের শুভ। যারা উচ্চবিদ্যালাভ বা কর্ম অন্বেষনে, তাদের শুভ ১০৮ বিল্পপত্র নাম গোত্র সহ শিবলিঙ্গে প্রদানে অতীব শুভ।

কর্কট রাশি : চিন্তাভাবনা করে বুদ্ধির প্রয়োগে সাফল্য। অন্যের দেওয়া উপদেশকে মান্যতা দিলে—শুভ। বিবাদ-বিতর্ক ও যার কাছে টাকা পাওনা, তাকে কেন চাপ দিচ্ছেন না? শিবলিঙ্গে সাদা বাতাসা প্রদানে মনস্কামনা পুরন হবে।

সিংহ রাশি: কাজ করার পরও স্বজন বান্ধব বা সম্মান দেখাবে না। যারা হোটেল ব্যবসায়ী তাদের আজ কোন সই-সাবুদ করার থেকে বিরত থাকা উচিত। কোন কুমারী কন্যা, কুমার বালকের থেকে উপকৃত হবেন। যারা চন্দ্র ব্যবসায়ী তাদের দুঃশ্চিন্তা কাটবে। আগামীতে শুভ। শঙ্কর ভগবানকে নারিকেল চডান।

কন্যা রাশি: আনন্দের বাতাবরন। দাম্পত্যে শুভ। কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে পার হতে হবে। একা লড়াইতে থাকবেন। যে সাথ দিতো, তাকে তো ভুল বুঝলেন। তর্ক-বিতর্ক থেকে সতর্ক। কোন সন্তানের সহযোগিতাতে কঠি কাজ সহজ হবে। বিদ্যার্থীদের শুভ। অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যায় হবে। শিবমন্দিরে ঘিয়ের

তুলা রাশি: সময়টা শুভ। কর্মে শান্তির বাতাবরন। কর্মে প্রতিদ্বনিন্ধ নিজেই বস্যতা স্বীকার করবে। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা কিছু নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখুন, পরে ফল মিষ্টি হবে। দাম্পত্য জীবনে অতী শুভ। শিবমন্দিরে নিজের হাতে ভোগরান্না করে প্রদানে মনস্কামনা

বৃশ্চিক রাশি: আজ ছলনাময়ীর আসল রূপ প্রকাশ্যে আসবে। কর্মে উর্ধতন কর্তু পক্ষ কিছু রূড় বাক্য প্রয়োগ করবে—ধৈর্য্য ধরলে শুভ। যারা প্রশাসনিক কর্মে বেতনভুক কর্মচারী তাদের নিয়ম-নিষ্ঠা-সময় বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্যে উর্ধতনের কু-দৃষ্টি থাকবে। শিবলিঙ্গে লবঙ্গ দ্বারা পূজা দিন, শুভ হবে। ধনু রাশি: গাছের টব, পোষ্য সহ প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ-বিতর্ক, আপনার দেওয়া উপহার নিয়ে সমালোচনা হবে, এক জটিল পরিসিস্থতি তৈরী হবে। স্ত্রীর বুদিদ্ধ, প্রেমিকের বুদ্ধিকে মানতে অসুবিধে কোথায়? সতর্ক থাকা উচিত।

গ্রহযোগ আপনার বিরুদ্ধে। মন্ত্রঃ ১০৮বার তারা বলুন। মকর রাশি: শুভদিন। প্রবীন নাগরিরেকা সিদ্ধান্ত নিন, বাড়ি-কৃষিজমি বিষয়ে, সবাই একমত হবে। যে জটিল বিষয়ে আপনার প্রতিবেশীর রাজনীতি করছিলো—আজ তার সত্যতা প্রকাশ্যে আসবে। চিকিৎসায় সুস্থতা বোধ হবে। দাম্পত্যে শুভ। প্রেমে শুভ। বিদ্যাতে শুভ। মন্ত্রঃ ১০৮ বার তারা মন্ত্র বলুন। কম্ভ রাশি : যা সহযোগিতা চেয়েছিলেন—তা আজ প্রাপ্তি হবে। তবে কিছু নিজের লোককে ছদ্দবেশী রূপে দেখবেন। কর্মের অনুসন্থান যারা, কোন বেসরকারী প্রতিস্ঠানে সুযোগ বৃদ্ধি। ১০৮ বার তারা মন্ত্র বলুনষ মনস্কামনা

মীন রাশি: বিতর্ক-তর্ক-কর্মে বিভ্রাট। মাতৃসম নারীর সাথে কেন তর্ক হবে? মাতৃসম প্রবীনকে পরিবারের সদস্যদের উচিত সম্মান করা। বাড়িতে একোরিয়াম মাছকে আটকে রাখলে—গৃহসুখের হানি। নিজের হাতে ভোগ প্রসাদ রান্না করে দেবদেবী মন্দিরের সামনে দান দিন।

(শিল্পী যামিনী রায়ের ভূমিস্ট দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

বিবিধ

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট

জেলা জজ আদালত জে. মিস নং- ২০/২০২২ মানসিংহপুর শ্রী শ্রী শীতলা মাতা ঠাকরানীর পক্ষে সেবাইতগন

শ্রী গোবর্দ্ধ দাস দীং ...দরখাস্তকারীগন জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-ডেবরা, সাকিন মানসিংহপুর মোকামের সর্বসাধারণ অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, অধীন উপরোক্ত আদালতে নিম্নের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রার্থনায় উক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শহিবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য করা ইইবে।

(A) Schedule Dist-Paschim Medinipur, P.S-Debra Mouza-Bhamoriya J.I. No-156, Khatian No- 105, Plot No - 218, 14 dec. Out of 66 decimal. At Present Govt. Market valu Rs. 4, 28, 400/-

(B) Schedule Dist-Paschim Medinipur, P.S-Debra. Mouz-Kankramohanpur, J.L. No-155, Khatian No-53, Plot No-98, 52 dec. Out of 1.22 acres. At Present Govt. Market valu Rs. 4, 45, 614/-

> অনুমত্যানুসারে Sd/- Bibhas Mondal সেরেস্তাদার, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জজ আদালত

বিজ্ঞপ্তি

জজ আদালত চুঁচুড়া সদর <u>৬৭ নং- ৩৯ আইন</u>

দরখাস্তকারী- শ্রী অনিন্দ দে, পিতা-ঁঠাকুর দাস দে, সাং- ঘুটিয়াবাজার, শ্রী শ্রী শীতলা মাতা ঠাকুরানীর পক্ষে কালীতলা, থানা-চুঁচুড়া, পোঃ- ও সেবাইত নীরদ বরন চক্রবর্তী, পিতা জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৩। এতদারা সর্ব সাধারন কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা-হুগলী,দরখাস্তকারীগন থানা-চুঁচুড়ার অন্তর্গত, ঘুটিয়াবাজার, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-কালীতলা নিবাসী শ্যামগোরা দে-র ডেবরা, সাকিন আবদালীপুর পুত্র ঠাকুর দাস দে, তাঁহার জীবর্দ্দশায় মোকামের সর্বসাধারণ অধিবাসীগনকে একটি উইল জানানো যাইতেছে যে, অধীন ২২/১১/২০১৫ তারিখে সম্পাদন ও উপরোক্ত আদালতে নিম্নের তপশীল ইং- ৩০/১১/২০১৫ তারিখে রেজিষ্ট্রী বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রার্থনায় করিয়াছেন। উক্ত উইলের প্রবেট উক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন গ্রহনার্থে উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্র করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমার মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। যদি বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোন উক্ত উইল সম্বন্ধে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিন উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইয়া কারন মধ্যে স্বয়ং অথবা তাহার ভারপ্রাপ্ত দর্শহিবেন। নতুবা আইন মোতাবেক আইনজীবী দ্বারা অত্র আদালতে বক্তব্য

পেশ করিবেন। নচেৎ একতরফা <u>তপশীল সম্পত্তির বিবরন</u> বিচার হইবে।

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-ডেবরা, মৌজা- ধীতগেড়্যা, জে.এল. নং- ২৮৭, খতিয়ান নং-৬৮, ৮ দাগে জল ১০০০০ অংশে ১৮ ডেঃ।

কার্য্য করা ইইবে।

ইতি অনমত্যানসারে Sd/- Bibhas Mondal সেরেস্তাদার, পশ্চিম মেদিনীপুর, জেলা জজ আদালত

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জর্জ আদালত, মেদিনীপুর প্রবেট <u>কেশ নম্বর- ০৯ / ২০২২</u> কৃষ্ণ কালি দে ...দরখাস্তকারী। এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার অর্স্তগত টাউন কালোনী (তাঁতিগেড়িয়া) সাকিনের সর্বসাধারন অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সার্কিনের মৃত উযারানী দে, স্বামী- চন্ডীচরন দে এর সম্পাদিত ২০.০৮.২০১৮ তারিখের উইলের প্রবেট গ্রহনের জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক

(A) Schedule Dist- Paschim Medinipur, Midnapore, Mouza- Tantigeria, J.L. No-151, C.S.Kh. No- 241, R.S. Kh. No-241. R.S. Plot No-241(P). Area- 16.5 dec

অনুমত্যানুসারে-সেরেস্তাদার Topas Ranjour Chaurabarty ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত পশ্চিম মেদিনীপুর। ०५-०8-২०২७

জেলা-হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট মোকৰ্দ্ধমা- ২০২২

ভর্তি একটি লরিতে।

<u>তপশীল সম্পত্তি</u> জেলা ও এ্যাডিশন্যাল রেজিস্ট্রার অফিস হুগলী, থানা-চুঁচুড়ার সামিল, হুগলী-চুঁ চুড়া পৌরসভার অন্তর্গত, ১১ নং ওয়ার্ডের, নারায়ন রায়ের বেড় মহল্যার, সাবেক ৬৭/৫৩/৪৫, হাল-১৮০ নং হোল্ডিংভুক্ত, জে.এল.

নং-১৯, হুগলী- মৌজায়, জিলা জরীপের- ৪৫৫ নং খতিয়ান ভুক্ত, তথা রিভিশন্যাল জরীপের- ৭৯, (উনআশি) নম্বর খতিয়ান ভুক্ত তথা হাল এল. আর জরীপের- ২৮৭৭ নং আঠাশ শত সাতাত্তর নং অকৃষি তথা হাল -৩৪৩৭ তিন হাজার চার শত সাইত্রিশ নং খতিয়ান ভুক্ত, ২১২ দুই শত বারো নম্বর দাগের - ১ (এক) কাঠা ০৫ (পাঁচ) ছটাক বা কমবেশী -০.০২২ দশমিক শূণ্য দুই দুই একর পরিমিত বাস্তু জমি মায় তদুপরিস্থিত

দরখাস্তকারীর পক্ষে শ্রী তন্ময় মুখার্জ্জী

> আদালতের অনুমত্যানুসারে শ্রী চরণ সিং সেরেস্তাদার হুগলী ডিঃ ডেলিগেট জজ আদালত

শ্রোণবদ্ধ

বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা সন্তোষ কুমার সিং হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ. চ্চডা, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮

মিছিলের গাড়ির কাঁচ ভাঙছে পুলিশ পুলিশের নক্কারজনক ভূমিকা নিয়ে সমালোচনার ঝড় রাজনৈতিক মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনৈতিক দলের সভা ও মিছিলে উপস্থিত থেকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা পলিশ অধিকারিকদের কাজ। যদিও সোমবার হাওড়ার সালকিয়া বাঁধাঘাট মোড়ে হাওড়া সিটি পুলিশকে দেখা গেল ভিন্ন ভূমিকাতে। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরাতে ধরা পড়ল শান্তিপূর্ণ মিছিল আটকানোর নামে হাওড়া সিটি পুলিশের গুভামি। সোমবার বামেদের সম্প্রীতি যাত্রার মিছিল আটকানো হয় উত্তর হাওড়ার সালকিয়ার বাঁধাঘাট মোড়ে। মিছিল আটকানোকে কেন্দ্র করে বামকর্মী সমর্থকদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে ওই স্থানে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা। এই মধ্যে দেখা যায় বিনা প্ররোচনাতে মিছিলে উপস্থিত গাড়ির কাঁচ ভাঙছে কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিক। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই সমালোচনার ঝড় উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে। যাদের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব তাঁরাই যদি বিনা প্ররোচনাতে রীতিমতো গুভামিতে নেমে আসে তাহলে আইনশ্রীঙ্খলা বজায় কে রাখবে! ইতিমধ্যেই এমনটাই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সোমবারের মিছিলে হাওড়া সিটি পুলিশের নক্কারজনক ভূমিকা নিয়ে বলতে গিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক জানান হাওড়া কমিশনারেটের নপংসক পলিশ দাঙ্গাকারীদের আটকায় না। আর যারা শান্তির পক্ষে মিছিল করে তাঁদেরকে আটকাতে যায়। যদিও তাঁদের আটকাতে পারে নি। তাঁরা নির্দিষ্ট স্থানেই সভা করছেন। তাকেও পুলিশ আজকে ধাক্কা দিয়েছে বলেই অভিযোগ করেন সেলিম। তিনি বলেন সরকার চায় তাই দাঙ্গা আটকানো হয় না আর



সরকার চায় না শান্তির পক্ষে মিছিল হোক তাই আটকাচ্ছে। সোমবারের এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক স্পষ্ট জানায় পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের দলদাস হয়ে গেছে। পুলিশ চাইলে কোনো মিছিল ও সভাকে আটকাতেই পারে। সে অধিকার তাঁদের আছে। যদিও কোনো সাংবিধানিক অধিকার পুলিশের নেই অন্য কারোর সম্পত্তি ভাঙচুর করার। আজকে মিছিলে থাকা একটি গাডির কাঁচ ভাঙার মধ্যে দিয়ে প্রমান হল রাজ্যের পুলিশ শাসক দলের দাসে পরিণত হয়েছে।

ঘুসুড়িতে

আগুন,

निश्चुर्व

দমকলের

৩ ইঞ্জিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার

ঘুসুড়ি নস্কর পাড়ায় প্লাস্টিকের

সরঞ্জাম তৈরির কারখানায় সোমবার

দুর্ঘটনার কবলে নওশাদ সিদ্দিকির গাড়ি, অঙ্গের জন্য রক্ষা বিধায়কের



নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কলকাতা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার মুখে পড়ল ভাঙরের বিধায়ক তথা আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকির গাড়ি। ঘটনাস্থল হাওড়ার এক্সপ্রেসওয়ে। কোনা ট্রাফিক গার্ড সুত্রের খবর, গরফা ক্রসিংয়ে বিধায়কের গাড়ি ধাক্কা মারে কন্টেনার

স্থানীয় সূত্রে খবর, কোনা

গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে

এক্সপ্রেসওয়ের উপর কলকাতার ডিকে যাচ্ছিল বিধায়ক নওশাদের গাড়ি। আচমকাই গড়ফা ক্রসিংয়ের কাছে নওশাদের গাডির আগে থাকা ওই কন্টেনার গাড়িটি আচমকা দাঁড়িয়ে যায়। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ায় বিধায়কের গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কন্টেনারে ধাকা মারেন। যার জেরে বিধায়কের

যায়। তবে অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান আইএসএফ বিধায়ক। পাশাপাশি কোনা ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনায় বিধায়কের কোনও আঘাত লাগেনি। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থই রয়েছেন। দুর্ঘটনার পর ওই গাড়ি ছেড়ে অপর একটি গাড়িতে তিনি তাঁর গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেন। উপস্থিত কোনা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ একটি ব্রেক ডাউন ভ্যান এনে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

তবে এদিনের গোটা ঘটনায় যথেষ্টই আতঙ্কে রয়েছেন বলেই জানান আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তার অভিযোগ দীর্ঘদিন গাড়ি চাপলেও এভাবে কোনও গাড়ি অকারণে আচমকা ব্রেক কষে না। ওই কন্টেনারটির বিস্তারিত বিবরণ পুলিশের কাছে দেওয়া আছে। তাঁরাই তদন্ত করে সত্যি বের করবে বলেই জানান বিধায়ক।

সকালে আগুন লাগে। প্রাথমিক ভাবে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। এদিকে আগুন দ্রুত ভয়াবহ আকার নেয়। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। তবে শুরুর দিকে ঘনজনবসতি এলাকা হাওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে সমস্যার মুখে পড়তে হয় দমকলের

অধিকারিকদের।

আধিকারিকদের প্রাথমিক ধারণা, ওই কারখানার মিটার বক্স থেকেই ণৰ্ট সাৰ্কিট হয়ে এমন ঘটনা ঘটে। যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের পরেই স্পস্টভাবে জানান সম্ভব হবে। বালি ফায়ার স্টেশনের আধিকারিক শুভাশিস নাথ জানান, এলাকাটি ঘনবসতি পূর্ণ হওয়ার কারণে রাস্তা খুবই সরু ছিল। ফলে ঘটনাস্থল পর্যন্ত দমকলের ইঞ্জিন নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে ইঞ্জিন গলির বাইরে রেখেই পাম্পের সাহায্যেই প্রায় ৪৫ মিনিটের চেষ্টাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন

স্থানীয় বাসিন্দা অলোক বেরা বলেন, 'সকালে আগুন লাগার ঘটনা ঘটার পরে থানা ও দমকলে খবর দেওয়া হয়। প্লাস্টিক কারখানাতে বিদ্যুতের মিটার থেকে এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। আগুন লাগার দু'ঘণ্টার মধ্যে আগুন নেভানোর কাজ সম্পন্ন হয়।'

দমকলকর্মীরা। এই ঘটনাতে কেউ

আহত হননি।

তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষ! বোমাবাজিতে তপ্ত জগৎবল্লভপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওডা: রবিবার রাতে হাওডার জগৎবল্লভপর থানার অন্তর্গত পোলগুস্তিয়া এলাকায় দই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। সূত্রের খবর, তৃণমূল ও আইএসএফ কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, তাঁদের দলীয় কার্যালয় লক্ষ্য করে বোমাবাজি ও গুলি চালায় আইএসএফ কর্মীরা। যদিও শাসক দলের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে আইএসএফ।

ঘটনার সূত্রপাত রবিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বাইকে চেপে আইএসএফ কর্মীরা ব্যাপক হামলা চালায়। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, জগৎবল্লভপুর এলাকার পাতিহালে আইএসএফ এর কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। সভা শেষ হবার পর থেকেই বিশুঙ্খলা তৈরি করার চেষ্টা করে আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা, এমনই অভিযোগ ওই অঞ্চলের তৃণমূল যুব সভাপতি শেখ নিজামের। তিনি জানান, রাত আটটা নাগাদ তাঁরা দলীয় কার্যালয়ে বসেছিলেন। সেখানেই আচমকাই হামলা করা হয়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন জখম হন। এরপর আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে আইএসএফ নেতৃত্ব। তাদের পাল্টা দাবি, রবিবারের কর্মী সভায় যোগ দিতে আসা বেশ কয়েকজন আইএসএফ কর্মী ও সমর্থককে হুমকি দেয় স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। পাশাপাশি সন্ধেবেলায় বেশ কিছু শাসক দলের দুষ্কৃতী দলবল নিয়ে তাদের উপর চড়াও হয়। যদিও ঘটনায় তাঁদের বোমাবাজি এবং গুলি চলার অভিযোগ অস্বীকার করেন।

'দুগ্গা সহায়'-এর হাত ধরে বাংলা সংস্কৃতি পৌঁছল বিশ্ব দুয়ারে



নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার

রোটারি সদনে বাসন্তী পুজো

উপলক্ষে হয়ে গেল 'দুগ্গা সহায়'

নামে এক বিশেষ অনুষ্ঠান।

রবিবারের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের

মধ্য দিয়ে বাঙালিয়ানাকে বিশ্বের

দরবারে পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য ছিল

উদ্যোক্তাদের। এদিনের এই

অনুষ্ঠানে র্যাম্প (Ramp) ওয়াকে অংশ নেন ১১ জন মডেল। বাঙালির সংস্কৃতিকে পুরুষেরা ধুতি, পাঞ্জাবি এবং মহিলারা শাড়িতে এই র্যাম্প ওয়াকে অংশ নেন। এঁদের মধ্যে নজর কাড়েন আকাশ ভারতী, শ্রেয়সী কুণ্ডু, নবেন্দু

জানা, অনির্বাণ দত্ত মজুমদার, অনুপম ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকেই। বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারে তুল ধরার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগের পিছনে রয়েছে 'প্রগতি বাংলা' এবং অধ্যাপক ড.অরিজিৎ কুমার নিয়োগীর এলিগ্যান্স।

তৃণমূলের শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে: গার্গী চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন. ব্যারাকপুর: অস্থায়ী কর্মীদের ইয়ীকরন, বেহাল রাস্তাঘাট দাবিতে বিকেলে

সংস্কার-সহ ১২ দফা সোমবাব ব্যারাকপুর পুরসভা ঘেরাও করে দেখাল বিক্ষোভ সিপিএম। এদিন সিপিএমের রাজ্য

কমিটির সদস্যা গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ব্যারাকপুর মণ্ডলপাড়া দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়। সেই মিছিল ব্যারাকপুর পরসভার সামনে শেষ হয়। সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর সিপিএমের প্রতিনিধি দল পুরপ্রধান উত্তম দাসের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হাজির হয়ে সিপিআইএম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূলের



শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। নিয়োগ-সহ অন্যান্য দুর্নীতি কাণ্ডে আগামীদিনে হয়তো দলটার মাথারা জেলে চলে যাবে। এদিন তিনি বলেন, পুকুর ভরাট হয়ে প্রমোটারি রাজ চলছে। বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কার করা হচ্ছে না। বিরাজ মোহিনী মাতৃসদন বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ তালিকা প্রকাশের দাবি করলেন গার্গী চটোপাধ্যায়।

কলকাতা ১১ এপ্রিল ২৭ চৈত্র, ১৪২৯, মঙ্গলবার

এআমার শহর

আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারলে আত্মহুতি দেব: ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে জেরবার রাজ্যের শাসক দল। ইতিমধ্যেই জলে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। একাধিক রাঘব বোয়ালদের নাম জড়িয়েছে দুর্নীতিতে। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ সংক্রান্ত নয়, একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে।

এবার দুর্নীতি প্রসঙ্গে মুখ খ ুললেন ফিরহাদ হাকিম। বিজেপি নৈতা সজল ঘোষের একটি ফেসবুক পোস্টে উত্তর দিতে গিয়ে কলকাতার মেয়র বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে আত্মাহুতি দেব

পুরসভায় নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তিনি লেখেন, 'কলকাতা কর্পোরেশনের একটি বিশেষ বিভাগে ১৪৮ জন কর্মীর চাকরি হয়েছে যাদের



কাছ থেকে জবাব চাইব শুধুমাত্র এই তিনটে পাড়ার মানুষ এই ১৪৮টি পদের জন্য চাকরির দাবি করেছিলেন? বাংলার অন্য কোনও প্রান্তের মানুষ কি এই চাকরি করার উপয়ক্ত ছিলেন না ? নাকি আজকাল যা টিভিতে দেখছি খবরে কাগজে

পড়ছি, সেই রকম কোনও গল্প এখানে আছে, সেক্রেটারি মশাই ও মেয়র

সজল ঘোষের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পাল্টা মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, 'এই সব নিয়ে আমি কিছ বলব না। কারণ নোংরামি হচ্ছে। যে পরীক্ষা দিয়েছে সে চাকরি পেয়েছে। আমি কী করে বলব? যে দিন ববি হাকিমের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতি প্রমাণ হবে সেদিন সিবিআই-এর প্রয়োজন হবে না। আমি নিজেই আত্মাহুতি দিয়ে দেব।'

প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগে পুরসভার বালতি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন সজল ঘোষ। একটি পোস্টে বিজেপি নেতা লিখে ছিলেন, 'কলকাতার মানুষ দু'টি করে গুজরাতি বালতি পেয়েছেন। আমি বালতির সঙ্গে একটি বিলও পেয়েছি। এক একটি বালতির মূল্য মাত্র ১১৩ টাকা। তাও আবার জিএসটি ছাড়া। দাম শোনার পর দয়া করে এর ব্যবহার বন্ধ করে মেয়ের বিয়েতে যৌতৃক হিসেবে তুলে রাখবেন না। এরপর মেয়রকে উদ্দেশ্য করে তিনি প্রশ্ন করেন, কত টাকার বালতি এসেছে আর বালতি করে মেয়র এবং আধিকাবিকদেব ঘবে কত কোটি টাকার কাটমানি এসেছে তা নিয়েও।

'আই লাভ কেওড়তলা মহাশ্মশান' ফেক ছবিতে ক্ষুব্ধ মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দার্জিলিং হোক বা চন্দননগর, কিম্বা অন্য কোনও জায়গা, আই লাভ দার্জিলিং, আই লাভ চন্দননগর লেখা ট্রেভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় এই লেখাগুলো সেলফি জোন হয়ে

কিন্তু তাই বলে 'আই লাভ কেওড়তলা মহাশাশান'! এরকমই একটি লেখার ছবি ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সম্প্রতি কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন শহরে এই ধরনেরই লেখা চোখে পড়ে। একই ধাঁচেই লেখা বসানো হয়েছে শ্মশানের সামনে! তা নিয়ে চড়ছে মজার পারদ। কেউ আবার বলছেন শ্মশান নিয়েও ছেলেখেলা!

প্রাথমিক ভাবে এমনটা মনে করা হলেও, একটু সময় গড়াতেই বোঝা যায়, এই লেখা সত্যি নয়। কেউ বা কারা ফোটোশপ করে এই কাজ করেছে। সোমবার সাংবাদির মুখ্যমন্ত্ৰী বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়ে দিলেন সেই কথাই। বললেন, পুরো ঘটনাটিই মিথ্যে। যারা এই কাজ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার

কথাও বলেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেউ একটা ছড়িয়ে দিয়েছে ব্যস। আসলে এটা হয়নি বলছে, মিথ্যে কথা। শ্মশানকে কেউ ভালোবাসি বলতে পারে, যেখানে মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায়? মর্মে মর্মে মানুষ সেই যন্ত্রণা উপলব্ধি করে। এমন কোনও পরিবার নেই, যাঁদের কোনও না কোনও দিন অন্তত শ্মশানে যেতে হয়নি। তাই সেই শ্মশান নিয়েও উৎসব করে, তাদের আমি ধিক্কার জানাই ধিক্কার জানাই ধিক্কার জানাই। আমি সিপি-কে বলব এই নিয়ে কড়া

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ফেক খবর



নিয়েও সরব হন। তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, 'কাল থেকে মিডিয়ার একাংশ অনেক ফেক নিউজ চালাচ্ছে, হেট স্পিচ দিচ্ছে। আমি হেট স্পিচ অ্যালাও করব না। তোমরা আমায় গালাগালি দাও, ঠিক আছে। কিন্তু হেট স্পিচ অ্যালাও করব না।' সোমবার সকাল থেকেই স্যোশাল মিডিয়ায় ঘুরতে শুরু করে ক্যাওড়াতলা মহাশ্মশানের ওই ছবি। সেখানে দেখা যাচ্ছে কেওড়াতলা শ্মশানের সামনে লেখা 'আই লাভ ক্যাওড়াতলা'। এই বিষয় নিয়ে যে আগে থেকে মুখ্যমন্ত্ৰী কিছু জানতেন না। প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্ট করে

দেন, এই ঘটনা সত্য নয়।

শহিদ মঞ্চে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে

আন্দোলনকারীদের ধরনা মঞ্চ নিয়ে আপত্তি

জানিয়ে এবার আদালতের দ্বারস্থ সেনা। এই

বিষয়ে আগেই দায়ের হয়েছে মামলা। এবার এই

মামলার শুনানির আশ্বাস মিলেছে আদালতের

তরফে। শহিদ মঞ্চে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলন

করছে সরকারি কর্মীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।

সরকারি কর্মীদের ধরনা মঞ্চ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আদালতে সেনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহিদ মঞ্চে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনকারীদের ধরনা মঞ্চ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে এবার আদালতের দ্বারস্থ সেনা। এই বিষয়ে আগেই দায়ের হয়েছে মামলা। এবার এই মামলার শুনানির আশ্বাস মিলেছে আদালতের তরফে। শহিদ মঞ্চে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলন করছে সরকারি কর্মীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।

সেনার বক্তব্য, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মাস্থার অনুমতিতে শহিদ মিনারে অবস্থানে বসেছিলেন সরকারি কর্মীরা। সেটা সেনার জায়গা। তবে তাঁদেরও অবস্থানের সময় বেঁধে দেওয়া ছিল। এদিকে নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেও আন্দোলনকারীরা ওই জায়গা ছাডেননি বলে অভিযোগ সেনাবাহিনীর। আদালতের দেওয়া নময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও ওই জায়গা দখল করে লাগাতার চালাচ্ছেন

জেরে তাঁদের মারধরের অভিযোগ

উঠল। এক সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন পড়ুয়ার

গলা টিপেও ধরা হয় বলেও

অভিযোগ ওঠে। আর তারই

প্রতিবাদে ফেস্ট চলাকালীন

ক্যাম্পাসের রাস্তা অবরোধ করেন

এফএসডির অভিযোগ, রবিবার

বিকেলে হস্টেলে থাকা কয়েকজন

দৃষ্টিহীন পড়ুয়া হেঁটে যাচ্ছিলেন

ক্যাম্পাসের ভিতর দিয়ে। সেই

সময়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাইক ও

গাড়ি যাচ্ছিল বলে তাঁরা রাস্তার ধার

ঘেঁষে হাঁটছিলেন। কিন্তু পথের ধারে

ছিল অজস্ৰ স্টল। ফেস্ট উপলক্ষে

ব্যবসা করার জন্য এই স্টলগুলি খে

ালা হয় বলে জানান এফএসডি-র

বাংলা বিভাগের সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন এক

পড়ুয়ার। স্টলটি থেকে কিছু জিনিস

পড়ে যায়। পড়ুয়াদের থেকে তখন

ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয় বলে

অভিযোগ। কিন্তু পড়ুয়ারা জানান,

এটা তাঁদের ক্যাম্পাস। তাঁরা

চলাফেরা করবেনই। ক্ষতিপুরণ

একটি স্টলে প্রথমে ধাক্কা লাগে

দৃষ্টিহীন পড়ুয়াদের সংগঠন

বিশেষ ভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা।

লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। গত ৭৪ দিন ধরে শহিদ মিনারের পাদদেশে মঞ্চ বেঁধে এই আন্দোলন চলছে তাঁদের। এবার সেখান থেকে আন্দোলন মঞ্চ সরানোর দাবি তোলা হল সেনাদের

যদিও আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে. ্আমরা কোর্টের কাছে অনুমতি নিয়েই নিজেদের দাবি তুলে ধরতে শহিদ মিনারের পাদদেশে ধরনায় বসেছি। প্রসঙ্গত, বকেয়া ডিএ দাবিতে এখন আদালত যা বলবে সেটাই

ফের বিতর্ক যাদবপুর ফেস্টে, বিশেষভাবে

তরফ থেকে।

হবে। তবে আন্দোলন তাতে থেমে থাকবে না।'

অন্য দিকে, রাজধানীতে পৌঁছে গিয়েছে ডিএ আন্দোলনের আঁচ। কেন্দ্রীয় বকেয়া ডিএ-এর দাবি নিয়ে যন্তরমন্তরে দুদিন ব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভে ডিএ আন্দোলনকারীরা। ১০ ও ১১ এপ্রিলের এই ধরনায় সামিল হতে সোমবার সকালেহ।দাঙ্ক পৌঁছেছেন প্রায় ৩০০ রাজ্য সরকারি কর্মচারী। অফিসে ছুটি নিয়েই আন্দোলনে শামিল রাজ্য সরকারি

চাকরি দেওয়ার নামে ৪০ কোটি তুলেছে অয়ন, তথ্য ইডির হাতে

আর বাকি ৬ জন ভদ্রেশ্বর বা

বৈদ্যবাটি স্টেশন অঞ্চল থেকে।

মিউনিসিপ্যাল সচিবের। আমি তাঁর

তলায়

নাম আছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একাধিক পুরসভায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে ৪০ কোটি টাকা जूरलए निरम्नार्थ पुनीजिर ४० অয়ন শীল। তদন্তে ইডির হাতে এল এমনই বিস্ফোরক তথ্য। ইডি সূত্রে খ বর, জেরায় অয়ন বলেছেন, সেই টাকার সবটা পাননি। এই বিপুল পরিমাণ টাকার ২০ থেকে ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ৮ থেকে ১০ কোটি টাকা অয়ন কমিশন হিসেবে পেয়েছেন। বাকি টাকা পুরসভার প্রভাবশালীদের কাছে গিয়েছে, এমনটাই নাকি জানিয়েছেন অয়ন। একইসঙ্গে ইডি-র তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, অয়ন শীলকে জেরা করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রভাবশালীদের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই তালিকা ধরে আগামী দিন তাঁদেরও ডাকা হতে

প্রসঙ্গত, ৩৭ ঘণ্টা ম্যারাথন মাধ্যমে টাকা বিনিয়োগ করতও বলে



তল্লাশি চালিয়ে সল্টলেকের অফিস থেকে অয়নকে গ্রেপ্তার করে ইডি। প্রাথমিক ভাবে তাঁর পরিচয় সামনে আসে প্রোমোটার হিসেবেই। এদিকে শান্তনুকে জেরা করে ইডি-র আধিকারিকেরা জানতে পারেন, তিনি ছিলেন নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এমনকী শান্তনু অয়নের সংস্থার আধিকারিকেরা। এদিকে অয়নের এই গ্রেপ্তারির র পর আদালতে ইডি দাবি করে যে 'সোনার খনি'-র হদিশ পাওয়া গিয়েছে। অয়নের বাড়ি থেকে রাজ্য ৬০টি পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত নথিও উদ্ধার করে ইডি। অয়নকে জেরা করে আগামী দিন অন্য কোনও নতুন তথ্য সামনে আসে কি না, সেটাই এখন দেখার।

অন্য দিকে, ইডির পাশাপাশি নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে গতি আনতে কোমর বেঁধে তদন্তে নেমেছে সিবিআইও। ৭ সদস্যের বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে বলে সূত্রে খ বর। সিবিআইয়ের এই টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের দ্রুত নিজাম প্যালেসের দর্নীতি দমন শাখার দপ্তরে যোগ দিতে বলা হয়েছে। নতুন টাস্ক ফোর্সে এসপি পদমর্যাদার ১ জন ও ডিএসপি পদমর্যাদার ৩ জন অফিসার

নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসাবে শপথ নিলেন বীরেন্দ্র



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে সোমবার শপথ নিলেন রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন মহা নির্দেশক বীরেন্দ্র। রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। বীরেন্দ্র আগামী তিন বছরের জন্য নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে শপথ নিলেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারি বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শুরুতে নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে বীরেন্দ্রর নাম চূড়ান্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথা অনুযায়ী বিরোধী দলনেতার উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি বৈঠকে ছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বীরেন্দ্রর নাম চূড়ান্ত হয়ে যায়। তারপরে তা রাজ্যপালের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। রাজ্যপাল সেই ফাইলটিকে অনুমোদন করেছেন।গত ৬ মাসের বেশি সময় ধরে রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনারের পদ খালি পড়ে ছিল। এবার সেখানে প্রাক্তন ডিজি বীরেন্দ্রকে নিয়োগ করা হল।

বীজপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত ৬ এপ্রিল বালুরঘাটে তপন বিধানসভা কেন্দ্রের কয়েকজন মহিলা তৃণমূল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। ৭ এপ্রিল চার জন আদিবাসী মহিলা ফের তৃণমূলে ফিরে আসেন। অভিযোগ, দলবদলের শাস্তি স্বরূপ তৃণমূল কংগ্রেস ওই চার জন মহিলাকে বালুরঘাট শহরের রাস্তায় দণ্ডি কাটায়। আর এই ঘটনা ঘিরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি।

এই অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার বিকেলে বীজপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এদিন বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার তরফে কাঁচড়াপাড়া সিটি লাইফের

বালুরঘাটে দণ্ডি কাণ্ডের প্রতিবাদ

সামনে থেকে প্রতিবাদী মিছিল বেরিয়ে থানার সামনে শেষ হয়। সেখানে কিছুক্ষন বিক্ষোভ চলার পর থানার অধিকারিকের কাছে তাঁরা স্মারকলিপি জমা দেন। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা ফাল্গুনী পাত্র, ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক পল্লবকান্তি দাস, জেলার অফিস সম্পাদক প্রণব মণ্ডল, জেলার এসটি মোর্চার সভাপতি বরুণ সর্দার, জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি,



মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পিয়ালী দুবে-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিজেপি নেত্রী ফাল্পনী পাত্রের মধ্যযগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়েছে

বালরঘাটে মহিলাদের দণ্ডি কাটানোর ঘটনা

পতন নিশ্চিত। ফাল্গুনীর সংযোজন, বারবার আদিবাসী সমাজকে অপমান করছে শাসকদল। রাজ্যের মন্ত্রী অখি ল গিরি রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে কদর্য ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এমনকী রাষ্ট্রপতি হবার ক্ষেত্রে দ্রৌপদী মর্ম বাংলা থেকে সমর্থনও পাননি। অন্য দিকে, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বালুরঘাটে দণ্ডি কাটানোর ঘটনার প্রতিবাদে তাদের এই থানা ঘেরাও কর্মসূচি। সন্দীপের দাবি, বাংলায় আইন শৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই। তাছাড়া গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে অরাজকতা চলছে। তবে আগামীদিনে বাংলায় বিজেপির হাত

তৃণমূল। এবার অত্যাচারী সরকারের

সক্ষম পড়ুয়াদের মারধরের অভিযোগ নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুরের ফেস্ট নিয়ে বিতর্ক যেন থামতেই চাইছে না। প্রথমে শধের দৌরাত্ম্য নিয়ে অভিযোগ করেন কবি শ্রীজাত। তা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি ও হয় সোশ্যাল সাইটে। তবে এবার যে অভিযোগ সামনে এল তা অত্যন্ত লজ্জার। ফেস্ট চলাকালীন যাদবপুর ধরে সুশাসন ফিরবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যত্রতত্র স্টল তৈরি হওয়ার জেরে চলাফেরায় অসুবিধা হচ্ছে এমন অভিযোগ জানিয়ে ক্যাম্পাসের দৃষ্টিহীন পড়ুয়ারা সরব হন রবিবার। এর

সেটাই শুনে চলতে হবে:

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'দল কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। পঞ্চায়েতের প্রার্থী হবে ইলেক্টেড, সিলেক্টেড নয়।' অর্থাৎ মানুষ যাকে চাইবে তিনিই প্রার্থী হবেন। আর নামের তালিকা চূড়ান্ত করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা সিদ্ধান্ত নেবেন সেই অনুযায়ী সকলকে চলতে হবে।' পঞ্চায়েত নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে এমনই কড়া বার্তা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

তৃণমূল সূত্রে খবর, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সাংগাঠনিক জেলার সভাপতিদের নিয়ে এক ভার্চুয়াল বৈঠক করেন তৃণমূলের সেকেভ-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই বৈঠক থেকেই কেমন হবে পঞ্চায়েত ভোট বা কীভাবে প্রার্থী নির্বাচন হবে, তা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিতে দেখা যায় অভিষেককে। এরই পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে তৃণমূলের ভূমিকা কী হবে এদিনের বৈঠকে তারও রূপরেখা তৈরি করে দেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জানান, '২০১৮ আর ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে অনেক ফারাক। বিধায়ক- সাংসদ বাছাইয়ের মতো করে ভোট হবে এই পঞ্চায়েতে। রাজনৈতিক সবক'টি দল গণতান্ত্রিক ভাবে প্রার্থী, মনোনয়ন দেবে। লোকসভা, বিধানসভায় যেভাবে ভোট হয়েছে সেভাবে হবে। যেখানে বিরোধীরা মনোনয়ন দিতে পারবে না, প্রয়োজনে আমরা দাঁড়িয়ে থেকে মনোনয়ন জমা করাব।'

তিনি। এই প্রসঙ্গে

এরই পাশাপাশি দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট নির্দেশ অভিষেকের। জানান, 'সকলের সঙ্গে আলোচনা করে নাম পাঠান। এমন কিছু নাম এসেছে যাদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ আছে। দল তাঁদের প্রার্থী করবে না। করে খ াওয়ার জায়গা পঞ্চায়েত নয়। আপনাদের থেকে প্রাপ্ত তালিকা আমরা নেত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেব।'

শুধু তাই নয়, এদিনের এই ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেকের কাছে ধমক খেতেও দেখা যায় উত্তরবঙ্গের দুই দাপুটে তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহ



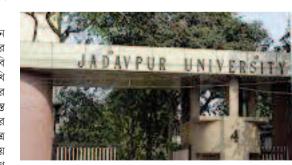
রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে। অভ্যন্তরীণ কোন্দল,দলীয় কাজে অবহেলার মতো একাধিক ইস্যুতে এই দুই বর্ষীয়ান নেতাকে কড়া বার্তা দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক। শুধু এঁরা দু'জন নয়, অন্যান্য পদাধিকারীদেরও নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মিটিয়ে ফেলার ডেডলাইন বেঁধে দেন তিনি। পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, সমস্যা না মিটলে পদাধিকারীদের সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। এরই রেশ ধরে অভিষেক জানান, ১৪

এপ্রিলের দুপুর ১২টার মধ্যে পুর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি তৈরি করতে হবে। ১৭ তারিখের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ব্লক কমিটি ও ২৪ তারিখের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অঞ্চল কমিটি তৈরি করতে হবে।

অভিষেক বলেন, পদাধিকারী ইগো নিয়ে বসে থাকবেন বা ছোটখাটো সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না তাঁরা দল ছেড়ে চলে যান।' বুক সভাপতিদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে জানতে চান, 'আচ্ছা, আপনারা বৃথ কর্মীদের খোঁজ কেন রাখেন না? তাঁদের আপনারা কী ভাবছেন? অফিসে বসে হোয়াটসঅ্যাপে দল চলবে না কিং পরের ভোটে জিতবেন কী করে ?' এরই পাশাপাশি সভাপতিদের নিয়মিত বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেন। এদিকে এদিন ১০০ দিনের

কাজে বাংলাকে বঞ্চনা নিয়েও আমজনতাকে বার্তা দিতে বলেন অভিষেক। এই প্রসঙ্গে অভিষেক জানান, 'বাংলা একমাত্র রাজ্য, যার সঙ্গে বঞ্চনা করা হচ্ছে। মানুষের কাছে গিয়ে বোঝান, বিজেপি হেরে গিয়ে টাকা আটকে রেখেছে।' সঙ্গে এও জানান, ১০০ দিনের কাজে বঞ্চিতদের নিজের হাতে প্রধানমন্ত্রী ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীকে চিঠি লিখতে হবে। ইদের পর ২৪ তারিখ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত স্বাক্ষর গ্রহণ চলবে। প্রত্যেক বৃথ থেকে, প্রত্যেক অঞ্চল থেকে এই চিঠি লেখা হবে। প্রসঙ্গত, অন্তত দেড় কোটি স্বাক্ষর ও ২ লক্ষ মানুষকে নিয়ে রাজ্যের পাওনা আদায় করতে দিল্লি যাবেন অভিষেক। এই প্রেক্ষিতে তাঁর

ঘোষণা, 'টাকা আদায় করেই ছাড়ব।'



নিতে হলে যাঁরা ওঁদের সেখানে বসিয়েছেন, তাঁদের থেকে যেন নেওয়া হয়। এরপর ওই পড়ুয়ার ধাক্কা খান অন্য একটি স্টলে। আক্রান্ত ওই দৃষ্টিহীন পড়ুয়া জানান, 'এর পরে কেউ বা কারা আমার গলা টিপে ধরে, ধাকা মারে। মারধর করে। আমি অসহায় বোধ করছিলাম। ডিন অফ স্টুডেন্টসকে ফোন করে সাহায্য চাইলে তিনি কিছু জানেন না বলে ফোন কেটে দেন। তারপর আর ওঁকে ফোনে পাইনি।'

এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন সংগঠনের বাকি সদস্যরা। শুরু হয় অবরোধ। এফএসডির তরফে সুরজ ঝা বলেন, 'এই ক্যাম্পাসে আমরা আর নিরাপদ নই। স্টেকহোল্ডার বৈঠকে আমরা বারবার দাবি জানিয়েছি, ক্যাম্পাস বাধাহীন হোক। ফেস্ট হোক, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের যাতায়াতের সমস্যাটা কি উদ্যোক্তারা বুঝবেন না?'

এদিকে ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায় জানান, তিনি শহরের বাইরে আছেন। ছাত্ররা তাঁকে ফোন করেছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তবে ক্যাম্পাসের

নিবাপতা দেখা তাঁব কাজ নয়।

এদিকে এর আগে শনিবার রাত প্রায় একটা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে তারস্বরে লাউডস্পিকার বেজেছে বলে অভিযোগ উঠেছে আগেই। এর ফলে একটা সময়ে কোয়ার্টার ছেড়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা বেরিয়ে আসতে বাধ্যও হন। জুটার সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় উপাচার্যকে এই ঘটনা জানিয়ে একটি ই-মেলও করেন বলে সূত্রে খবর। এই ই-মেলে লেখা হয়, 'পড়াশোনার পরিবেশ তো নষ্ট হচ্ছেই।

এমনকী ক্যাম্পাসে রাতে যাঁরা কোয়ার্টারে থাকেন, তাঁদের জীবন এই কারণে ওষ্ঠাগত। এই অবস্থা চলতে থাকলে আর বেশিদিন ক্যাম্পাসে পড়াশোনা ও জীবন যাপনের পরিবেশ থাকবে না। এদিকে কবি শ্রীজাত-র তরফ থেকেও অভিযোগ পাওয়ার পর উপাচার্য সুরঞ্জন দাস জানান, 'এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আমি এলাকার বহু বিশিষ্ট নাগরিকের থেকে অভিযোগ পেয়েছি। সহ-উপাচার্যকে বলেছি এ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দ্রুত কথা বলতে।'এদিকে মুখে কুলুপ ফেটসু-র।

সম্পাদকীয়

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ২০২৩



অস্বীকার করা যায় না, অন্য রাজ্যগুলোর চেয়ে পেনশন ও ফান্ডে ডিএ নিয়ে এ রাজ্যের অবস্থা ভালো

> মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা পশ্চিমবঙ্গের বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বলেছেন যে, একমাত্র এই রাজ্যেই পেনশন দেওয়া হয় এবং পেনশন না দিলে ২০ হাজার কোটি টাকা বেঁচে যায়। এই প্রসঙ্গে জানাই যে, আমাদের দেশে সব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এই মুহূর্তে পুরনো পেনশন প্রকল্পে পেনশন দিচ্ছে, কারণ নতুন পেনশন প্রকল্প ২০০৪ সালের জানুয়ারি থেকে চালু হয়েছে, এবং ২০২৪-এর জানুয়ারি মাসে ২০ বছর পূর্ণ হলে তবেই কোনও কর্মীর স্বেচ্ছা অবসর নেওয়ার অধিকার জন্মাবে। কিন্তু নতুন পেনশন প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী, ভিআরএস-এর ক্ষেত্রে পেনশন ফান্ডে জমা টাকার ৮০% কেটে রেখে মাত্র ২০% টাকা কর্মচারীর হাতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, ২০ লক্ষ টাকা ফান্ডে জমা হলে (কর্মীর ১০ লক্ষ + সরকারের অনুদান ১০ লক্ষ) ১৬ লক্ষ টাকা কেটে রেখে মাত্র ৪ লক্ষ টাকা কর্মীর হাতে দেওয়া হবে। অন্য দিকে, কর্মী ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করলে ৮ লক্ষ টাকা কেটে ১২ লক্ষ টাকাই তাঁর হাতে দেওয়া হবে। ফলে, ২০০৪ সাল থেকে যাঁরা চাকরিতে ঢুকছেন, তাঁরা প্রায় কেউই স্বেচ্ছাবসরের পথে যাবেন না। প্রত্যেকে অন্তত ৩৫-৩৬ বছর চাকরি করার পর ২০৪০ সাল নাগাদ অবসর নেওয়া শুরু করবেন। অর্থাৎ, যে সব রাজ্য নতুন পেনশন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, সেই সময়ে তাদের আর পেনশনের বোঝা বইতে হবে না। তারা কর্মীদের কাছ থেকে যে টাকা কেটে রাখছে, সেই টাকা শেয়ার বাজার ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে যে মুনাফা হবে, তার থেকেই পেনশন দেবে। আর এখানেই সব রাজ্যে সরকারি কর্মীদের ক্ষোভ। কারণ, সেটা অনিশ্চয়তায় ভরা। আর সেই সময়ে যে সরকার আমাদের রাজ্যে ক্ষমতায় থাকবে, তাদের তখনও একই ভাবে পেনশনের বোঝা বইতে হবে। তবে এটা আমাদের রাজ্যে সরকারি কর্মীদের একটা বড় প্রাপ্তি। বর্তমানে অন্য রাজ্যগুলি যেমন পুরনো কর্মীদের পেনশন, নতুন কর্মীদের জন্য প্রতি মাসে পেনশন ফান্ডে অনুদান ও সর্বোপরি কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের রাজ্য সরকার যে অনেকটাই স্বস্তিতে রয়েছে, সেটা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

জন্মদিন

আজকের দিন



১৮৮৭ বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের জন্মদিন। ১৯৪১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়ের জন্মদিন। ১৯৫১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রোহিনী হাত্তাঙ্গিনীর জন্মদিন।

৫০ বর্ষ পূর্তিতে সেলফোনের জনকের আফশোস ও ফেসবুকে তার বাস্তবতা

স্বপনকুমার মণ্ডল

সম্প্রতি সেলফোনের জনক মার্টিন কুপার তাঁর আবিষ্কার নিয়েই দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে সেলফোনের মাত্রাতিরিক্ত অপব্যবহারে তাঁর আফশোস যেন,'কেন যে মোবাইল আবিষ্কার করলাম!' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বছর সেলফোন আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হল। ১৯৭৩-এর ৩ এপ্রিল মার্টিন কুপার প্রথম মোবাইল কলে ফোন করেন,তিনিই তার স্রস্তা। বিগত পঞ্চাশ বছরে মোবাইলের ব্যবহার যেভাবে মানুষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে,তাতে আবিষ্কারকের তুষ্ট হওয়ার চেয়ে অনুশোচনাই তাঁকে বিব্রত করেছে। আসলে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে মোবাইল আসক্তি সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। কর্মবিমুখ মনে সারাক্ষণ মোবাইল ফোনে বুঁদ হয়ে থাকার প্রবণতায় মার্টিন কুপার সখেদ অভিমত নানাভাবেই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে। রাস্তা পার হওয়ার সময়ও মোবাইলের স্ত্রিনে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। এতে অসংখ্য পথচারীর মৃত্যুতেও হুঁশ না ফেরার কথা বলে ক্যালিফোর্নিয়ার ডেল মারে অফিসে বসে ৯৪ বছর বয়সী মার্টিন কুপার আসলে মোবাইলের ভয়াবহ পরিণতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার বাসনায় যখন মুঠোফোনের মধ্যে বর্ণরঙিন হাতছানি দেয়,তখন তার মনোহরা আতিথ্যের তীব্র আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই আসক্তিতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে নখদর্পণে বিশ্বদর্শনের কল্পনা যেমন মুঠোফোনে বাস্তবায়িত হয়, তেমনই সুবর্ণ সুযোগের মোহে দিশেহারা পথিককে বিপথগামী করে তোলে। আশ্রয় যখন প্রশ্রয় হয়ে ওঠে, তখন পরনির্ভরতা আপনাতেই বেড়ে যায় । প্রশ্রয় যখন পরম নির্ভরতা লাভ করে,তখন প্রতিবন্দিত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে । মুঠোফোনের বহুমুখী আশ্রয়,প্রশ্রয় ও তার পরম নির্ভরতায় সেই প্রতিবন্ধী প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবেই সবুজ ও সজীবতা লাভ করে । সেখানে রিয়াল ওয়ার্ল্ডের বিমুখতাই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডকে আপন করে তোলে । কেননা তাতে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার হরেক আয়োজন, রকমারি আমন্ত্রণ,বিচিত্র প্রকাশের আকাশ অবিরাম হাতছানি দিয়ে চলে। এভাবে মঠোফোনের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে বা সোস্যাল মিডিয়া গড়ে উঠেছে। ফেসবুক,হোয়াট্সআপ, ইউ টিউব, টুইটার,ইনস্টাগ্রাম, নেটফ্লিক্স, লিঙ্কএড আরও কত কী! সেখানে ফেসবুকের রাজত্ব সারা পৃথিবী জুড়ে। অথচ তার মধ্যেও অন্ত্যজ অন্ধকারের ভয়াবহ পরিণতি ওৎ পেতে থাকে। মার্টিন কুপারের অসুখী অনুশোচনা সেখানেও সমান সক্রিয়, বিস্তারও বেপরোয়া।

সোস্যাল মিডিয়ায় ফেসবুকের জুড়ি মেলা ভার। আমজনতার মুখপত্র থেকে মুখপাত্র সব ভূমিকাতেই তার দিগন্তবিস্তারী মোহময়ী হাতছানি। সবার সমান সমাদর, সকলের সমান সুযোগ। ফেসবুকের এই গণতান্ত্রিক বিস্তারই তার মূলধন। সেখানে বয়সে বা সম্পর্কে যে যাইহোক সকলের একটাই পরিচয় সবাই সবার বন্ধ। এরকম উদার আকাশে সকলেই স্বচ্ছন্দে ইচ্ছেডানা মেলে দিতে পারে,পাড়ি দিতে পারে দেশ-দেশান্তরে। শুধু তাই নয়, ইচ্ছেমতো নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ,নিজস্ব মতামত গড়ে তোলার অবকাশ। আবার তাতেই প্রতিবাদ করার বা জানানোর,সহমত পোষণের বা বিরোধিতার কত বিচিত্র আয়োজন! লাইক কমেন্ট,ইমোজি,ছবি,ভিডিও কত ভাবেই তার ভাব প্রকাশ পায়। সেলিব্রিটিদের মতো নিজেকে দেখানো, শুভেচ্ছা জানানো সবই সচিত্র আপডেটে এলাহী আয়োজন। প্রতি মুহূর্তে সবার মধ্যে নজেকে প্রকাশ করার উন্মক্ত পরিসরই শুধ নয়,অন্যকে চেনাজানার আনন্দবাজার তার পরতে পরতে। নিঃসঙ্গতার বিপর্যয়ের মধ্যেই তার প্রভাব আরও তীব্র ভাবে লুকোনোর আতঙ্ক মনে চেপে বসে। সেখানে যে পরতে



রুদ্ধ দুয়ার খুলে বন্ধুত্ব যাপনের অনন্ত অবকাশ তার হাতের মুঠোয়। দেখা-দেখানো,শোনা-শোনানো, জানা-জানানোর নিত্যনতুন উৎসব তার লেগেই আছে। কথাযাপনের পথ বেয়েই তার শিল্পসাহিত্যের চর্চা,লাইভ অনুষ্ঠান সম্প্রচার সবকিছুই একই আধারে,একই পরিসরে। বিনে পয়সায় প্রীতিভোজের আনন্দ তার অবয়ব জুড়ে। সেখানে আধুনিক জীবনে ভোগবাদী মানুষের নিঃসঙ্গতার হাহাকার শোনা যায় না,বরং নিঃসঙ্গতা যাপনের বিচিত্র ও বিপুল আনন্দ উদযাপনের মোহ মনকে আবিষ্ট করে রাখে অবিরত। সময় যে কীভাবে চলে যায় তার সঙ্গে কেউ বুঝতেই পারে না। বিস্ময়কর হাতছানি এই ফেসবুকের। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের একাকিত্বে ফেসবুকই জনসংযোগে বিকল্প সমাজের হাতছানি জাগিয়ে তোলে। কোনো শাসন নেই, চোখ রাঙানি নেই, মেনে চলার বালাই নেই তার। উল্টে অবাধ স্বাধীনতা,অবারিত উপভোগের হাতছানি। শুধু তাই নয়, কোলাহলমুখর আমজনতার মাঝেও নীরবে নিভূতে একান্ত আপন করে খুঁজে পাওয়ার বর্ণরঙিন

বাইরের চোখ যখন বন্ধ হয়ে আসে,মনের চোখে তখন ফেসবুকে জেগে ওঠে। এভাবে আঙুলের ডগা দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেওয়ার অকল্পনীয় আনন্দ স্বাভাবিক ভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপামর জনতার মধ্যে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে মানুষের সঙ্গী হয়ে ওঠে ফেসবুক। তার নিজস্ব ফেস না থাকলেও অন্যের ফেসের ভ্যালু দেয়,বুক না হলেও বুকের মধ্যে জাঁকিয়ে বসে। সবদিক থেকেই তার বিপুল জনপ্রিয়তায় সংবাদ মাধ্যমও তাতে জুড়ে গেছে। সেখানে তাৎক্ষণিক প্রভাব বা প্রতিক্রিয়ায় আজ ফেসবুকের দেওয়ালে সবার নজর। সেদিক থেকে বিশ্বায়নের ভুবনগ্রামের নিবিড় হাতছানি আজ ফেসবুকের সংযোগে আরও কাছের মনে হয়। সংবাদপত্রের চেয়েও তার তীব্র গতি, পাঠকের সংখ্যাও তার বিপুল। অন্যদিকে চব্বিশ ঘন্টাই তার সচল ঘটনাপ্রবাহে নিজেকে সামিল করার অনন্ত অবকাশ। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অবিরত ও অবারিত অভূতপূর্ব সুযোগে ফেসবুকের নীরবে সরব প্রকৃতি আপনাতেই মুখর। বাইরের প্রতিকূল জগৎই তার ভার্চুয়াল জগতে আরও আন্তরিক করে তুলেছে। ঘরের দরজা বন্ধ হলেও মনের দরজায় ফেসবুকের সচল হাতছানি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এজন্য একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে সারা পৃথিবী জুড়ে করোনার সর্বব্যাপী

২০২০-এর মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে যখন চারিদিকে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল,মনের জানালায় আলোর অভাব জাঁকিয়ে বসেছিল,তখন ফেসবুকের সদর দরজা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আমাদের। ফেসবকে যে অবারিত দ্বার । মনের পথিবী ফেসবকে মিশে গেল। বাইরের দৃষ্টি তখন ফেসবুকের সচল প্রবাহে ভেসে চলেছে। যার কেউ নেই,তার ভগবান থাকার মতোই ফেসবকে স্বপ্নবিলাস। কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই কোথাও। আর এখানেই তার ট্র্যান্জেডির বীজ ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা যখন স্বেচ্ছাচারিতার মিলিয়ে যায়, তখন তার বিকার ও বিকৃতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে নিজেকে মেলে ধরার,তুলে ধরার,খুলে বলার নিবিড় হাতছানিই শুধু অস্থিরতা সৃষ্টি করে বিষম প্রতিযোগিতাকে বয়ে আনে না, সেই তীব্র বিষম প্রতিযোগিতায় হারিয়ে যাওয়ার অবকাশও রচনা করে। ফেসবুকের খুল্লামখুল্লা প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রচার,আত্মপ্রচার, অপপ্রচার, বিচারেরনামে অবিচার,কুৎসা-নিন্দা প্রভৃতির আচার পেয়ে বসে। শুধু তাই নয়, দেখনদারির ঠেলায় দেখাদেখির খেলা জমে যায়। ফেসবুক হয়ে ওঠে ফেকবুক,আত্মপ্রকাশ হয়ে যায় আত্মবিকার। কারও কাছে তা 'ফেয়ার এণ্ড লাভলি', আবার কারও কাছে 'ফিয়ার এণ্ড ফায়ার'। লাইকের অভ্যাসে মৃতের প্রতি শোকের পরিবর্তে তার মৃত্যুতেই লাইক পড়ে,দুঃসংবাদেও লাইকের ছড়াছড়ি। ফেক নিউজের ঠেলায় প্রতারণা শিকার হওয়া তার দৈনন্দিন ব্যাপার। সহজ বন্ধুত্বের সুযোগে যেমন কত সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তেমনই গড়ে তোলা সম্পর্কও বাস্তবের মাটিতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আত্মবিজ্ঞাপনে আসল-নকল চেনাই দায় সেখানে। ফলে সন্দেহ থেকে অবিশ্বাস, অবিশ্বাস থেকে মনের বিকার স্বাভাবিক হয়ে আসে। অন্যদিকে ইচ্ছে মতো প্রকাশ করার সুযোগে দুর্যোগ নেমে আসে। অতৃপ্ত মনের কামনা-বাসনা আর লালসার আবর্জনার স্তুপে মনের মন্দিরটি আপনাতেই ঢাকা পড়ে যায়। প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার হিসেবে গড়মিল তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে। চাহিদার চাপে ফেসবুকেও যন্ত্রণার আর্ত চীৎকার শোনা যায়। সেক্ষেত্রে তার মধ্যে অতপ্ত মনের পৃতিগন্ধময় ডাস্টবিনের দুর্গন্ধ তাই অস্বাভাবিক মনে হয় না। সেখানেই শেষ নয়,যা মনে হয়েছিল স্বপ্নপুরণের জেগে থাকে অবিরত,অবারিত,আজীবন!! হাতছানি,তাই অচিরেই দুঃস্বপ্নের পারানি হয়ে ওঠে।

ফেসবকের রঙিন আলোতে মখ দেখাতে এসে মখ

পরতে হারিয়ে যাওয়ার ভয় তাড়া করে। নিজেকে দেখানোর সুযোগ যেমন তার অবাধ, তেমন তা না দেখেও উদাসীন থাকাও অন্যের ইচ্ছাধীন। সেক্ষেত্রে উপেক্ষার নিষ্ঠুরতা সবচেয়ে বেশি কষ্টের কারণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে স্বজনের উদাসীন উপেক্ষা হীনমন্যতার জন্ম দেয়। সেখানে পরিচিত জনের লাইক না পাওয়াও মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়,তার চেয়েও ভয়ঙ্কর হারিয়ে যাওয়ার ভয়। আসলে প্রত্যেকের দেখনদারির মধ্যে থাকে নিজের সাফল্য প্রদর্শনের অহেতুক বাতিক, অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্বে আত্মজাহিরের রকমফের। সেগুলো প্রতিনিয়ত অন্যের সাফল্যের, উৎকর্ষের ও উত্তরণের ভিড় দেখার ফলে মনের মধ্যে ব্যর্থতায় হীনমন্যতাই শুধু জেগে ওঠে না,ভয়ঙ্কর বিভীষিকা আপনাতেই ভর করে। হারিয়ে যাওয়ার ভয় নিত্য তাড়া করে ফেরে। ইংরেজি একটি শব্দও তৈরি হয়েছে, FOMO (FEAR OF THE MISSING OUT)। সেই ফোমোও ফেসবুকে সবসময় ওত পেতে বসে থাকে। নিজের ব্যর্থতাই শুধু নয়, নিজের কিছুমাত্র সাফল্যও অন্যদের সাফল্যের উত্তরণের কাছে হেয় বা তুচ্ছ মনে হয়। আর ব্যর্থতার পরিমাণ যতই বেড়ে চলে, ততই তার শূন্যতা বোধ মনের মধ্যে এঁটে বসে। সেক্ষেত্রে ফেসবুকের মুক্ত হাসি অচিরেই বোবা কান্নায় পরিণত হয়।

সেক্ষেত্রে ফেসবুকের তীব্র প্রভাবের মধ্যে আলো-অন্ধকারের খেলায় দিগভান্ত সমাজের দিকে তাকালেই সেলফোনের উত্তরোত্তর দর্বার আকর্ষণের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার নিত্যনতুন চাহিদা ও জোগানে যেভাবে তা প্রযোজন থেকে প্রিয়জন হয়ে উঠেছে,তাতে তার মোহাচ্ছন্নতা অনিবার্য ও অনস্বীকার্য। সেদিক থেকে মোবাইলের আচ্ছন্নতা নিয়ে স্বয়ং আবিষ্কারকের খেদ ব্যক্ত হলেও তা কোনো ভাবেই তাঁর কাছে ফ্রাঙ্কেস্টাইনের মতো আত্মঘাতী আবিষ্কার মনে হয়নি। কেননা নিত্যনতুন চাহিদাপূরণে মোবাইলের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক মনে হয়েছে মার্টিন কুপারের। একসময় টিভিরও বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। অচিরেই তা কেটে যায়। নতুনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ গড়ে ওঠে,তা সাময়িক মোহাচ্ছন্নও করে রাখে। আবার বিকল্পের আকর্ষণ বেড়ে গেলে অচিরেই সেই মোহও কেটে যায়। সেক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বাস মোবাইলের মোহও একসময় চলে যাবে। অন্যদিকে মোবাইলের অসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী মার্টিন কুপার তার মাধ্যমে রোগের নিরাময় থেকে কল্যাণকামী বহু কাজে ব্যবহারের উপরেও গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে মোবাইলের প্রতি তীব্র আসক্তিতে তিনি বিচলিত বোধ করলেও তা নিয়ে তাঁর মনে কোনো রকম দুশ্চিন্তা নেই। কেননা সময়েই মোবাইলের মোহ কেটে যাবে বলে তাঁর ধারণা। কিন্তু তাতে মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমলেও তাঁর আত্মিক ক্ষতি ও ক্ষত সারিয়ে তোলা যাবে কিনা,তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। টিভির জনপ্রিয়তায় ব্যক্তিগত যোগ ছিল দর্শকের বিনোদনী মোহজাত, মোবাইলের সংযোগ একেবারেই ব্যক্তির মনে-মননে,কল্পনা ও স্বপ্নে। প্রাণের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। সেখানে সময়ান্তরে সবকিছুর অতি ব্যবহারের একঘেয়েমি ও বিকল্পের হাতছানিতে মোহ কেটে গেলেও তার মানসিক প্রভাব নীরবে নিভূতে ছায়ার মতো লেগে থাকে। তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখা শুধু দুরূহ নয়, সাধনাসাপেক্ষও। ফেসবকের আলোর অন্ধকারের মতো তার হারিয়ে যাওয়ার ভয় মোবাইল বন্ধ হলেও মনে যে

> লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয

দেশের নানা প্রান্তে ১ বৈশাখ উদযাপন



মলয় ঘোষ

বাংলা নববর্ষ ১ বৈশাখ শুধু যে বাংলাতেই নববর্ষ হিসেবে পালিত হয় তা নয়, অন্য বেশ কিছু প্রদেশেও এই দিনটি পালিত হয়।

অসমে ১লা বৈশাখ পালিত হয় 'বিহু' নামে। বিহু আসামে পালিত হয় বছরে তিন বার। ১ বৈশাখ দিনটিতে হয় বংগালি বিহু, কার্তিক মাসে হয় কাঙালি বিহু, আর মাঘে হয় ভোগালি বিহু। বিহু শব্দটি এসেছে বিষ্ণু থেকে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য এই বিহু উৎসব পালিত হয়। সঙ্গে থাকে নতুন ফসল তোলার আহ্বান। প্রায় সাত দিন ধরে নাচ, গান, খাওয়াদাওয়ার মধ্য দিয়ে পালিত হয় এই উৎসব।

মণিপুরে অবশ্য ১লা বৈশাখই হয় নববর্ষ। পূর্বাঞ্চলে আর একটি পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা। এখানে বাইরের মানুষ যেমন আছেন, তেমনি উপজাতির সংখ্যাও কম নয়। বাঙালিদের ১লা বৈশাখের উৎসব এখানে রঙ ছড়ায় প্রায় সকলের মধ্যেই। পাঞ্জাবিরা আবার ১লা বৈশাখের আগের দিন থেকেই নববর্ষ উৎসব শুরু করেন, আসল

উৎসব হয় পরের দিন। পাঞ্জাবিরা একে বলেন 'বৈশাখী'। ১৬৯৯ সালে এদিন গুরু গোবিন্দ সিং শিখ ধর্ম অনুসরণ করার কথা বলেছিলেন সকলকে এবং খালসা সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল এদিন। তাই পাঞ্জাবিরা গুরুগোবিন্দকে স্মরণ করে গুরুদ্বারের সরোবরে স্নান করে 'গ্রন্থসাহেব' পাঠ করেন এদিন। গুরুদারগুলিতে চলে উপাসনা, দুপুরে চলে ভোজ। খাওয়া শেষ হলে সকলে একসঙ্গে যায় কৃষিক্ষেতের দিকে, সেখানে ভরা ফসলের দিকে তাকিয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে শুরু করে সৌজন্য বিনিময়। ঠিক এর পরের দিন থেকে শুরু হয় গম কাটার কাজ।

উৎসব একটু অন্যরকম। বৈষ্ণবধর্মী মণিপুরীরা এদিন কোলাহল থেকে দূরে থাকেন। ১লা বৈশাখ নববর্ষ হলেও এখানে উৎসবের শুরুটা হয়ে যায় দোলের মধ্য দিয়ে। নতন বছরের প্রথম দিন পর্যন্ত চলে এই রঙের খেলা। বৈষ্ণবধর্মের মূলমন্ত্র কে স্মরণ করে আত্মসংযমের সাহায্যেই মণিপুরীরা ১লা বৈশাখ পালন করে। নববর্ষের সময়ে তামিলনাড়ুতে

অন্যদিকে মণিপুরে নববর্ষ

পুঠান্ড উৎসব' পালন করা হয়। বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করে, ফল, ফুল, রঙ ও আলো দিয়ে সাজানো হয়

বাড়িতে বাড়িতে পুজোর আয়োজন করা হয়। নতুন জামাকাপড় পরে একে অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময় ও খাওয়া-দাওয়াও চলে উৎসবের অঙ্গ হিসেবে।

কেরল ও কর্ণাটকের কিছু অংশে বছরের এই সময়ে 'বিশু উৎসব' পালিত হয়, স্থানীয়ভাবে বিশ্বপদাক্কম নামে পরিচিত। আতশবাজি, আলোর রোশনাইতে সেজে ওঠে সব বাড়ি।

ভগবান বিষ্ণুর সামনে ফল, চাল, শাক সবজি , পান ইত্যাদি রেখে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় এদিন। এভাবে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে নানাভাবে পালিত হয় বাংলা নববর্ষ ১ বৈশাখ।



নববর্ষে সাহিত্য

রেইনি চৌধুরী

বাংলার নববর্ষ মানেই নতুনের আহ্বান। গ্রামেগঞ্জে ফসল বোনার পূর্বাভাষ ঘোষিত হত এই দিন থেকেই। চলত সূর্যবন্দনার গান -'ওপর দুইটি বাওনের কন্যা মেল্যা দিছে শাড়ি/তারে দেখ্যা সূর্যই ঠাকুর ফেরেন বাড়ি বাড়ি। /ওগো সূর্যাইর মা;/তোমার সূর্যাই ডাঙর হইছে বিয়া করাও না।' গম্ভীরা লোকগীতি ও লোকনৃত্যের কথা উঠে আসে বাংলা সাহিত্যের পাতায়। বৈশাখে গাওয়া হতো সেই গান; 'বলো না ভোলা, করি কি উপাই/আমার বাজে কাজে সময় নাই।/দিনের বেলা নানান হালে/কোর্ট কাচারি মুন্সীপালে/কেটে যায়রে দিন আমার...।' গ্রামে গ্রামে এক সময় নববর্ষ বা ঠিক তার আগে ছড়া কেটে কেটে হতো আগুন মশাল উৎসব; 'ভালা আইয়ে বোড়া যায়, /মশা-মাছির মুখ পুড়া যায়।' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও নববর্ষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অন্যভাবে -'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো/তাপসনিশ্বসবায়ে মুমূর্বুরে দাও উড়ায়ে,/বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে

সমস্ত পুরনোকে ভূলে নতুনকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। কবি নজরুলের লেখায়ও প্রায় একইভাবে



এসেছে বৈশাখ, 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর, / তোরা সব জয়ধ্বনি কর;/ওই নৃতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়!/তোরা সব জয়ধ্বনি কর।' এক সময় বাংলা নববর্ষে নতুন বই, পত্ৰিকা প্ৰকাশিত হত।

কলকাতার বইপাড়ায় পয়লা বৈশাখ সত্যিই অন্যরকম একটা দিন ছিল তখন। প্রকাশকের ঘরে ঘরে কবি-সাহিত্যিকরা আমন্ত্রিত হতেন। ডাবের জল, সন্দেশ, চা, সিঙারা দিয়ে চলত আপ্যায়ন। সঙ্গে তুমুল আড্ডা, গল্প, স্মৃতিচারণ। নতুন বই কিনতে আসা পাঠকরা অনেকেই

প্রিয় লেখকের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। কলকাতা বইমেলা সফল হওয়ার পর প্রকাশকরা পয়লা বৈশাখের বদলে বইমেলায় প্রকাশ করেন অধিকাংশ বই। তাই নববর্ষে সাহিত্য এখন অনেকটাই ফিকে এ বাংলায়। তবে আশার বেশ কিছু সংবাদ পত্র ক্রোড়পত্র বের করেন এই দিনে, কিছু লিটিল ম্যাগাজিনও প্রকাশিত হচ্ছে ইদানিং ১ বৈশাখ, বসছে কিছু সাহিত্যের আসর। আস্তে আন্তে নববর্ষ ক্রমশ ফিরে পাবার চেস্টা করছে তার সাহিত্যের

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email: dailyekdin1@gmail.com



দুয়ারে সরকার তদারকিতে গিয়ে সাধারণের আবেদনপত্র পূরণ করলেন মন্ত্রী সাবিনা

দাবদহের মধ্যেও দয়ারে সরকারের তদারকিতে এসে সাধারণ মানুষের আবেদনপত্র পূরণ করে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সোমবার দুপুরে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন তারই বিধানসভা কেন্দ্রের বাঙ্গিটোলা এলাকায় দুয়ারে সরকার প্রকল্পের কাজের খোঁজ খবর করতে যান। সেখ ানে বহু মানুষকে আবেদনপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন মন্ত্ৰী সাবিনা ইয়াসমিন। এরপরই নিজেই ওই এলাকার একটি গাছের ছায়াতে টেবিল, চেয়ার নিয়ে বসে একে একে দুয়ারে সরকার প্রকল্পে আসা উপভোক্তাদের আবেদনপত্র পূরণ করতে থাকেন। চোখের সামনে মন্ত্রীকে এমন ভূমিকায় দেখতে পেয়ে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান উপস্থিত প্রশাসনের কর্তা থেকে সাধারণ মানুষ। সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা

মিলন গোস্বামী • বীরভূম

ডেউচা পাঁচামি কয়লা খনি বন্ধে পথে

আদিবাসী অধিকার মহাসভা। সোমবার

জল জমি জঙ্গলের অধিকার এর দাবি

জানিয়ে রাজপথের উদ্দেশ্যে মথুরা

পাহাড়িতে জমায়েত হলেন আদিবাসীরা।

বীরভূমের হরিণ সিঙ্গা দেওয়ানগঞ্জ এবং

ডেউচা পাঁচামি প্রস্তাবিত কয়লাখনি

বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়ে আদিবাসী অধিকার

মহাসভার প্রায় সহ খানেক আদিবাসী

কলকাতার উদ্দেশ্যে মথুরাপাহাড়ি থেকে

রওনা দিলেন। প্রথমে তারা পায়ে হেঁটে

মোহাম্মদবাজার পর্যন্ত আসেন। সেখান

থেকে সমবেতভাবে সকলে বাসে ওঠে

সিউড়ি এসে প্রশাসনিক ভবন চত্বরে

মিছিল করে হাঁটেন। সিউড়ি শহর

পরিক্রমা করার পর তারা বর্ধমান, উত্তর

২৪ প্রগনা ব্রানগর হয়ে আবার রওনা

দিবেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। আগামী

১৪ই এপ্রিল দুপুর একটা নাগাদ

রাজপথে রাজভবনের উদ্দেশ্যে মিছিল

করবেন। সাক্ষাৎ করবেন রাজ্যপালের সঙ্গে, তুলে ধরবেন তাদের দাবি সনদ।

এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি

গড়ার লক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ

শুরু করেছেন। প্রথম পর্বে

দেওয়ানগঞ্জ-হরিণ সিংগা এলাকায়

পিডিসিএল কয়লাখনি উত্তোলণের

জন্য প্রাথমিকভাবে বোরিং এর কাজ

শুরু করেছে। স্থানীয় আদিবাসীদের

ইচ্ছা অনুসারে এবং জেলা প্রশাসনের

তৎপরতায় একদিকে যেমন জমি

অধিগ্রহণের কাজ শুরু করেছে রাজ্য

রাজ্য সরকার দুটি পর্যায়ে

বমতলায় পোছে সেখান



ইয়াসমিন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের দয়ারে সরকার প্রকল্প শুধ দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। এই দুয়ারে সরকার প্রকল্প ১ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছিল। ১০ এপ্রিল পর্যন্ত এটি চলবে। সোমবার ছিল দুয়ারের সরকার প্রকল্পের আবেদন পত্র সংশোধন ও জমা দেওয়ার শেষ দিন। তাই এদিন বাঙ্গিটোলা সহ মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় এই কাজের

ডেউচা পাঁচামি কয়লা খনি বন্ধে

পথে আদিবাসী অধিকার মহাসভা

১৪ এপ্রিল দেখা করবেন রাজ্যপালের সঙ্গে

সরকার তেমনি আদিবাসীদের কথা

মাথায় রেখে সরকারি খাস জমিতে

প্রায় ৬০০ একর জায়গা জুড়ে প্রথম

পর্বে কয়লা উত্তোলন করার প্রক্রিয়া

শুরু করেছে রাজ্য সরকার। দ্বিতীয়

পর্যায়ে প্রায় ৫০০ একর জমিতে

প্রস্তাবিত কয়লা খনির কাজ শুরু হবে

যার অধিকাংশ মালিক স্থানীয়

আদিবাসী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের

মানুষ। রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত

কয়লা খনি বাস্তবায়িত হলে এলাকায়

যেমন আর্থিক বুনিয়াদ শক্ত হবে

তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলবে।

তাই এই সুযোগকে হাতছাড়া করতে

চায়নি অনেকেই, জেলা প্রশাসনের

আবেদনে সাড়া দিয়ে বহু জমিদাতা

তাদের জমি দিয়েছেন, আদিবাসীরাও

জমি দিতে এগিয়ে এসেছেন। যারা

জমি দিয়েছেন তাদের অনেকেই মুখ

্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত প্যাকেজ অনুযায়ী

চাকরি পেয়েছেন তাই বর্তমানে

আাদবাসা আধকার মহাসভার নতুন

করে এই আন্দোলন কতটা আদিবাসী

জনসমাজে প্রভাব ফেলবে সেই নিয়েই

প্রশ্ন তুলেছেন আদিবাসী সমাজের

একাংশই। আদিবাসী নেতা সুনীল

সরেন বলেন, কয়লা খনি হলে এখ

ানকার সাধারণ আদিবাসী দাও চাকরি

পাবে না এলাকার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ

শক্ত হবে। চান্দার স্থানীয় বাসিন্দা মাধব

বিত্তার বলেন, ৭৫ শতাংশ মানুষ

তাদের জমি দিয়েছেন কয়লা খনির

প্রকল্পের জন্য ২৫ শতাংশ মানুষ যারা

আছেন তারা পাট্টা কিংবা ভাগচাষি

পাথর শিল্পাঞ্চলের পাশাপাশি পয়লা

শিল্প হিসেবে গড়ে উঠলে অনেক

তদারকি করেছি। খুব ভালো সাড়া মিলেছে। বহু মানুষ তীব্ৰ দাবদাহ উপেক্ষা করে দয়ারে সরকার প্রকল্পের আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। অনেকেই দেখেছি হাতে আবেদনপত্র নিয়েও ঠিকঠাক ভাবে হয়তো পুরণ করতে পারেননি। তাই আমি যতটা পেরেছি সেই আবেদনপত্রগুলো বাঙ্গিটোলা যেখানে দয়ারের সরকারের ক্যাম্প হচ্ছে সেখানে বসেই পূরণ করে দিয়েছি।

মান্য চাকরি পাবেন, বিকল্প কর্মসংস্থান

গড়ে উঠবে, এলাকার উন্নয়ন হবে।

তবে ইমানয়েল মাডিজর মতো কিছ

আদিবাসী মনে করেন পাথর তোলাটাই

মূল লক্ষ্য সরকারের এখানে কয়লা

উত্তোলন হবে না, তবে কয়লার নামে

মানুষের কাছ থেকে ভুল বুঝিয়ে জমি

অধিগ্রহণ করা হচ্ছে তাই তারা জমি

দিতে চান না আর কয়লা খনি ও হতে

পরেও আদিবাসীদের অধিকাংশই এখ

নও পিছিয়ে, এলাকায় নেই রাস্তা, নেই

হাসপাতাল। জল জমি জঙ্গলের

অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে এবং পাথর খ

াদান এলাকায় দৃষণের প্রতিবাদ জানাতে

এবং আদিবাসী জনসমাজে গ্রাম সভার

বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি, ডেউচা

পাঁচামি দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলে প্রস্তাবিত

কয়লা খনি বন্ধ-সহ নানা দাবি জানিয়ে

আদিবাসী অধিকার মহাসভার

দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর

অন্তর্গত মোথাবাডি বিধানসভা কেন্দ্রের এদিন প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের আবেদন পত্র নেওয়ার কাজ চালিয়েছে প্রশাসনের কর্তারা। লক্ষী ভাণ্ডার, স্বাস্থ্য সাথী, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা সহ একাধিক জনমখী সরকারি প্রকল্পের যারা সুবিধার নিতে আগ্রহী তারাই মূলত দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এসে নিজেদের আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন।

এদিন মোথাবাড়ির বাঙ্গিটোলা এলাকায় দ্য়ারে সরকার ক্যাম্পের আচমকা পরিদর্শনেই যান রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সেখানে পুলিশ, পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের কর্তারা উপস্থিত হয়েছিলেন। এই প্রকল্পের আবেদন পত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোথাও কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারেও খোঁজ খবর নেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। মন্ত্রী বলেন, দয়ারে সরকার প্রকল্পের তদারকি প্রকল্পের কাজ ছিল সেটি খতিয়ে দেখা হয়েছে।

ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল

কলকাতা (ডিআরটি-৩) ৯ম তল, "জীবন সুধা বিল্ডিং", ৪২সি,

দাবি বিজ্ঞপ্তি ্য রিকভারি অফ ডেটস্ এন্ড ব্যাঙ্করাপসি এই ১৯৯৩ এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন এর অধী এবং ইনকাম ট্যাক্স এক্ট, ১৯৬১ এর দ্বিতী তফসিলের রুল ২ -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি আরসি/৩৮২/২০১৯

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম

মেসার্স দাস এন্টারপ্রাইজ ও অন্যান্য

(সিডি ১) মেসার্স দাস এন্টারপ্রাইজ নেপাল চন্দ্ৰ দাস, ৩৫/এফ, ২য় স্ট্ৰিট, মডাৰ্ন পাৰ্ব সন্তোষপুর, থানা- ইস্ট যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৭¢ এবং স্বত্বাধিকারী- শ্রী নেপাল চন্দ্র দাস ই ব্লক, সম্মিলনী পাৰ্ক, কলকাতা- ৭০০০৭৫ এব ২৭/৪, লেন ইস্ট, ৪র্থ রোড, সন্তোষপুর ফলকাতা- ৭০০০৭৫। (সিডি ২) শ্রী অভিজিৎ রায়

১/১২, ব্যানার্জি পাড়া লেন, সরশুনা, কলকাতা

কালীতলা গড়িয়া স্টেশন রোড, কলকাত 9000681

১. আপনাকে এতদ্বারা নোটিস প্রাপ্তির ১৫ দিনে ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 আপনাকে এতদ্বারা ২৬.০৪.২০২৩ তারি াকাল ১০.৩০ টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাম

৫. উপরোক্ত রাশি ছাড়াও আপনি আরও পরিশো

(ক) শংসাপত্র/সম্পাদনের প্রক্রিয়ার নোটিসে অব্যবহিত পরে শুরু সময়কা*লে*র জন্য প্রদে

(খ) এই বিজ্ঞপ্তি এবং ওয়ারেন্ট এবং অন্যান প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্য পরিমাণ পনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত

১৬/১২/২০২২ তারিখে।

বনশ্রী গুহু নিয়োগী বিকভাবি অফিসাব কলকাতা ডেটস রিকভারী ট্রাইবুনাল -৩

কাঁকসায় দুটি পৃথক দুর্ঘটনায়

নিজম্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দুটি

দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে কাঁকসার বাঁশকোপা টোলপ্লাজার কাছে দু নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর। জানা গিয়েছে, এক বাইক আরোহী জাতীয় সড়ক থেকে গোপালপুর মোড় ঘোরার সময় ডাম্পারের সঙ্গে মুখে ামুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ডাম্পারের চাকায় পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক আরোহীর। দুর্ঘটনার পরেই ডাম্পার ছেড়ে পালায় চালক। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মগে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করে পুলিশ।

করি, তখন বেশ কিছু মানুষকে দেখি আবেদনপত্র হাতে নিয়ে তারা দাঁডিয়ে রয়েছেন। তখনই আমি সেই আবেদন পত্রগুলি নির্দিষ্ট সুবিধাপ্রাপ্ত উপভোক্তাদের মতামত নিয়েই পূরণ করেছি। এদিনই শেষ দয়ারে সরকার

রিকভারি অফিসারের অফিস-৩

জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

(সিডি ৩) শ্রীমতী গীতাঞ্জলি বিশ্বাস

এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসার ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি-৩ টিএ/৮৪/২০১৫ দ্বারা পাস করা আদেশ অনুসা জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুযা ২৩৭০৩২৯.৪০ টাকা (তেইশ লক্ষ সত্তর হাজা তিনশো ঊনত্রিশ টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র এবং সেইসঙ্গে পেভেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ স গার্ষিক ১২.৫০% হারে বার্ষিক সরল সু ২৮/০১/২০১১ তারিখ থেকে কার্য্যকর পরিশে না হওয়া পর্যন্ত এবং ২৬০০০ টাকা (ছাব্বি হাজার টাকা মাত্র) মল্য আপনার বিরুদ্ধে বকে হয়ে গেছে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে / সম্পূণ সীমিত)।

মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেও? হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা আইন, ১৯৯৩ এবং এর বিধিগুলির অধীনে বকেয় ঋণের পনরুদ্ধার অনসারে পনরুদ্ধার করা হবে **৩**. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে ব তার আগে আপনার সম্পদের বিবরণ হলফনামা

উপস্থিত হতে আদেশ করা হয়েছে পরবর্ত কার্যক্রমের জন্য।

মন্ক্রপ সদ

অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার পরিষেবার ক্ষেত্রে মূল্য, চাঙ এবং বায়। আমার হস্তাধীনে টাইবনালের সিলমোহরযক্ত হ

পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে সোমবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদপানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সডকে কাঁকসার দোমডা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম তপন আঁকুরে। বয়স ৪৫ বছর। পেশায় আইসক্রিম ব্যবসায়ী তপনবাবু কাঁকসার ধোবারু গ্রামের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল সাডে ৬টা নাগাদ ওই ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে কাঁকসার ১১ মাইলে যাচ্ছিলেন আইসক্রিম আনতে। সেই সময় পিছন থেকে কোনও লরি তাঁকে ধাকা মেরে চলে যায়, এমনটাই অনুমান স্থানীদের। দুর্ঘটনার জেরে রাজ্য সড়কে সাময়িক যান চলাচল ব্যাহত হয়। খ বর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

কনভেনার জগন্নাথ টুডুর যুক্তি আদিবাসী সমাজকে বাঁচাতে এবং পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরতেই তাদের রাজভবনযাত্রা। বাজা সরকারের প্রস্তাবিত কয়লাখনি বন্ধের বিরোধিতা থেকে আদিবাসী অধিকার মহাসভাকে বিরোধিতার জায়গা থেকে সরে আসার আহ্বান জানান জেলাশাসক বিধান রায়। তিনি বলেন, তাদেরকে বহিরাগতরা ভুল বুঝিয়ে আন্দোলনে নামাচেছন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসীদের স্বার্থের কথা ভেবেই যে প্যাকেজ খোষণা করেছেন সে কথাও তিনি জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, জমির বদলে চাকরি বাড়ি করার জন্য টাকা সরকারি সুযোগ

> Naya Sansar Co-operative Housing Society Ltd (Registration No. 2 date-06.07.1992) Opposite Alampur Gurdwara, Bombay Road, P.O- New KoloraHowrah-711302

pursuance of order no. 418-II/6/12 dated-04.04.2023 of the Assistan Registrar of Co-operative Societies, Howrah Range it is hereby notified for information to all the members of the Naya Sansar Co-operative Housing Society Ltd.(Regn No-02 date-06.07.1992) that a Special General Meeting of the Society will be held on 07.05.2023 at 09:30 A.M. at the premises of the Registered Office of the Society (i.e. P.O & P.S-Sankrail, Howrah-711313) under section 31 of WBCS Act 2006 to transact the following agendum.

1: Election to the Board of Directors of Naya Sansar Co-operative

Housing Society Ltd (Election Schedule is attached below). All the members of the above noted Society are requested to attend the Special General Meeting on the scheduled date and time positively and to take part in the election to the Board of Directors of the Society.

Inspector of Co-operative Societies, Sankrail Block Naya Sansar Co-operative Housing Society Ltd SCHEDULE FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS Memo no. 03/BOD Election/2023

In pursuance of W.B. Co-operative Election commission Regulation-2012 & Order no. 13/II-6/12 dated-06.01.2023 of the Returning Officer, Naya Sansar Cooperative Housing Society Ltd & ARCS, Howrah Range all the members are hereby informed that the Election to the Board of Directors of the above mentioned Society will be held on 07.05.2023(Sunday) as per the following

Number of Directors to be elected: 09out of which 02(two) are reserved for women and 01(One) reserved for SC/ST.

SL. Programme Date

NI-	Frogramme	Date	Time	riace
No.	D 11' - ' CC 1	10.04.2022		
1	Publication of final	10.04.2023		
	voter list	(Already		
		published)		
2	Issue of Nomination	18.04.2023	11.00 a.m. to	Society's Office
	form	&	2.00 p.m.	
		19.04.2023		
3	Submission of	24.04.2023	11.00 a.m. to	-do-
	Nomination Papers		2.00 p.m.	
4	Scrutiny of	26.04.2023	12.00 (Noon)	-do-
	Nomination Papers		` '	
5	Publication of list of	26.04.2023	Immediately	Society's Office
	Valid Nominations		after Scrutiny	Notice Board
6	Last Date of	27.04.2023	Upto 3:00 p.m.	Society's Office
	Withdrawal of			•
	Nomination Papers			
7	Publication of Final	27.04.2023	After 3.00 p.m.	Society's Office
	List of Contesting			Notice Board
	Candidates			
8	Date of Poll (if	07.05.2023	10.00 a.m. to	Premises of
	required)		2.00 p.m.	Society
9	Counting of Votes &	07.05.2023	After	-do-
	Publication of		completion of	
	Results		Poll	

N.B.- 1) Eligibility for being elected as Director: As per WBCS Act 2006 and Rules 2011 as amended up to date

2)At the time of Election of the BOD, voters have to produce a photo ID Card as recognized by the election Commission of India. 3)Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination form (if applied for SC/ST reservation) and original to be produce before the ARO at the time of scrutiny. Date: 11.04.2023

Sd/- (Sutapa Das) Assistant Returning Officer Society Ltd

Sd/- (Imtiaz Ahmed) Assistant Returning Officer Naya Sansar Cooperative Housing Naya Sansar Cooperative Housing Society Ltd

নোটিশ

সোসাইটি দ্বারা বকেয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পরে সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ ১. এস লক্ষ্মণ ২. এস রামকফান আয়েঙ্গার ৩. প্রমোদ আগরওয়াল ৪. বি হরি ৫. অরিন্দম ঘোষ ৬. সদীপ দালাল ৭. কৌশিক সেন এবং ৮. সুদীপ্ত চক্রবর্তীর ২৯.১২.২০১৯ তারিখে সোসাইটির এজিএম-এ যথাযথভাবে গৃহীত হয়েছিল।

হিডকো-এর নির্দেশ অনুসারে এই প্রাক্তন সদস্যদের একটি চূড়ান্ত পাবলিক নোটিশ দেওয়া হয় যে সোসাইটি সদস্যপদে ফলাফলে শূন্য পদগুলি পূরণ করতে এগিয়ে যাবে, সোসাইটি সঠিক মনে করে, যদি এই পাবলিক নোটিশ প্রকাশের ৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে কোনও যোগাযোগ না পাওয়া যায়।

এস ভি রামানি চিফ প্রোমোটার

অন্ট্র্যাক কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড (প্রস্তাবিত) ৫০. লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-৭০০০২৯

(1) IDBI BANK

নোটিশ

আমার মঞ্চেল অমর চন্দ্র সোম পিতা- মৃত রাখাল চন্দ্র

সোম নিবাস-১/১ এম বি রোড, নিমতা, কলিকাতা-৭০০

০৪৯, বিগত ০৭/০৪/২০২৩ তারিখে বাসে ভ্রমণকালীন

আসল পিট দলিলটি হারিয়ে ফেলেন। দলিলটির

নম্বর-৯৮৬, সাল ১৯৯৫, মৌজা-আরদেবক এল আর

দাগ-৩১২, এল আর খতিয়ান-৩৩৩, উনি নিমতা থানায়

ডাইরি করেন। যাহার নম্বর ৪৭৪, তারিখ ০৮/০৪/২০২৩।

যদি কোনও সহাদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পেয়ে থাকেন ব

কোন রকম আপত্তি থাকে তাহলে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের

দিন থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমার সাথে যোগাযো

করবেন। অ্যাডভোকেট গৌতম সাহা, রেজিস্ট্রেশন

নং-WB-৪২৮/১৯৯০, ফোন নং- ৯৮৩৬৪৬৭৮০৩,

২৮৪, দমদম রোড, কলকাতা-৭০০০৭৪

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, এসআইএমএস হাউস আহাভাষআহ খ্যাক শোমটেড, গ্রাসআহ্রামার্য হাওস প্রথমতল, ১১৫ জিটি রোড, পারবীরহাটা, এসবিআই এর বিপরীতে জেলা- পূর্ব বর্ধমান, বর্ধমান পিন -৭১৩১০৩ CIN: L65190MH2004GOI148838

নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনাপিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যান্ট, ২০০২ (২০০১ -এর ৫৪) অধীনে **আইডিবিআই ব্যান্ধ লিমিটেড** -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ এবং সিকিউরিটি ইণ্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর দঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং জনসাধারণকে এতদ্ধারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচেছ যে. সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ- ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্ধারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার ন করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার *লেনদেনে নোটি*সে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ **আইডিবিআই ব্যান্ধ লিমিটেড** এর ধার্য সাপেক্ষ

জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা ঋণগ্রহীতার নাম ও ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির অ্যাকাউন্ট নং পরিমাণ শ্রীমতী লোপামুদ্রা ব্যানার্জি ১১) ২৪.০১.২০২৩ 'চৈতালী অ্যাপার্টমেন্ট" নামে পরিচিত উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের ২য় তলায় উত্তর পাশের ৪২৩ ২) ০৫.০৪.২০২৩ বর্গফট পরিমাপের ফ্র্যাটের সকল, সম্পত্তির এলআর খতিয়ান নং ১১৭৬১ এবং ১১৭৬২ ৩) ১৯,০০,৬৩৮/- টাক শ্রী সঞ্জিত কুমার সিং, ১৬৮৩৮ এলআর প্লট নং ১৭৭১/৩১৩৮ (আরএস প্লট নং ১৭৭১) ''বাস্ক'' পরিমাপ মো (উনিশ লক্ষ ছয়শ আটত্রিশ টা এলাকা ০.১৯ একর এর মধ্যে ০.০৭ তথায় থাকা কাঠামো সহ, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং ন মাত্র) ০৮.০৮.২০২২ অনুযায়ী

: ভারতী সংঘ ক্লাব, **পূর্বে : সুমন্ত** বটব্যাল এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** মিউনিসিপ্যাল পাকা রোড

১৯৩০৬৭৫১০০০০০২৩১ সইসঙ্গে তারউপর আরও সুদ, খ

তারিখ: ১১.০৪.২০২৩, স্থান: বর্ধমান

স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

১২২, মহল্লা-মনসা পাড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, কাটোয়া পৌরসভার সীমার মধ্যে, মৌজা- কাটোয়া জেএল নং ১১ থানা এবং জেলা- বর্ধমান কাটোয়া পৌরসভাব সীমাব মধ্যে থানা ও জেলা

বর্ধমান। **চতুর্দিক পরিবেস্টিত: উত্তর:** শ্রী এস দে এবং শ্রীমতী সি. দে এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে**

HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd. Office: B-301, Citi Point, Andheri Kurla Road, Next To Kohinoor Continental, Andheri (East), Mumbai-400059, India, T: +91-22-28266636, E: loan@hdfccredila.com

দখল বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন এ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনাপিয়াল এ্যাসেটস্ এ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩ (৪) এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস্ ২০০২ -এর রুল ৮(১) অধীন

(পরিশিস্ট-৪)

নিম্নস্বাক্ষরকারী, HDFC Credila Financial Services Limited -এর অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন এ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অয ফিনাপিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন(১২) তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস্ ২০০২ অধীন অপিত ক্ষমতাবলে দাবী বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহতী(গণ)/জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং আইনি প্রতিনিধি(গণ)/দের তাদের নামের সাপেকে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, সুদসহ, প্রযোজ্য হারে যা নোটিশে উল্লিখিত মতে প্রদান করতে, ঐ নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তৎসহ আনুষাঙ্গিকে খরচ, মূল্য ও চার্জ ইত্যাদি সহ পেমেন্ট এবং/অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত

	ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম লোন অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তি (গুলি)/ সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি)- এর বর্ণনা	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	বকেয়া পরিমান	দখলের তারিখ/ বাস্তবিক
	জ্যোতির্ময় ডেনরিয়া, গোপাল চন্দ্র ডেনরিয়া, অজন্তা ডেনরিয়া এডুকেশন লোন অ্যাকাউন্ট নং A1502230039	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার প্রাম- গুছাইতপাড়া, মৌজা- কুলগাছিয়া জে এল নং ২০, দাগ নং ৩৩৫, খতিয়ান নং ১৩৯/১, থানা- উলুবেড়িয়া সেইসক্ত তথায় থাকা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সুপারস্ট্রাকচারগুলি এবং যা নিম্নরূপ পরিবেঞ্চিত- পূর্ব: রোড পশ্চিম: ২ স্টারড উত্তর: খালি জমি দক্ষিণ: পুকুর	১৮-নভেম্বর- ২০২২	৩৪,৭৬,৪৬৬,০০/- টাকা (টোত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারশত ছেষট্টি টাকা মাত্র)	০৫-এপ্রিল-২০২৩ বাস্তবিক দখল
1					

প্রযোজ্য হিসাবে আরও অতিরিক্তস্দের সাথে পেমেন্ট এবং / অর্থাঙ্ক আদায়ের তারিখ পর্যন্ত আনুষাঙ্গিক খরচ, মূল্য চার্জ ইত্যাদি যাইহোক যেহেতু এখানে উল্লিখিত শ্বণগ্ৰহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ) এব জামিনদার(গণ) কে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে. যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী উক্ত এ্যাক্টের রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিও সেকশন ১৩(৪) অধীন অপিত ক্ষমতাবলে উপরে বর্ণিত সম্পত্তি উপরে বর্ণিত তারিখে দখল নিয়েছেন।

বিশেষভাবে ঋণগুহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সাবধান করা হচ্চে উপরোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনরূপ লেনদে না করতে এবং সংশ্লিষ্ট উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যদি কোনরূপ লেনদেন হয়, তবে তা HDFC Credila Financial Services Limited -এর ধায সাপেক্ষে হবে যদি কিছু পুনরুদ্ধার হয়ে থাকে তা বাদ দিয়ে।

For HDFC Credila Financial Services Limited

Authorized Office (Mr. Pinak Varu

তারিখ: ০৫.০৪.২০২৩

স্থান : হাওডা

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in ই-অকশন বিক্ৰয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিশদ : নাম: অভিজিৎ চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি - sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং- ৯৬৭৪৪ ৫৮৮৮৮ অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

্র রুল ৯(১), ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ -এর বন্দোবস্ত [রুল ৯(১), ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)] সহ পঠিত

সিকিউরিটাইজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেন্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর ম্পদের বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৮.০৪.২০২৩

সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ। সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৩

মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-এর সরবরাহ করা ই-অকশন ওয়েবসাইট https//www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi index.jsp মাধ্যমে ডাকদাতাদের নিজস্ব ওয়ালেটের মাধ্যমে ১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ট্রাপফার/জম করতে হবে অর্থাৎ আরটিজিএস/এনইএফটি-রু মাধ্যমে প্রত্যেককে। আগ্রহী দরদাতা ই-নিলাম শেষ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কায়ে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি –এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান প্রাপ্তির পরে এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট নিলামদাতাকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুসারে এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দর্মদাতাদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহুর্তের সমস্যা এড়াতে অগ্রিম বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জিএসটি যখন প্রযোজ্য হবে ক্রেতার দ্বীরা পরিশোধ করা হবে।

নাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগুহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি হাইপোথিকেটেড / বন্ধকীকৃত প্ৰতিশ্ৰুত/ সুৱক্ষিত পাওনাদারের কাছে চার্জ করা হয়েছে, যার **ৰাস্তবিক দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যান্ধ অফ ইভিয়া**র অনুমোদিত আধিকাৰিক দ্বীৰা নেওয়া হয়েছে, "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে" ভিন্তিতে ১৮.০৪.২০২৩

িরুল ৯(১) এবং ৬(২) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখন] ৩০.০৪.২০১৮ অনুযায়ী ৯,২৩,৯১,৯৬০.৯০ টাকা + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং খরচ ১৮.০৫.২০১৮ তারিখের

ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী পুনরুদ্ধানৈর জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে মেসার্স ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ডিরেক্টর ও জামিনদার-শ্রী গোপাল সহাসারিয়া এবং শ্রীমতী রাধা সহাসারিয়া- এর বকেয়া হয়ে গেছে। রিজার্ভ মূল্য হবে-

সম্পত্তি নং- ১) ৫.৪১ কোটি টাকা [(ক) ৫.২৬ কোটি টাকা + (খ) ১৫ লক্ষ টাকা] এবং বায়নার টাকা জমা হবে ৫৪.৫০ লক্ষ টাকা [(ক) ৫৩.০০ লক্ষ টাকা + (খ) ১.৫০ লক্ষ টাকা]

দর বৃদ্ধির পরিমাণ- ১,০০,০০০.০০ টাকা

(জ্ঞা<mark>ত দায় সহ, যদি থাকে, স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)</mark> সম্পত্তি - ১ : ক) মেসার্স ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড এর জমি ও ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, কোল্ড স্টোরেজের অবস্থান সূলতানপুর, জি.টি. রোড, মেমারী পৌরসভার সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং ৩, মৌজা- মেমারল, পিপোস্ট ও থানা- মেমারী, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৬, জেএল নং ১৫২, এল.আর. প্লট নং ২৫৬৩, ২৫৬৪, ২৫৬৫, ২৫৬৬ এবং ২৫৬৯, জমির এলাকা ১.৯৪ একর, দলিল নং আই-০৪৫০৩ সাল-২০১০ এর শ্রেণীবদ্ধ হিসাবে। খ) মেসার্স ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড এর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি

বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং ২ [রুল ৯(১) এবং ৬(২) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন] 29 No 2028 **অনুযায়ী ৩ ১৪ ৫০ ০০০ ০০ টাকা** + তার উপর আরও সদ + অনুযান খরচ এবং খরচ ৩০ ১০ ১০ ৪ তারিখের ডিয়াল নোটি*

অনুযায়ী পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স ধরিত্রি সিডস এন্ড ফার্ম, অংশীদার এবং জামিনদার-** ১. সেখ কুতুবউদ্ধিন আলী ২. আলাউন্দিন সাবির ৩.শ্রী মলয় কুমার কালে, ৪. শ্রী বাসুদেব সেনগুপ্ত, ৫. অমিতাভ জানা এবং ৬. উমা কান্ত মান্না -এর বকেয়া হয়ে গেছে। সম্পত্তি নং- ১) ১৩৮.৩০ লক্ষ টাকা [(ক) ১৩৫.২৫ লক্ষ টাকা + (খ) ৩.০৫ লক্ষ টাকা] এবং বায়নার টাকা জমা হবে

১৩,৮৩,০০০.০০ টাকা [(ক) ১৩,৫২,৫০০.০০ টাকা + (খ) ৩০,৫০০.০০ টাকা] দর বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০.০০ টাকা

(জ্ঞাত দায় সহ, যদি থাকে, স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১ নিম্নে বর্ণনা করা হল:-ক) (১) ধরিত্রি সিডস এন্ড ফার্ম এর জমি ও সিভিল কাঠামো, প্লট নং - ২৯৬, ২৯৬/১০০৫, এলাকা- ১০৮ ডেসিমেল, ২০০৭ সালের দলিল নং আই-৬০, মৌজা- কল্যাণপুর, জেএল নং ৭৯ , এলআর খতিয়ান নং ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, থানা-সোনামুখী, জেলা-বাঁকুড়া। সম্পত্তিটি ১) সেখ কতবন্ধিন আলি, ২) আলাউদ্ধিন সাবির, ৩) মলয় কমার কোলে, ৪) বাসদেব সেনগুপ্তের নামে আছে।

্রি) সেখ কুতুবউদ্দিন আলী -এর জমি ও ভবন, এলাকা- ১৫৪ ডেসিমেল, দলিল নং- ২০০৭ সালের আই-৫৯, প্লট নং- ৩৭০, ৩৭১, ২৯৬/১০০৫, াণপুর, জেএল নং ৭৯, থানা- সোনামুখী, জেলা - বাঁকুড়া -তে অবস্থিত। খ) উপরোক্ত ইউনিটেপ্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি।

বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি [রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]

অনুযায়ী পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স একচাকা এইচ.আর. মিনি রাইস মিল, অংশীদার(গণ)** - (১) নজরুল মন্ডল, (২) লালমিয়া মন্ডল (৩) শ্রীমতী সুলতা নস্কর, (৪) শ্রীমতী সুচন্দ্রা দাস, (৫) শ্রীমতী পারুল নস্কর (লহিড়ি) এবং **জামিনদার(গণ) :** (১) নজরুল মন্ডল, (২) লালমিয়া মন্ডল (৩) শ্রীমতী সুলতা নন্ধর, (৪) শ্রীমতী সূচন্দ্রা দাস, (৫) শ্রীমতী পাকল নন্ধর (লহিড়ি), (৬) শ্রী সাধন দাস -এর বকেয়া হয়ে গেছে। রিজার্ভ মূল্য হবে: সম্পত্তি নং- ১) ৬০.০০ লক্ষ টাকা এবং বায়নার টাকা জমা হবে ৬,০০,০০০.০০ টাকা

৩১.১২.২০১৩ অন্যায়ী ২.৬৪,৪৪,৩২৭.০০ টাকা + তার উপর আরও সদ + অন্যান্য খরচ এবং খরচ ৩১.০২.২০১৪ তারিখের ডিমান্ড নোটি*

দর বন্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০,০০ টাকা (জ্ঞাত দায় সহ, যদি থাকে, স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ) **সম্পত্তি নং ১** : মৌজা-একচাকা, জেএল নং ১৯২, এল আর খতিয়ান নং-১১০৫ ও ১১০৬, এল আর প্লট নং-১২৩, ১২৮, এলাকা-১.১৫ একর

২০০৬ সালের দলিল নং-আই-২৪৭৭ লালমিয়া মন্ডল ও নজরুল মন্ডলের নামে কারখানার জমি ও ভবন

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইভিয়াতে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in, এমএসটিসি ওয়েবসাইট https://ibapi.in/Sale_Info_Login.aspx এবং

https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp তারিখ: ১১.০৪.২০২৩ অনুমোদিত আধিকারিক এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান স্থান: বর্ধমান

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের প্রচারে হাটে-বাজারে কর্মাধ্যক্ষ



নিজস্ব প্রতিবেদন, শাসন: প্রচন্ড তাপপ্রবাহে হিমশিম অবস্থা মানুষের। এই রকম এক গরমের দুপুরে শাসন থানার খড়িবাড়ি বাজারে উপস্থিত হয়ে ব্যবসায়ী ও আগত উপভোক্তাদের শারীরিক খোঁজখবর নিতে দেখা যায় উঃ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদকে। বাজার করতে আসা মানুষের শারীরিক খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি প্রচন্ড গরম থেকে রক্ষা পেতে করণীয় বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেন। সরিফুল ইসলাম নামে বয়স্ক ব্যবসাদার বলেন, সাধারণত নেতারা এইভাবে খোঁজ খবর নিতে আসে না কিন্তু জনপ্রতিনিধি হিসেবে যেভাবে মানুষের খোঁজ খবর নিতে বাজারে উপস্থিত হল এটা প্রশংসনীয়। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, এইরকম মানুষের আরও বেশি প্রয়োজন সমাজের জন্য। এই বিষয়ে ফারহাদ বলেন, যে তৃণমূল কংগ্রেস একটি। নৈতিক, আদর্শবান দল যাঁর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের দেখানো পথেই দৈনন্দিন মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে যে সমস্ত পরিষেবা চালু আছে তা ঠিকমতো পাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খে াঁজ নেওয়া এবং যদি কারো কোনও সমস্যা থাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এভাবেই রাজ্যের উন্নয়নের ছোঁয়া মানুষের দরবারে পৌঁছে দিতে নিবিড় জনসংযোগ করে যাওয়া হচ্ছে বলে একেএম ফারহাদ জানান।

তরুণীর গায়ের কেরোসিন ঢেলে খুনের

সুবিধা মানবিক প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রী বরাদ্দ

দেওয়ানগঞ্জ প্রস্তাবিত এশিয়ার দ্বিতীয়

বৃহত্তম কয়লা খনি হলে রাজ্য তথা

বীরভূম জেলায় আর্থিক বুনিয়াদ

যেমন একদিকে শক্ত হবে তৈমনি

কর্মসংস্থান ও বাড়বে তাই আদিবাসী

অধিকার মহাসভা দাবি কতটা

মানবে আদিবাসী সমাজ তা ভবিষ্যতেই

ডেউচা-পাঁচামি, হরিণসিঙ্গা-

করেছেন জমিদাতাদের জন্য।

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: তরুণীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, গ্রেপ্তার তিন অভিযুক্ত। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার রামকৃষ্ণ পল্লির বাসিন্দা এক তরুণী রবিবার রাতে বনগাঁ শহর থেকে স্কুটি করে বাড়িতে ফিরছিল। সেই সময় তিন জন যুবক মুখ ঢেকে ওই তরুণীর উপর চড়াও হয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেয়। কোনওক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে বনগাঁ থানায় এসে অভিযোগ জানায় ওই যুবতী। যুবতীর অভিযোগ তাকে কয়েক দিন ধরে ফলো করছিল এক যুবক, তারপরেই রবিবার রাতে এই ঘটনা ঘটায়। তার রেজিস্ট্রি হয়েছে তাও ওই যুবক উত্তপ্ত করত তাকে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ওই তরুণী। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আবেদন করেছেন তরুণী সহ পরিবারের সদস্যরা। তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে সোমবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠাচ্ছে বনগাঁ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম উজ্জ্বল দাস, রাজীব ঘোষ ও রাজেশ ঘোষ। ধৃতরা বনগাঁর চাপাবেড়িয়ার বাসিন্দা। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৩



আমার বাংলা

নিম্নমানের রাস্তা তৈরির অভিযোগ তুলে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সামনেই পঞ্চায়েত ভোট তা সত্ত্বেও হুঁশ নেই শাসক দল তৃণমূলের। ঢালাই রাঙ্ম স্তা তৈরি নিয়ে দর্নীতির অভিযোগ উঠছে কিন্তু নীরব প্রশাসন বলে অভিযোগ। ঘটনাটি হল হুগলির গোঘাট এক নম্বর ব্লুকের বালি অঞ্চলের জগৎপর গ্রামে। ওই গ্রামের মান্যের অভিযোগ ঢালা রাস্তা তৈরি হচ্ছে খুব নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে। পাশাপাশি এস্টিমেট অনুযায়ী রাস্তা তৈরি হচ্ছে না বলে অভিযোগ ওই গ্রামের মান্যের। এস্টিমেট অন্যায়ী রাস্তা তৈরি না হওয়ায় এদিন সকাল থেকে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হওয়ার পরেই গ্রামের মানুষ কাজ বন্ধ করে দেয়।

এলাকায় উত্তেজনার পারদ বাডতে থাকে। প্রশাসন সূত্রে গিয়েছে, বালির জগৎপর গ্রামের নদীবাঁধ থেকে মূল গ্রামের দিকে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয়। ঢালাই রাস্তা তৈরির জন্য প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকার বরাত পায় ঠিকাদার। কিন্তু অভিযোগ ছয় ইঞ্চি হাইটের জায়গায় আড়াই ইঞ্চি হাইট করা হচ্ছে, বালি দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে, সিমেন্ট ও স্টোনচিপ কম দিয়ে কোনও রকমে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই স্থানীয় যুবক সৌমেন সামন্ত বলেন, রাস্তার কাজ গত রবিবার থেকে শুরু হয়। কিন্তু পরেরদিন থেকেই রাস্তায় বড

বেশ কয়েক ঘণ্টা কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে থাকে। বড় ফাটল। সিমেন্টের ভাগ খুব কম। ছয় ইঞ্চি মণ্ডল জানান, এস্টিমেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। जानारे दात जारा जिन रेषि जानारे मिर्फ्ट। **ज**रे গ্রামের সকল মান্য রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ভাবে রাস্তা করলে হবে না। আজ এই জায়গা হচ্ছে, পরে সব জায়গায় হবে। প্রতিবাদ করতে হবে। অপরদিকে দিলীপ সামন্ত নামে আর একজন ব্যক্তি বলেন, রাস্তা নিয়ে ব্যাপক দর্নীতি হচ্ছে। বালি ভাগ বেশি দিয়ে কেবল ভরাট করে চলে যাচ্ছে। দই দিনে যদি ফাটল হয় তাহলে আগামী দিনে রাস্তা ধসে যাবে। রাস্তা যদি ভালো না হয় তাহলে কাজ বন্ধ থাকবে। অন্যদিকে ঠিকাদার সজিৎ

গ্রামের মানুষের জন্য বাঁধের রাস্তাটা করে দিয়েছি। সামান্য ফাটল দেখা দিয়েছে। ওটা সিমেন্ট দিয়ে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। তবে এই বিষয়ে বালি অঞ্চলের প্রধান মৃত্যুঞ্জয় পালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ হওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। ঠিকঠাক কাজ যাতে হয় তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে মান্যের প্রাথমিক দাবি মজবৃত ঢালাই রাস্তার। কিন্তু তা না হওয়ায় বালির জগৎপুর গ্রামের মানুষ ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে।

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর: পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরের বিজেপি নেতা রাজ মণ্ডল। রাজু সাগর চার নম্বর মণ্ডলের



ক. ১২,৭৪,০০০.০০ টাকা

খ. ১.২৭.৪০০.০০ টাকা

ক. ৬,৬০,০০০.০০ টাকা

খ. ৬৬,০০০,০০ টাকা

খ. ১,০৬,০০০.০০ টাকা

১০,০০০.০০ টাকা

১০,০০০,০০ টাকা

১০,০০০.০০ টাকা

মাস এলাকা ছাডা ছিলেন রাজ। ধত নেতা স্থানীয় নারায়ণী আবাদের বাসিন্দা। সোমবার ধৃতকে কাকদ্বীপ আদালতে পেশ করা হয়। তবে এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় গেরুয়া শিবির। মথরাপর সাংগঠনিক

ক) দায়বদ্ধতা

খ) গঠনমূলক/

বাস্তবিক দখল

ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই

খ) গঠনমূলক দখল

ক) অনুমোদিত

অফিসারের জানা নেই

খ) গঠনমূলক দখল

জেলার বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি বিপ্লব নায়েক বিক্রির করে ক্রেতাদের থেকে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ বলেন, 'মিথ্যে অভিযোগ আমাদের নেতাকে ফাঁসানো হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূলের এই সব নোংরা রাজনীতি করছে তৃণমূল। তবে বিজেপির বিরুদ্ধে পাল্টা সুর চড়িয়েছে তৃণমূল।

ক) ঋণ বকেয়া পরিমাণ

ক. ৭৩,৩০,২৯৩.৬৪ টাকা (তিয়াত্তর লাখ তিরিশ হাজার

নুই শত তিরানব্বই টাকা এবং

চৌষট্টি পয়সা) পরবর্তী চুক্তির

অনযায়ী

২৩.০৭.২০১৯ থেকে এবং

দাবি নোটিশের পরবর্তী

খ. শ্রী আশিস শর্মা

৮৭৫০৬ ৬৬০৪৭

ক. ৭৩,৩০,২৯৩.৬৪ টাকা

(তিয়াত্তর লাখ তিরিশ হাজার

ন্ট দুই শুত তিরানব্বই টাকা এবং

চৌষট্টি পয়সা) পরবর্তী চুক্তির

অনুযায়ী

२७.०१.२०১৯ थिएक वर

দাবি নোটিশের পরবতী আদায়দত্ত শুল্ক ব্যতীত

খ. শ্রী আশিস শর্ম

৮৭৫০৬ ৬৬০৪৭

ক. ৭৩,৩০,২৯৩.৬৪ টাকা ক) অনুমোদিত

ক. ৭৩,৩০,২৯৩.৬৪ টাকা ক) অনুমোদিত তিয়াত্তর লাখ তিরিশ হাজার

অফিসারের জানা নেই

খ) গঠনমূলক দখল

দুই শত তিরানব্বই টাকা এবং টোষট্টি পয়সা) পরবতী চুক্তির খ**) গঠনমূলক দখল**

তিয়াত্তর লাখ তিরিশ হাজার

্র অনুযায়া সুদ ২৩.০৭.২০১৯ থেকে এবং দাবি অনুযায়ী

দাবি নোটিশের পরবর্তী

খ. শ্রী আশিস শর্মা

৮৭৫০৬ ৬৬০৪৭

দই শত তিরানব্বই টাকা এবং

চৌষট্টি পয়সা) প্রবর্তী চুক্তির

অনুযায়ী ২৩.০৭.২০১৯ থেকে এবং দাবি নোটিশের পরবতী

খ. শ্রী আশিস শর্মা

৮৭৫০৬ ৬৬০৪৭

মাদায়দত্ত শুক্ষ ব্যতীত

আদায়দত্ত শুল্ক ব্যতীত

আদায়দত্ত শুল্ক ব্যতীত

মোবাইল নং

यूनियन बैंक 📗 **Union Bank**



লট নং ক) ঋণ

ক) মে ۵.



৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৭১ ই-মেল : crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank ফোন নং: ০৩৩ ৪০০৬ ০২৮৯

স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যাভ রিকনষ্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাভ এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি এবং ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিমিত্ত।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগুহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে দায়বদ্ধ এবং বন্ধকদত্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ ইউনিয়**ন ব্যাহ্ধ অফ ইভিয়া/নির্ধারিত** ঋণদাতার নিকট যা ইউনিয়ন ব্যাশ্ক অফ ইন্ডিয়া নির্ধারিত ঋণদাতার সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত ২৬.০৪.২০২৩ তারিখে বিক্রয় করা হবে '**যেখানে যে অবস্থা**য় আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগুহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত্মলোর বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদন্ত সম্পত্তির জনা। বিক্রয়ে সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তক ই-নিলাম প্লাটফর্মে ওয়েবপোর্টালে প্রদন্ত অন্যায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট https://ibani in এবং www.unionbankofindia.co in প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী নিম্নোক্ত সম্পত্তি 'অনলাইন ই-নিলাম' বিক্রি করা হবে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমসিটিসি ই-কমার্সের ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com মাধামে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২৬ এপ্রিল, ২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
টেন্ডার/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ২৫ এপ্রিল, ২০২৩ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত
মডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার এমএসটিসি ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

ভ) আইএফএসসি কোড চ) সম্পত্তি আইডি ক) মেসার্স রেইনবো কমিউনিকেশন, স্বত্বা: শ্রী রিক্টর ভৌমিক, পিতা শ্রী রঞ্জিত ভৌমিক মেনার্সইক ক. ২২,৯০,০০০.০০ টাকা সেতের ল		
পিতা শ্ৰী রঞ্জিত ভৌমিক (সতের ল	যোগের ব্যক্তি এবং খ) গঠনমূলক/	
হ. শ্রী অর্পর তরফদার খ) সোনারপুর শাখা (৫৫৪৮৫৫) গ) সম্পত্তি : অর এস দাগ নং.৪৮৩৫, এলআর দাগ নং, ৮৫৬৭, অরএস খতিয়ান নং.১০২৪, জেএল নং.৪, মৌজা-কামরাবাদ, থানা সোনারপুর, এডিএসআর - সোনারপুর, রাজপুরসোনারপুর পুরসভা অধীন,ওয়ার্ড নং.৯, মিলিনা সরকারের নামে কমবেশি ৫ শতক কমবেশি ৩ কাঠা এবং তদস্থিত একতলা ভবন সমুদ্য	২,৫৮৭.৪৯ টাকা খ বাহার হাজার পাঁচ চাশি টাকা এবং পয়সা) পরবতী র অনুযায়ী সুদ ১১৯ থেকে এবং াটিশের পরবতী গুল্ক ব্যতীত টা আশিস শর্মা ১০৬ ৬৬০৪৭	

ঘ) শ্রীমতী মলিনা সবকার ঙ) UBIN0554855 চ) UBINKOLKOG5529 ক) দরখাস্তকারী - শ্রী শ্যামল সাহা, পিতা গোপাল সাহা, ক. ২০,৫৬,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা ক. ৯,৪৯,৭৯২.৪০ টাকা (নয় ক) অনুমোদিত সহ দরখাস্তকারী- শ্রীমতি অরতি সাহা, স্বামী গোপাল সাহা অফিসারের জানা নেই লাখ উনপঞ্চাশ হাজার সাত শত বিরানব্বই টাকা এবং চল্লি**শ** খ) সোদপুর শাখা (৮২৬৬০০), খ. ২,০৫,৬০০.০০ টাকা গ) সম্পত্তি: মৌজা- কৃষ্ণপুর,গ্রাম- কৃষ্ণপুর, জেএল নং.১৬,অরএস নং.৭৫,তৌজি পয়সা) পরবর্তী চুক্তির হার খ) গঠনমলক দখল নং.১৭২, হোল্ডিং নং.১০২,ওয়ার্ড নং.৩৫, খতিয়ান নং.১১৫,দাগ নং.৩১৭, জেলা অনুযায়ী সুদ ০১.০৮.২০১৯ থেকে এবং দাবি নোটিশের উত্তর ২৪ প্রগণা, থানা- ঘোলা (পূর্বতন খড়দা) পানিহাটি পুরসভা অধীন সাব <u> পরবর্তী আদায়দত্ত শুল্ক ব্যতীত</u> রেজিস্ট্র অফিস-বারাকপুর ঠিকানায় শ্রীমতী অরতি সাহা স্বামী গোপাল সাহার নামে (উল্লেখ্য দলিল নং. আই-৯৬৭৩-২০০২ সালের) অনুযায়ী ১ কাঠা ২ ছটাক ৩০ বর্গ খ. শ্ৰী আশিস শৰ্মা ফুট বাস্তু জমি এবং তদস্থিত ভবন সমুদয় সম্পত্তি পরিবেষ্টিত: উত্তরে- ১২ ফুট ৮৭৫০৬ ৬৬০৪৭ চওড়া যাতায়াতের পথ,দক্ষিণে- পুকুর(পন্ড), পূর্বে- গোবিন্দ সাহা ও অন্যান্যে

ষ) শ্রীমতী অরতি সাহা, স্বামী গোপাল সাহা (8) UBIN0826600 চ) UBINKOLKOG2359 ক) দরখাস্তকারী- শ্রী অভিষেক দাস, পিতা প্রয়াত তরুণ কুমার দাস, ক. ২০,৫০,০০০.০০ টাকা সহ দরখাস্তকারী-জামিনদাতা- শ্রীমতি সহেলি দাস ব্যানার্জি খ. ২,০৫,০০০.০০ টাকা খ) লেকটাউন শাখা (৫৩৯০৭৪) গ) সম্পত্তি: প্রকল্প প্লাট নং.১৫, মৌজা- সূলতানপুর, জেএল নং.১০, আর এস নং.১৪৮,তৌজি নং. ১৭৩, সিএস এবং অরএস দাগ নং.১৭২৩ সিএস খতিয়ান নং ৫১৫ অবএস খতিয়ান নং ১৩৫৪ এবং ১৩৫৬ হোল্ডিং নং ১৯য১৩০ খ

লিসাকোটা পল্লি নং. ৩. খলিসাকোটা পল্লি,কলকাতা - ৭০০০৫১,উত্তর দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং. ১৯ (পূর্বতন ২৮) থানা-দমদম, শ্রী **অভিযেক দাস এবং** শ্রীমতি সহেলি দাস এর নামে ২ কাঠা ১২ ছটাক ৪১ বর্গফুট কমবেশি জমিস্থিত ২ বেডরুম, ১ লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ১ কিচেন এবং ২ টয়লেট তিনতলা নবনির্মিত ভবনের তৃতীয় তলায় দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ৮২০ বর্গফট সপার বিল্ট আপ মাপের ম্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সমুদয় সম্পত্তি সমপরিমাণ জামিনদত্ত। **পরিবেস্টিত:** উত্তরে-মনসা সম্পাত্ত, দাক্ষণে- ৭ ফুট চওড়া সড়ক, পূবে- রামচন্দ্র পালের সম পশ্চিমে- ১২ চওড়া সড়ক সমন্বিত ঘ) শ্রী অভিযেক দাস এবং শ্রীমতি সহেলি দাস

8. ক) দরখাস্তকারী - শ্রীমতি অশোকা মন্ডল, স্বামী শ্রী অশোক মন্ডল সহ দরখাস্তকারী- শ্রী অশোক মন্ডল, পিতা শ্রী প্রভাস মন্ডল খ) কলকাতা বাণ্ডইআটি শাখা (৯০৬৬১১)

b) UBINKOLKOG5900

ঙ) UBIN0906611 **▽**) UBINKOLKOG6435

চ) UBINKOLKOG4233A

ঙ) UBIN0929204

₱) UBINKOLKOG1512A

ক) মেসার্স পিকমি ফিডস প্রা. লি.

ডিরেক্টর / জামিনদাতা -১) শ্রী পীযূষ মুখার্জি

সিএস খতিয়ান নং.১২৬ এবং১৬৭, অরএস খতিয়ান নং ১০৫ এবং ২৫৯, সিএস দাগ নং.২৭৪ এবং ২৭৫ আর এস এবং এলআর দাগ নং.৪১২ এবং ৪১৩ থানা-বাণ্ডইআটি(পূর্বতন রাজারহাট), পরগনা কলিকাতা, এডিএসঅরও রাজারহাট (পূর্বতন এডিএসঅরও বিধাননগর সল্ট লেক সিটি) রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং। ২৮ অধীন হোচ্ছিং নং. ১৫১/অরজিএম ১৫৬/১০, অশ্বিনীনগর, জ্যাঙ্গড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রীমতি অশোকা মন্ডল এবং শ্রী অশোক মন্ডলের নামে (উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং. আই-০৪৩৮১/২০১৪ তারিখ ২৮.০৭.২০১৪) অনুযায়ী সমর্পণ অ্যাপার্টমেন্টে চারতুলা ভবনের দ্বিতীয়তলায় ১০০০ বর্গফুট মাপের ফ্র্যাট সমুদয সম্পত্তি। **চৌহদ্ধি:** উত্তরে- সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ পরামানিক, দক্ষিণে- জীবনকৃষ্ণ রায়, পূর্বে- ৬ ফুট যাতায়াতের পথ,পশ্চিমে-সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ পরামানিক সমন্বিত ষ) শ্রীমতি অশোকা মন্ডল, স্বামী অশোক মন্ডল এবং শ্রী অশোক মন্ডল পিতা শ্রী প্রভাস মন্ডল

ক) মেসার্স পিকমি ফিডস প্রা. লি. ডিরেক্টর / জামিনদাতা -১) শ্রী পীযূষ মুখার্জি ২) শ্রীমতি মিঠালিয়া মুখার্জি খ) লেকটাউন শাকা গ) সম্পত্তি: নরেন্দ্র নাথ ঘোষ লেন, পোঃ এবং থানা- রিজেন্ট পার্ক,কলকাতা ৭০০০৪০ **পীযূষ মুখার্জির নামে** ২য় তলে ৯৫০ বর্গফুট এবং ৩য় তলে ৯৫০ বর্গফুট বসবাসের ফ্র্যাট সমুদয় সম্পত্তি। ঘ) শ্রী পীযূষ মুখার্জি 8) UBIN0539074

২) শ্রীমতি মিঠালিয়া মুখার্জি খ) লেকটাউন শাকা গ) সম্পত্তি: নরেন্দ্র নাথ ঘোষ লেন, পোঃ এবং থানা- রিজেন্ট পার্ক,কলকাতা ৭০০০৪০ **পীযৃষ মুখার্জির নামে** ২য় তলে ৯৫০ বর্গফুট এবং ৩য় তলে ৯৫০ বর্গফুট বসবাসের ফ্র্যাট সমুদয় সম্পত্তি। ঘ) শ্রী পীযৃষ মুখার্জি চ) UBINKOLKOG4233B

ক) মেসার্স মা কালী ডিস্ট্রিবিউটরস,স্বত্বাধিকারী- শ্রী কাজল দাশগুপ্ত, পিতা নির্মলেন্দু দাশগুৎ জামিনদাতা - শ্রীমতি মিসমি দাশগুপ্ত, স্বামী শ্রী কাজল দাশগুপ্ত

খ) দক্ষিণ দমদম শাখা (৯২৯২০৪) গ) সম্পত্তি: মৌজা-ভাতরা, জেএল নং.৩৮, এলঅর দাগ নং.২৭৬,এলআর : তিয়ান নং.১৩৪৬,সংশোধিত এলঅর খতিয়ান নং. ১৪৮৪,১৪৮৫,১৪৮৬,ওয়ার্ড নং.২৯, থানা- বারাসত, পো. নবপল্লি, বারাসত পুরসভা অধীন, নিবেদিতা সরণি কলকাতা- ৭০০১২৬, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নিবেদিতা অ্যাপার্টমেন্টে ৫ কাঠা ৫ ছটাক ১৫ বর্গফুট জমিস্থিত বহুতল ভবনের একতলায় ৬৭১ বর্গফুট মাপের বাণিজ্যিক স্পেস সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি- উত্তরে- শিপ্রা বোসের ভবন, এবং সাধারণের ব্যবহারের রাস্তা, দক্ষিণে- নিবেদিতা সরণি রোড, পূর্বে- অনিল দাসের ভবন, পশ্চিমে- সুভাষ মজুমদারের ভবন সমন্বিত স্বত্ব দলিল নং. ৪৪০৫-২০০৮ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং.১, সিডি ভল্যুম নং. ২৪, পৃষ্ঠা ২০৯৮ থেকে ২১১৪, এডিএসআর কদম্বগাছি, পশ্চিমবঙ্গ। ষ) শ্রী কাজল দাশগুপ্ত, পিতা নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত

রিজিওনাল অফিস. গ্রেটার কলকাতা

অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেসি আইন অধীনে)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	31 11 11 13 31 1 11 31 31 11				
ē	খ) শাখার নাম ঘ) মালিক/সমূহের নাম চ) সম্পত্তি আইডি	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না জমা টাকায়	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) ঋণ বকেয়া পরিমাণ ঋ) যোগাযোগের ব্যক্তি এবং মোবাইল নং	ক) দায়বদ্ধতা খ) গঠনমূলক, বাস্তবিক দখল
মিউনিকেশন, স্বত্ব	া. শ্রী রিক্টর ভৌমিক,	ক. ২২,৯০,০০০.০০ টাকা	১০,০০০.০০ টাকা	ক. ১৭,৫২,৫৮৭.৪৯ টাকা (সতের লাখ বাহান হাজার পাঁচ	
किस सरकार क	মী প্ৰকাশ চন্দ্ৰ মূৰকাৰ	খ ১ ১৯ ০০০ ০০ টাকা		শত সাতাশি টাকা এবং	l

ভবন ও জমি, পশ্চিমে- প্রয়াত প্রভাত পালের ভবন সমন্বিত

ক. ৮,৮৮,৭৮৬.১৭ টাকা (আট ক) অনুমোদিত লাখ অস্ট্রআশি হাজার সাত শত 🛮 **অফিসারের জানা নেই** ছিয়াশি টাকা এবং সতের পয়সা) পরবর্তী চুক্তির হার থ) গঠনমূলক দখল অনুযায়ী সুদ ০১.১১.২০২২ থেকে এবং দাবি নোটিশের রবর্তী আদায়দত্ত শুক্ষ ব্যতীত খ. শ্ৰী এন. সি. সাহু

ক. ২৬,১৬,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা ক. ২১,৫৬,২৪৩.০০ টাকা ক) অনুমোদিত একশ লাখ ছাপান্ন হাজার দই শত তেতাল্লিশ টাকা) পরবর্তী খ. ২.৬১.৬০০.০০ টাকা গ) সম্পত্তি: মৌজা- জাঙ্গড়া, জেএল নং.১৬,অরএস নং.১১৪, তৌজি নং.৩০২৭

ক. ১৭,০৭,০০০.০০ টাকা

খ. ১,৭০,৭০০.০০ টাকা

চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ খ) গঠনমূলক দখল २१.०८.२०२১ (शेरक अर्वेः দাবি নোটি**শে**র পরবতী আদায়দত্ত শুক্ষ ব্যতীত খ. শ্রী সন্তোষ গুপ্তা ৭৭৯৯৩ ৪৫৫০৪

> ১০,০০০.০০ টাকা ক. ৪.৯৪.৫২.৬২৬.৭৮ টাকা ক) অনমোদিত ক. ৬২,৫৩,০০০.০০ টাকা (চার কোটি চুরানব্বই লাখ অফিসারের জানা *নে*ই বাহান হাজার ছয় শত ছাবিবশ ধ. ৬,২৫,৩০০.০০ টাকা টাকা এবং আটাত্তর পযসা) 🛮 খ**) গঠনমলক দখল** টাকা পরবর্তী চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ ০১.০২.২০১৭ থেকে এবং দাবি নোটিশের পরবর্তী আদায়দত্ত শুক্ষ ব্যতীত খ. শ্রী এন. সি. সাহু

ক. ৩৪,৫৫,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা ক. ৪,৯৪,৫২,৬২৬.৭৮ টাকা ক) অনমোদিত (চার কোটি চুরানব্বই লাখ অফিসারের জানা নেই বাহান হাজার ছয় শত ছাবিবশ থ. ৩,৪৫,৫০০.০০ টাকা টাকা এবং আটাত্তর পযসা) খ) গঠনমলক দখল টাকা পরবতী চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ ০১.০২.২০১৭ থেকে এবং দাবি নোটিশের পরবর্তী আদায়দত্ত শুক্ষ ব্যতীত খ. শ্রী এন. সি. সাহু

৮৫৮৪৮ ৮৪২৬৭

৮৫৮৪৮ ৮৪২৬৭

ক. ৭৩,৩০,২৯৩.৬৪ টাকা ক) অনুমোদিত ১০,০০০.০০ টাকা তিয়াত্তর লাখ তিরিশ হাজার নুই শত তিরানব্বই টাকা এব টোষট্টি পয়সা) টাকা পরবর্তী খ) গঠনমূলক দখল চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ ২০.০৭.২০১৯ থেকে এব দাবি নোটিশের পরবতী আদায়দত্ত শুক্ষ ব্যতীত

খ. শ্ৰী অভিষেক শৰ্মা ৮৭৫০৬ ৬৬০৪৭

যুব মোর্চার সভাপতি। রবিবার গঙ্গাসাগর উপকূল থানার পলিশ রাজুকে গ্রেপ্তার করে। রাজু বিভিন্ন কোম্পানির বাইক করেছেন বলে অভিযোগ। পরে রাজু রাজনৈতিক প্রভাব খাঁটিয়ে হুমকি দিতেন প্রতারিতদের। বেশ কয়েকজন প্রতারিত থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বেশ কয়েক ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম ঘ) মালিক/সমূহের নাম চ) সম্পত্তি আইডি

ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ গ) সম্পত্তির বিবরণ ৩) আইএফএসসি কোড ক) মেসার্স মা কালী ডিস্টিবিউটরস,স্বত্বাধিকারী- শ্রী কাজল দাশগুপ্ত, পিতা ক. ১২,৪২,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত খ. ১,২৪,২০০.০০ টাক <mark>জামিনদাতা - শ্রীমতি মিসমি দাশণ্ডপ্ত,</mark> স্বামী শ্রী কাজল দাশণ্ডপ্ত

খ) দক্ষিণ দমদম শাখা (৯২৯২০৪) গ) সম্পত্তি: মৌজা-নোয়াপাড়া, জেএল নং.৮৩, সিএস দাগ নং ১৫৬৯, স্কিম প্লট নং ৭৫, আর এস খতিয়ান নং ১২৯৬, আরএস দাগ নং ১৯৩৬, ওয়ার্ড নং ১০ হোল্ডিং নং ২২৬৫/৭, ১২ নং রেলগেট ব্যারাকপর বারাসত রোড, বারাসত পরসভা অধীন পোঃ এবং থানা বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ জেলা উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় ৮ কাঠা ১৫ ছটাক জমিস্থিত ক্যাপিটাল মার্কেট পরিমাণ ১২২.৮৫ বর্গফট দ্বিতীয় তলে এবং শপ রুম নং ৫৫ সমদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি উত্তরে - যাতায়াতের পথ, দক্ষিণে সিঁড়ি, পূর্বে - আশিস মজুমদারের সম্পত্তি পশ্চিমে - যাতাযাতের পথ। স্থত দলিল নং ৫১০৮-২০০৬ সালের বেজিস্টিকত বক নং ১, ভল্যুম নং ৯৫, পৃষ্ঠা ১০৫, এডিএসআর কদম্বগাছি পশ্চিমবঙ্গ ঘ) শ্রী কাজল দাসগুপ্ত, পিতা নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত ঙ) UBIN0929204

b) UBINKOLKOG1512B

ক) মেসার্স মা কালী ডিস্ট্রিবিউটরস,স্বত্বাধিকারী- শ্রী কাজল দাশগুপ্ত, পিতা নিৰ্মলেন্দু দাশগুপ্ত <mark>জামিনদাতা - শ্রীমতি মিসমি দাশণ্ডপ্ত,</mark> স্বামী শ্রী কাজল দাশণ্ডপ্ত খ) দক্ষিণ দমদম শাখা (৯২৯২০৪)

গ) সম্পত্তি: মৌজা-নোয়াপাড়া, জেএল নং.৮৩, সিএস দাগ নং ১৫৬৯, স্কিম প্লট নং ৭৫, আর এস খতিয়ান নং ১২৯৬, আরএস দাগ নং ১৯৩৬, ওয়ার্ড নং ১০, পুর হোল্ডিং নং ২২৬৫/৮, ১২ নং রেলগেট ব্যারাকপুর বারাসত রোড, বারাসত পুরসভা অধীন পোঃ এবং থানা বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ জেলা উত্তর ২৪ প্রগনা পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় ৮ কাঠা ১৫ ছটাক ৩২ বর্গফট জমিস্থিত ক) শপ রুম নং ২৩১২৬ বর্গফুট একতলায় ক্যাপিটাল মার্কেট ভবনে। চৌহদ্দি - উত্তরে - তরুণ কুমার দাসের সম্পত্তি দক্ষিণে - সাধারণের যাতায়াতের পথ, পূর্বে - আশিস মুজমদারের সম্পত্তি উয়া ভ্যারাইটি শপ নং ২৪. পশ্চিমে - অন্নপূর্ণ ভ্যারাইটি শপ নং ২২। স্বত্ব দলিল নং ৫০৯৯-২০০৬ সালের রেজিস্ট্রিকত বক নং ১. ভল্যম নং ৯৫, পৃষ্ঠা ২৪, এডিএসআর কদম্বগাছি পশ্চিমবঙ্গ ঘ) শ্রী কাজল দাসগুপ্ত, পিতা নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত

ঙ) UBIN0929204 চ) UBINKOLKOG1512C ক) মেসার্স মা কালী ডিস্টিবিউটরস, স্বত্বাধিকারী- শ্রী কাজল দাশগুপু, পিতা নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত <mark>জামিনদাতা - শ্রীমতি মিসমি দাশণ্ডপ্ত,</mark> স্বামী শ্রী কাজল দাশণ্ডপ্ত

খ) দক্ষিণ দমদম শাখা (৯২৯২০৪) **গ) সম্পত্তি** : মৌজা-নোয়াপাড়া, জেএল নং.৮৩, সিএস দাগ নং ১৫৬৯, স্কিম প্লট নং ৭৫, আর এস খতিয়ান নং ১২৯৬, আরএস দাগ নং ১৯৩৬, ওয়ার্ড নং ১০, পুর হোল্ডিং নং ২২৬৫/৮, ১২ নং রেলগেট ব্যারাকপুর বারাসত রোড, বারাসত পুরসভা অধীন পোঃ এবং থানা বারাসত. কলকাতা - ৭০০১২৪ জেলা উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় ৮ কাঠা ১৫ ছটাক ৩২ বর্গফট জমিস্থিত একতলায় একটি গোডাউন নং ২৭৬৫.৪২ বর্গফুট মাপের। চৌহদ্দি : উত্তরে - সাধারণের যাতায়াতের পথ, দক্ষিণে - অজয় কৃষ্ণ পালের গোডাউন নং ৫এ, পূর্বে - নারায়ণ সাহার দোকান নং ৫এ, পশ্চিমে - রঞ্জন দত্ত এবং স্থপন দত্তর শপ নং ২৮। স্বত্ব দলিল নং ৩৯৯৮-২০০৬ সালের রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৭৩, পৃষ্ঠা ৩৯৫-৪০২, এডিএসআর কদম্বগাছি পশ্চিমবঙ্গ

ঘ) শ্রী কাজল দাসগুপ্ত, পিতা নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত %) LIBIN0929204 চ) UBINKOLKOG1512D ক) মেসার্স মা কালী ডিস্ট্রিবিউটরস, স্বত্বাধিকারী- শ্রী কাজল দাশগুপ্ত, পিতা ক. ১০,৬০,০০০.০০ টাকা

নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত <mark>জামিনদাতা - শ্রীমতি মিসমি দাশণ্ডপ্ত,</mark> স্বামী শ্রী কাজল দাশণ্ডপ্ত খ) দক্ষিণ দমদম শাখা (৯১৯১০৪) গ) সম্পত্তি: সতাম অ্যাপার্টমেন্ট আরএস দাগ নং ১৬৯, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭. খতিয়ান নং ৬৫৮ ওয়ার্ড নং ৯, পুর হোল্ডিং নং ৭৭/৫ নবপল্লি সার্কুলার রোড, পোঃ নবপল্লী, থানা - বারাসত, বারাসত পুরসভা কলকাতা - ৭০০১২৬ জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় একতলায় শপ রুম নং জি-২ ১৬৩ বর্গফট মাপের একতলায় সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : উত্তরে - পুরসড়ক, দক্ষিণে - নবপল্লী সার্কুলার রোড, পূর্বে - ইন্দু ভূষণ গাঙ্গুলি এবং অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে - উত্তম পাল এবং

লল নং ৫৮৯৪-২০০৬ রেজিস্ট্রিকৃত নং পৃষ্ঠা নং জেলা রেজিস্ট্রারের অফিস, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ। ঘ) শ্রী কাজল দাসগুপ্ত, পিতা নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত ©) UBIN0929204 চ) UBINKOLKOG1512E

সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য।
 সরকারি রুল অনুযায়ী টিভিএস্ প্রযোজ্য।

শ্বরকার কল অনুবার। Insuan হাবোজা।
কিন্তুন্তর নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে ইউনিয়ন ব্যাহ্ধ অফ ইভিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.unionbankofindia.co.in এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in দেখ
ুন। ই-নিলামের অপ্শগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের এমএসটিসির ইকমার্স ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে
আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।
যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য এমএসটিসি হেল্লডেস্ক ০৩৩-২২৯০১০০৪ পরিচালন এবং রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে ibapiop@mstcecommerce.com আর্থিক এবং ইএমডির অবস্থান জানতে
ibapifin@mstcecommerce.com সাহায়েন নিন। সহায়ক নম্বরগুলি ১৮০০ ১০২ ৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ দেখুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) অধীনে সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-

''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে'' বিক্ৰয় করা হবে, এবং ''অন লাইনে'' পরিচালিত হবে। ২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট (ক) https://www.unionbankofindia.co.in. (খ) https://www.mstcecommerce.com auctionhome/ibapi/index.jsp দরদাতারা https://www.ibapi.in দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য "নির্দেশিকা" পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :

ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।। ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।

ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানাস্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানাস্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানাস্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়। **ধাপ 8:-** নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত এমএসটিসি পোর্টালে লগ ইন করতে হবে।

অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দ্বায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বক্ষো/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।

অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ২৬.০৪.২০২৩ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টার মধ্যে। ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ২৫.০৪.২০২৩ বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত বা তার আগে।

পরিদর্শনের ২৪.০৪.২০২৩ তারিখ দুপুর ১.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা পর্যন্ত।

শুধমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।

ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মল্য থাকতে হবে। দর্দাতাকে সেই সম্পন্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে। ৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগো সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সম্ভুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। এমএসটিসি ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকৈ সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদন্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।

১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১.০০% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/-টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর এএএসিইউ০৫৬৪জি বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)

১২. সফল বিভার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে

১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি। ১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থূগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থূগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।

১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিভ পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে

শুধমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।

১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুযঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে। ১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনাপিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী

সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ঢাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/সেকেন্ডর ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেষা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারেনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ব্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

অনুমোদিত অফিসার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া স্থানঃ কলকাতা

চলছে মকাড্ৰল

ত্ত ৬ হাজারের নী

'ভারতের সূচ্যগ্র জমিও ছিনিয়ে নিতে পারবে না'

অরুণাচলে গিয়ে চিনা হুমকির কড়া জবাব শাহের

ইটানগর, ১০ এপ্রিল: চিনের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে অরুণাচল সফরে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার ভারত-চিন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) লাগোয়া কিবিথুতে কেন্দ্রীয় সরকারের 'ভাইব্যান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম' উদ্বোধন করতে গিয়ে কড়া ভাষায় বেজিংকে জবাব দিলেন তিনি। শাহ সোমবার বলেন, 'আগে যে কেউ ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ এবং জবরদখল করতে পারত। এখন ভারতীয় সূচ্যগ্র ভূখগুও কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।' এবং পাশাপাশি, ১৯৬২ সালে চিনা ফৌজের অরুণাচলবাসীর অনমনীয় মনোভাবের প্রশংসা করে তিনি

বলেন, 'এই মনোভাবই সে দিন

হামলাকারীদের পিছু হটতে বাধ্য

করেছিল।' ১৯৬২ সালের যুদ্ধে

কিবিথুতে চিনা হামলায় নিহত ভারতীয় সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনও করেন শাহ। সোমবার সকালে শাহের দু'দিনের অরুণাচল

আগেই

জানিয়েছিল চিনা বিদেশ মন্ত্রক।

বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'এই

পদক্ষেপ দ্বিপাক্ষিক শান্তি প্রক্রিয়ার

সফরের

প্রতিবাদ

হয়, টানাপড়েনের মধ্যে ভারত যেন সীমান্ত পরিস্থিতিকে অযথা জটিল না করে তোলে। কিন্তু চিনা হুমকি উপেক্ষা করেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওই রাজ্যে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি সরকারের

সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ বরদাস্ত

করা হবে না।' বেজিংয়ের তরফে

নয়াদিল্লিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা

আমলে ভাবনায় বদল এসেছে। কেন্দ্র এখন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের উন্নয়নকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে চায়। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি আর এখন 'শেষ গ্রাম' নয়, 'প্রথম গ্রাম। এটাই ভাবনার বদল।' অরুণাচল নিয়ে সাম্প্রতিক টানাপড়েনের আবহে নয়াদিল্লি এই

পদক্ষেপ 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে

করছে কূটনীতি বিশেষজ্ঞদের

থেকে ১০ শতাংশ মতো বাড়লেও তা ৬ হাজারের নীচেই রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ হাজার ৮৮০ জন। সেই সঙ্গে দৈনিক সংক্রমণের হার প্রায় ৭ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় দৈনিক সংক্রমণের হার ৬.৯১ শতাংশ। দেশে দৈনিক সংক্রমণ বৃদ্ধি হওয়ায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। দেশে এখন সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩৫ হাজার

সব রাজ্যে না বাড়লেও কয়েকটি রাজ্যে কোভিড সংক্রমণ যথেষ্ট বেডেছে। রবিবার মহারাষ্ট্রে দৈনিক সংক্রমণ বেড়েছে ৪৫ শতাংশ। ৭৮৮ জন নতুন

করে আক্রান্ত হয়েছেন সে রাজ্যে। এক জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজধানী দিল্লিতেও বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। ৬৯৯ জন নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন সেখানে। দিল্লিকে সংক্রমণের



১২ জনের

হার ২১ শতাংশের বেশি। কেরলে দৈনিক আক্রান্ত ১২ জনের। এর মধ্যে দিল্লিতে ৪ জন, হিমাচল সবথেকে বেশি। গুজরাত, হিমাচলপ্রদেশ, প্রদেশে ৪ জন এবং গুজরাত, জন্ম ও কাশ্মীর, কর্নাটক, তামিলনাড়ুতেও দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে মৃত্যু হয়েছে

মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে এক জন করে কোভিড আক্রান্ত

বিবিসিকে সরকারি সংস্থা বলে অভিহিত করল টুইটার, বিতর্ক

লন্ডন, ১৯ এপ্রিল: ব্রিটিশ সংবাদসংস্থা বিবিসিকে সরকারি সংস্থা বলে অভিহিত করল টুইটার। রবিবার আচমকাই দেখা যায়, বিবিসির টুইটার হ্যান্ডেলে লেখা রয়েছে সরকার পোষিত সংবাদ সংস্থা। তারপরেই তুমুল প্রতিবাদ জানানো হয় বিবিসির তরফে। তবে বিবিসির অধীনে অন্যান্য অ্যাকাউন্টগুলির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন দেখা যায়নি।

রবিবার দেখা যায়, বিবিসির টুইটার বায়োটি পালটে গিয়েছে। সেখানে লেখা রয়েছে, বিবিসি সরকার পোষিত একটি সংস্থা। শুধু বিবিসি নয়, মার্কিন সংস্থা এনপিআর, ভয়েস অফ আমেরিকার মতো স্বাধীন সংস্থাণ্ডলির ক্ষেত্রেও একই পদক্ষেপ করেছে টুইটার কর্তৃপক্ষ। সংবাদসংস্থা গুলিকে সরকার পোষিত আখ্যা দেওয়ার অর্থ, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী খবর পরিবেশন করে এই সংস্থাগুলি। উদাহরণস্বরূপ রাশিয়া বা চিনের জাতীয় মিডিয়ার উল্লেখ করা

টুইটারের এহেন আচরণের পরেই তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয় বিবিসির তরফ থেকে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এই কাজের জবাবদিহি চেয়ে ইতিমধ্যেই টুইটারকে বার্তা দিয়েছে ব্রিটিশ সংস্থাটি। তাদের তরফে বিবৃতি প্রকাশ করে সাফ জানানো হয়েছে, এই বিষয়টি যত দ্রুত সম্ভব সংশোধন করতে বলা হয়েছে টুইটারকে। বিবিসি বরাবর স্বাধীন ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। লাইসেন্স ফি'র মাধ্যমে ব্রিটিশ জনতার টাকায় কাজ করে এই সংস্থা।

তবে টুইটারের এহেন কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে মার্কিন এনপিআর। ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও নামে ওই সংবাদসংস্থা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, খবর প্রচারের মাধ্যম হিসাবে তারা আর টইটারকে ব্যবহার করবে না। এই সংস্থার পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা দিয়েছে হোয়াইট হাউসও। তবে কেন এই পদক্ষেপ করা হল, সেই বিষয়ে টুইটারের তরফে কিছুই জানা যায়নি।

ডিগ্রি দেখাও' করল আপ

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখতে চেয়ে আদালতের কাছে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। তবে এই বিষয়ে ছাড়তে কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টি (আপ)। তারা এই বিষয়টিকে উচ্চগ্রামে নিয়ে যেতে চাইছে। তারই অঙ্গ হিসাবে এ বার 'ডিগ্রি দেখাও' প্রচার শুরু করল আপ। এই প্রচার কর্মসূচির সূচনা করেন আপ নেত্রী তথা দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী অতিশী মারলেনা। তিনি নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথি সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রকাশ করেন। আপের তরফে বিজেপি-সহ অন্য দলগুলির নেতানেত্রীদেরও শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রকাশ্যে আনার ডাক দেওয়া হয়েছে।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE e-NIT No.:UKM/026(e)/ 2022-23 dt 23.03.2023 ID:-2023_MAD_498192_1. Date Corrigendum published. For Details: wbtenders.gov.in Sd/-

> Chairman Uttarpara-kotrung Municipality

TENDER NOTICE

WBCADC is inviting e-tenders for Extension of Mini Conference Room including setting up new chamber of Fishery Consultant WBCADC (H.Q) at 3rd Floor of Mrittika Bhavan (NIT No. 03/2023-24, Estimated Amount Rs. 1,62,711.00). The intending tenderers will have to collect the tender documents within 20.04.2023 up to 18.30 hours by downloading through the website stated below. For details visit the website

www.wbtenders.gov.in

ADMINISTRATIVE SECRETARY **WBCADC**

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205 Notice Inviting e-Tender

execution of 02 nos. different development work(s) vide **Memo No.**: 176/DA-II GP/22-23 & NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-II GP/NIT-06/ 2022-23 (Sl. 1 - 4), Date: 10.04.2023. Publishing, Document Download. Sell & Bid Submission Start Date (Online): 10.04.2023 at 06.00 PM. Bid Submission End Date (Online): 17.04.2023 at 06.00 PM. Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): 20.04.2023 at 11.00 AM. For any others details please visit https://wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-Prodhan Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

Sapuipara Basukati Gram Panchayat Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227

Notice Inviting e-Tender

E-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development work(s) vide Memo No.: 232/ 2022-23 & NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT-02/2023-24 (SI. 1 to 6), Date: 10.04.2023. Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): 10.04.2023 at 06:00 PM. Bid Submission End Date (Online): 17.04.2023 up to 06:00 PM. Date of Opening of Technical Bid (Online): 20.04.2023 at 11:00 AM. For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-Sapuipara Basukati Gram Panchayat

রাশিয়ার থেকে তেল কিনতে আগ্রহী ছিল পাকিস্তান, জানালেন ইমরান খান

ইসলামাবাদ, ১০ এপ্রিল: ভারতের মতো কম দামে রুশ তেল কিনতে চেয়েছিল পাকিস্তানও। কিন্তু সেই কাজ করার আগেই অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাঁর সরকার ফেলে দেওয়া হয়। দেশের উদ্দেশে বার্তা দিতে গিয়ে একটি ভিডিও মেসেজ করেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। প্রসঙ্গত, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পরেই অনেক কম দামে ভারতের মতো দেশগুলিকে তেল বিক্রি করেছে রাশিয়া। তবে আর্থিক সংকটে ভূগতে থাকা পাকিস্তান সেই সুযোগ পায়নি।

ইউক্রেনে রুশ সেনা হামলা চালানোর দিন রাশিয়াতে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বসে হামলার সময়ে বৈঠক করেছিলেন তিনি। ২৩ বছরে প্রথমবার কোনও পাক প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে পাকিস্তানের আর্থিক দুরাবস্থা এতখানি চরমে না উঠলেও, তার আভাস ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে মস্কো সফরে গিয়েও কম দামে তেল কেনার ছাড়পত্র জোটেনি

ইমরানের। যদিও জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের মতো আমরাও কম দামে রুশ তেল কিনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দর্ভাগ্যবশত সেটা হল না। অনাস্থা প্রস্তাব এনে আমার সরকার ফেলে দেওয়া হল। যদিও পাকিস্তানের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মুসাদিক মালিক দাবি করেছেন, মে মাসেই কম দামে রুশ তেল পেতে চলেছে পাকিস্তান। এই দাবি সত্যি হলে আর্থিক সংকটের মধ্যে খানিকটা স্বস্তি পাবে ভারতের প্রতিবেশী দেশটি।

কম দামে রুশ তেল কেনা প্রসঙ্গে বরাবরই ভারতের নীতিকে সমর্থন করেছেন ইমরান খান। গত বছর তিনি বলেছিলেন, কোয়াডে একই মঞ্চে রয়েছে ভারত ও আমেরিকা। কিন্তু কম দামে রুশ তেল কেনা নিয়ে ভারতকে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে মার্কিন কূটনীতিকরা। সেই চাপ উপেক্ষা করেও দেশের স্বার্থে কম দামে রুশ তেল কিনছে ভারত সরকার। এই অবস্থানকে কুর্নিশ জানানো উচিত।

স্বেচ্ছাচারী নয়, অগ্নিপথ প্রকল্প বৈধ: সুপ্রিম কোর্ট

গণিতে নোবেল পাচ্ছেন ভারতীয়-মার্কিন গণিতবিদ তথা পরিসংখ্যানবিদ ক্যালিয়ামপুদি রাধাকৃষ্ণ রাও স্মরণীয় কাজগুলি উদযাপন করছি। এই কাজগুলি শুধুমাত্র তার সময়ে

পরিসংখ্যানগত ভাবনার বৈপ্লবিক পরিবর্তনই করেনি, বরং বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে

সিআর রাও। অন্ধ্রপ্রদেশে স্কুল শিক্ষা শেষ করে, কলকাতায় চলে এসেছিলেন

উচ্চশিক্ষার জন্য। ১৯৪৩ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে

কর্ণাটকের হাড়াগালিতে এক তেলেগু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন

বিজ্ঞান সম্পর্কে মান্যের ভাবনা-চিন্তার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

ওয়াশিংটন, ১০ এপ্রিল: ২০২৩ সালের 'আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান পুরস্কার' বা 'গণিতের নোবেল' পাচ্ছেন প্রখ্যাত ভারতীয়-মার্কিন গণিতবিদ তথা পরিসংখ্যানবিদ ক্যালিয়ামপুদি রাধাকৃষ্ণ রাও। চিকিৎসা গবেষণা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এই ১০২ বছর বয়সি পরিসংখ্যানবিদ। আগামী জুলাই মাসে কানাডার অন্টারিওতে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট আয়োজিত বিশ্ব পরিসংখ ্যান কংগ্রেসে সিআর রাওয়ের হাতে এই ৮০,০০০ ডলারের পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান পুরস্কার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান

গাই নেসন বলেছেন, এই পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে, আমরা সিআর রাও-এর **BARGACHIA-I GRAM**

PANCHAYAT VILL.- KAMALAPUR, P.O. BARGACHIA, DIST.- HOWRAH **NOTICE INVITING e-TENDER** Notice inviting e-Tender 2 (Two) no work Within Bargachia-I Gram Panchayat Will be available a https://wbtenders.gov.in 1) 2023_ZPHD_507166_1 2) 2023_ZPHD_507243_1 Submission closing date Sonline

Sd/- Prodhan Bargachia-I Gram Panchayat

17/04/2023 at 1100 AM.

E-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender Reference no:

KDGP/DH-I/ETENDER/2022-23/36 DATED: 11/04/2023 KDGP/DH-I/ETENDER/2022-23/37 DATED: 11/04/2023

I. KDGP/DH-I/ETENDER/2022-23/38 DATED: 11/04/2023 At different place within at KANPUR DHANBERIA GRAM PANCHAYAT under DIAMOND HARBOR-I Block

South 24 pgs WB. Last date for the online Bid Submission of Tender is: 17/04/2023 at 16:00. And open on 20/04/23 at 11.00 Detail will be available at the website https://wbtenders.gov.in

Kanpur Dhanberia Gram Panchayat Diamond Harbour-I 24 Pgs.(South)

TENDER NOTICE

WBCADC is inviting e-tender for

(i) Supply, Installation, Testing 8

Commissioning of 06 (Six) nos

Semi Automatic Animal Feed

Production Machinery at different

Projects under WBCADC, (NIT

No. - 01/2023-24), & Supply,

Installation, Testing &

Commissioning of 04 (Four) nos.

Semi Automatic Floating Fish Feed

Production Machinery at different

Projects under WBCADC. (NIT

No. - 02/2023-24). The intending

tenderers will have to collect the

tender documents withir

28.04.2023 up to 18.30 hours by

downloading through the website

For details visit the website

Sd/-ADMINISTRATIVE SECRETARY

WBCADC

www.wbtenders.gov.in

Prodhan

e-Tender Notice Shialdanga GP under

Jagatballavpur Block Howrah E-tender vide 1 No. NIT No. SGP/622/ 2023. Last Date of Bid Submission 17/04/2023 upto 2.00 PM. For more information please visit https://www.wbtenders. gov.in

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-টেন্ডার/২০২৩/১৫ <u>তারিখ ঃ ০৬.০৪.২০২৩।</u> ভারতের রাষ্ট্রপতির হরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিও আজেব জন্য সাম্গ্রীব পাশে উল্লিখিত তাবিখে **বেল** ৩.০০টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যেটি দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। টেন্ডার সংখ্যা ই-কেজিপি-সাউথ-০৭-২০২৩। কাজের বিবরণ এডিইএন (সাউথ)/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্তে টআরআর, টিএফআর, টিটিআর, এসইজে রিন্যুয়া ডিপ স্ক্রিনিং ইত্যাদি সমেত বিবিধ পি.ওয়ে নবীকরণে: কাজ। টে**ভার মূল্য ঃ** ২,৪৭,৬৩,৫৭৩.১৪ টাকা বায়না মূল্য ঃ ২,৭৩,৮০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ০৪.০৫.২০২৩ কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ ১২ (বারো) মাস বিড শুরুর তারিখ ঃ ২০.০৪.২০২৩ থেবে ০৪.০৫.২০২৩ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত। আগ্রই টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ, স্পসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনে ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহা হবে না। বি.দ্র.ঃ সম্ভাব্য বিভারগণ সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 19/PWD/ROAD(BMC) Dated: 10.04.2023 (ii) NIT No. 10/PHE(C)/BMC

(2nd Call) of 968 PHE(C)/BMC Dated: 10.04.2023 e-Tender has been invited for (i)

Urgent repairing of Bituminous Road from Bijan Bhawan to 13 nos. Tank island in Ward No. 37. (ii) Repairing and maintenance Hand Tubewell in 1 to 27 Wards under BMC. Tender ID: (i) 2023_ MAD_507117_1 & (ii) 2023_MAD_ 507278_ 1 to 27. (i) Last Date of Bid Submission : 18.04.2023 up to 3.00 p.m. (ii) Last Date of Bid Submission: 22.04.2023 up to 3.00 p.m. For details, please follow : www.wbtenders.gov.in & Office

Notice Board. Executive Engineer Bidhannagar Municipal Corporation

এমএ এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এমএসসি ডজিগ্রি অর্জন করেছিলেন। এরপর, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজ থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৫ সালে, তিনি কেমব্রিজ থেকেই ডিএসসি শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ

NOTICE INVITING e-TENDER

Ref. NIeT No: 82/RIDF-XXVIII/2023-24, Date: 04.04.2023 (SI.- 01 to 04) e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor fo evelopment works. For Scheme details, other Terms and Conditions

করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

please visit <u>www.wbtenders.gov.in</u> Documents Download Date: From **05.04.2023** to **13.04.2023** up to 03:00 PM. Bid Submission Date: 05.04.2023 to 13.04.2023 up to 04:30 PM. Date of Technical Bid Opening: 17.04.2023 at 05:00 PM.

Sd/-Block Dev. Officer Chinsurah-Mogra Dev. Block

NOTICE INVITING e-TENDER

Ref. NIeT No: 84/RIDF-XXVIII/2023-24. Date: 05.04.2023 (SI.- 01 to 05) e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for evelopment works. For Scheme details, other Terms and Condition please visit <u>www.wbtenders.gov.in</u> Documents Download Date: From **06.04.2023** to **17.04.2023** up to

03:00 PM. Bid Submission Date: 06.04.2023 to 17.04.2023 up to 04:30 PM. Date of Technical Bid Opening: 19.04.2023 at 05:00 PM.

Sd/-Block Dev. Officer Chinsurah-Mogra Dev. Block

Office Of the Block Development Officer, Egra-II Balighai, Purba Medinipur

NOTICE NIT-01 of 2023-24 vide Memo No-05/PS/2023-24 for 20 nos construction

work & NIT -22 of 2022-23 (2nd call) vide Memo No-571/E2B/2022-23Dated - 06.04.2023 for 1 no construction work has been invited at different places under Egra-II Block. Last date time of Application of Tender- 18.04.2023 upto 12:00 PM & 12:30 PM. For details log on to Sd/- Block Development Officer,

Egra-II Development Block

Government of West Bengal Office of the Block Development Officer **Bishnupur-II Block & Executive Officer Bishnupur-II Panchayat Samity**

Notice Inviting e-Tender NIT-359/2022-23, Date: 28.03.2023, NIT-409/2023-24, Date: 06.04.2023

& NIT- 410/2023-24, Date: 06.04.2023, Separate e-Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bishnupur-II Panchayat Samiti, 24 PGS(S), Date of Closing of Submission of Bid: 17.04.2023 & 24.04.2023 & 04.05.2023. Other details will be available from the Sd/www.wbtenders.gov.in

Block Development Officer Bishnupur-II Block & Executive Officer Bishnupur-II Panchayat Samity

Jagadishpur Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourcefu pidders for different development works vide Tender Reference No.: WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-01/2023-24, Date: 10.04.2023 & ii) WB/ HOW/BJPS/JGP/NIT-02/2023-24, Date: 10.04.2023 Fund: 15th FC (Untied). Bid Submission Start Date: 10.04.2023 at 06.00 PM. Last Bid Submission: 17.04.2023 at 05.00PM. Date of Opening 20.04.2023 at 11.00 AM. Details are available in https:// wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice

> Prodhan Jagadishpur Gram Panchayat

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল: দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে এসেছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। গত বছর জুন মাসে এই প্রকল্প ঘোষণা করা হয়। এই

প্রকল্পে দেশের যুবরা ৪ বছরের জন্য দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পাবেন। এই মর্মে নিয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে আসার পর এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। দেশের বেশ কিছু জায়গায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভও শুরু হয়। 'অগ্নিপথের' বৈধতা নিয়ে মামলা আদালত অবধি গডায়। সেই মামলা খারিজ করে অগ্নিপথ প্রকল্পকে বৈধ আখ্যা দিল দেশের শীর্ষ আদালত। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লি হাইকোর্ট অগ্নিপথ প্রকল্পকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছিল। দিল্লি হাইকোর্ট রায়ে উল্লেখ করে, জাতীয় স্বার্থে এবং সশস্ত্র বাহিনী যাতে আরও ভালভাবে সজ্জিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্যই অগ্নিপথ প্রকল্পটি নিয়ে আসা হয়েছে। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দুটি আবেদন করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। গোপাল কৃষ্ণণ নামে এক আবেদনকারী এবং আইনজীবী এমএল শর্মা দুটি পৃথকভাবে আবেদন করেন।

তাঁর গণিতের নোবেল পুরস্কার জয়ের পিছনে কলকাতারও ভূমিকা

রয়েছে। তাঁর যে তিনটি মৌলিক গবেষণার ফল পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে

আধুনিকতার পথ প্রশস্ত করেছিল, সেই তিনটি গবেষণাই প্রকাশিত হয়েছিল

১৯৪৫ সালের 'ক্যালকাটা ম্যাথমেটিকাল সোসাইটি'র বুলেটিনে। প্রথমিট

হল 'ক্রেমার-রাও লোয়ার বাউন্ড'। যে কোনও ক্ষেত্রে অনুমান কতটা সঠিক

হচ্ছে, তা নির্ধারণ করা হয় এই তত্ত্বের সাহায্যে। দ্বিতীয়টি হল

'রাও-ব্ল্যাকওয়েল থিওরেম'। যা কোনও অনুমানকে আদর্শের অনুমানে উন্নিত

OFFICE OF THE PRINCIPAL **TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL**

TENDER NOTICE

Memo No. TGMCH/524/2023 dt. 10.04.2023

e-NIQ is invited by the Principal from the reputed Agencies for procurement of medical books. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & www.wbtender.gov.in.

Last date of Bidding is 27/04/23

ডিগ্রি লাভ করেছিলেন এই প্রখ্যাত গণিতবিদ।

Sd/-Principal

OFFICE OF THE PRINCIPAL TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL TAMLUK, PURBA MIDNAPUR

TENDER NOTICE Memo No. TGMCH/530/2023 dt. 10.04.2023 e-NIQ is invited by the Principal from the reputed

Agencies for outsourcing of GDA & Security Service. downloaded can be

www.wbhealth.gov.in & www.wbtender.gov.in. Last date of Bidding is 27/04/23 Sd/-

Principal



Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 NIeT-04 to 07 /23-24 10-04-2023

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works, at Burdwan, Districts. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- 11-04-2023 after 9.00 am. Bid submission end date- 17-04-2023 before 6.00 pm as per NIeT.

Dater: 10.04.2023 Sd/- Executive Engiueer

BANASHYAMNAGAR GRAM PANCHAYAT Pathrprtima Block, District South 24 Parganas **ABRIDGED NIT**

On behalf of Banashyamnagar Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for Construction of 2 Nos B P & 2 Nos C.C road . 15CFCG (UNTIED & TIED) NIT No. 169, 170,172, 173 XVCF-UNTIED/ BNGP/ 2023. NIT NO (174 TO 180)/ XVCF FIED/BNGP/2023. dated 11/04/2023 within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess are Rs. (292504/-, 292401/-=2nos, &=258903/-= 2noS) 7 NOS TUBWELL Rs-@201139/- respectively. The period of bid submission is 10:00 AM of 11th APRIL. 2023 to 11:59 AM of 23th APRIL 2023. For details please visit to wbtenders.gov.in.

S/D Pradhan, Banashyamnagar Gram Panchayat

stated below.

কলকাতা ১১ এপ্রিল ২০২৩

শেষ বলে হার কোহলির বেঙ্গালুরুর

নিজম্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠেও জিততে পারল না রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। প্রথম ব্যাট করে ২ উইকেটে ২১২ রান তুলেও বিরাট কোহলিরা হারলেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে। জবাবে লোকেশ রাহুলরা তুললেন ৯ উইকেটে ২১৩ রান। রুদ্ধশাস ম্যাচে জয় এল শেষ বলে। বার বার রং বদলাল সোমবারের ম্যাচ।

জয়ের জন্য ২১৩ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় লখ নউ। মাত্র ২৩ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যান রাহুলরা। তাও জয় এল মার্কাস স্টোইনিস এবং নিকোলাস পুরানের অনবদ্য ইনিংসের সুবাদে। লখনউয়ের ওপেনার কাইল মেয়ার্সকে (শূন্য) শুরুতেই আউট করেন মহম্মদ সিরাজ। দ্রুত সাজঘরে ফিরলেন দীপক হুডা (৯) এবং ক্রুণাল পাণ্ড্যও (শুন্য)। তাঁদের আউট করলেন ওয়েন পার্নেল। এর পর দলের ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক রাহুল এবং স্টোইনিস। রাহুল উইকেটের এক দিক ধরে রেখে ছিলেন। আগ্রাসী মেজাজে রান তুললে শুরু করেন স্টোইনিস। তাঁদের চেষ্টাও অবশ্য বিশেষ কাজে এল না। স্টোইনিস আউট হওয়ার পর সাজঘরে ফিরলেন রাহুলও। অসি অলরাউন্ডারের ব্যাট থেকে এল ৩০ বলে ৬৫ রানের ইনিংস। ৬টি চার এবং ৫টি ছক্কা দিয়ে সাজালেন



নিজের ইনিংস। রাহুল আউট হলেন ২০ বলে ১৮ রান করে। মারলেন ১টি চার। লখনউ অধিনায়কের ইনিংস টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের পক্ষে বড়ই বেমানান। তবু লখনউ ম্যাচ জিতল পুরানের দাপুটে ব্যাটিংয়ে। মাত্র ১৫ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করলেন তিনি। এ বারের আইপিএলে এটাই দ্রুত্তম অর্ধশতরান। শেষ পর্যস্ত তিনি

করলেন ১৯ বলে ৬২ রান। তাঁর ব্যাট থেকে এল ৪টি চার এবং ৭টি ছয়। তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ সময় আউট করে সিরাজ আশা জাগালেও লাভ হল না। পুরানের সঙ্গে দলকে ভরসা দিলেন আযুষ বাদোনিও।

স্টোইনিসের পর লখনউয়ের ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব কাঁধে নিলেন ইভিজরে

উইকেটরক্ষক-ব্যাটারও পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন আয়োজকদের শিবিরে। যে চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারলেন না কোহলিরা। বাদোনিও আউট হয়ে গেলেন মাত্র ৭ রান বাকি থাকতে। তিনি করলেন ২৪ বলে ৩০ রান। ৪টি চার এল তাঁর ব্যাচ থেকে। পার্নেলকে ছয় মেরেও হিট উইকেট হলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত আবেশ খ ান, জয়দেব উনাদকাটদের মরিয়া

লডাই রুদ্ধশাস জয় এনে দিল লখ নউকে। বেঙ্গালুরুর সফলতম বোলার সিরাজ ২২ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিলেন। ৪১ রান দিয়ে ৩ উইকেট পার্নেলের। ৪৮ রানে ২ উইকেট হর্ষল পটেলের। এ দিন তিনি আইপিএলে ১০০ উইকেটের উনাদকাটকে আউট করে। ৪৮ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন করণ শর্মা।

আলো নেই, মাঠ নেই, চরম অব্যবস্থা, তার মধ্যেই চলছে সুপার কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনুশীলনের জন্য নেই ভালো মাঠ, পর্যাপ্ত আলো নেই, থাকার সুব্যবস্থা নেই। কেরলে আয়োজিত সুপার কাপ নিয়ে একাধিক সমস্যায় দলগুলো। ইস্টবেঙ্গল কোচ স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন বারবার খারাপ মাঠের কথা তুলে ধরেছেন। ওড়িশার সঙ্গে ড্রয়ের পরও অনুশীলনের মাঠ নিয়ে সোচ্চার হন লাল-হলুদ কোচ। এমনকি ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলন করতে বেশ কয়েক কিলোমিটার ছুটতে হয় ব্রিটিশ কোচকে। কোঝিকোড় আর মঞ্জেরিতে খেলতে গিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ সামনে কোচ স্টিফেন ইস্টবেঙ্গল কনস্ট্যান্টাইন তো বলেই দিচ্ছেন, 'অনুশীলনে কোনও ফুটবলার বড় চোট পেলে তার দায় কে নেবে?' স্থানীয় উদ্যোক্তারা অনুশীলনের জন্য মাঠে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও করতে পারেনি। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যেই চলছে সুপার কাপ। কলকাতা, গোয়া ছেড়ে কেরলকেই সুপার কাপের ভেন্ হিসেবে বেছে নেয় ফেডারেশন।

ঠিকঠাক ট্রেনিং ব্যবস্থা না থাকায় প্রত্যেক ম্যাচের আগে ১৮৫ কিলোমিটার যাতায়াত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স। কোচি থেকে কোঝিকোড় যেতে সময় লাগে ৫ ঘণ্টারও বেশি কিছু সময়।

বিরুদ্ধে আয়োজকরা। সেটা না পাওয়া পর্যন্ত চড়িয়েছে খোদ হোম টিমই। ভেন্ সমস্যা যে বাড়তেই থাকবে তা থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে আন্দাজ করাই যায়। সন্তোষ ট্রফি আয়োজনের জন্য রাজ্য সরকারের হোটেলে রয়েছে দলগুলো। ইস্টবেঙ্গলসহ আরও দুটো দল থেকে টাকা পেলেও, সুপার কাপের ফেডারেশনের কাছে এ নিয়ে

স্বীকারও করে নিচ্ছে উদ্যোক্তারা। টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য রাজ্য সরকারের থেকে পর্যাপ্ত অর্থ

জন্য এখনও পর্যাপ্ত অর্থ পায়নি আয়োজকরা। অভিযোগ স্থানীয় আয়োজক কমিটির এক সদস্যের। ট্রেনিং ব্যবস্থা নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ থাকলেও, প্লেইং ভেনু নিয়ে এখনও কোনও

পায়নি উদ্যোক্তারা। কেরলের রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল থেকে কিছু অর্থ দলের তরফ থেকে অভিযোগ পাওয়ার আশা করছে টুর্নামেন্টের ছন্দ নেই, রাগ আছে! সৌদি লিগে

অভিযোগ জানাচ্ছে। অব্যবস্থার কথা

আয়োজকদের

নতুন বিতর্কে জড়ালেন রোনাল্ডো রিয়াধ: অ্যালবার্ট পিন্টো কো গুসসা কিয়ুঁ আতা হ্যায়? সেই হিন্দি সিনেমার নামটাই যেন সৌদি ফুটবলে ঘুরে ফিরে বেড়াচছে! শুধু একটু বদলে নিয়ে; ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কো গুসসা কিয়ুঁ আতা হ্যায় ? আটত্রিশে মাঠে ফুল ছড়াচ্ছেন তিনি। দেশ হোক আর ক্লাব, গোলের খিদে আজও বহাল। কিন্তু টিম জয় না পেলে, তিনি গোল না পেলেই রেগে আগুন। বয়স যত বাড়ছে, ততই যেন রাগ বাড়ছে সিআর সেভেনের। এর আগেও ঝামেলায় জড়িয়েছেন বহুবার। আর একবার রোনাল্ডো বিতর্কে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে সৌদির ক্লাবে যোগ দিয়েছেন এই মরসুমেই। নতুন ক্লাবে খেলার জন্য বিপুল অর্থ যেমন নিয়েছেন, তেমনই আল নাসেরের হয়ে বেশ সফলও। প্রায় প্রতি ম্যাচেই গোল করছেন। কিন্তু তারকাসুলভ উগ্র মেজাজটা যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। রোনাজে। যেন বলতে চান, মেজাজটাই তো আসল রাজা! মেজাজি রোনাল্ডো যে বিতর্কে ডেকে

সৌদি লিগে আল ফিহার সঙ্গে খেলা ছিল রবিবার রাতে। আল নাসের যে ম্যাচে আটকে গিয়েছে। রোনাল্ডোর মতো তারকা উল্টো দিকে। যে কারণে ডিফেন্সিভ মোডেই পুরো ম্যাচটা খেলেছে প্রতিপক্ষ টিম। বহু চেষ্টা করেও আল ফিহার গোলমুখ খুলতে পারেননি রোনাল্ডো

আনবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী!



পরিস্থিতি। শেষ পর্যস্ত গোলশূন্য শেষ হয় ম্যাচ। আর তার পরই আগুন-বর্ষণ করেছেন সিআর সেভেন। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর টিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, বিপক্ষের ফুটবলার আলি আল-জাকানের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়েছেন তারকা। রোনাল্ডোকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'তুমি আর তোমার টিম ফটবলটা খেলতেই চাওনি।' রোনাল্ডো তো বটেই, তাঁর পুরো টিমই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল আল ফিহার ফুটবলারদের সঙ্গে। সৌদি লিগ টেবলের শীর্ষে

রয়েছে আল ইত্তিহাদ। আল নাসের প্রবল চেস্টা চালাচেছ, যাতে

ইত্তিহাদকে টপকানো যায়। কিন্তু এখ নও তা সম্ভব হয়নি। উল্টে ইত্তিহাদ পয়েন্ট টেবলে ফারাক ক্রমশ বাড়াচ্ছে। আল ফিহার বিরুদ্ধেও আল নাসেরের মতো রোনাল্ডোও তেমন ছন্দে ছিলেন না। প্রধমার্ধে একবার গোল করার জায়গায় পোড়ে গিয়েছিলেন সিআর সেভেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ পারেননি। ফ্রি-কিক থেকেও গোল করতে পারতেন রোনাল্ডো। ক্রসবারের উপর দিয়ে তা উড়িয়ে দেন। একবার আটকে গিয়েছে অফসাইডে। সব মিলিয়ে ফর্মে না থাকাটা আরও চাপ বাডাল আল নাসেরের। আর তাতেই যে মেজাজ হারিয়েছেন রোনাল্ডো, সন্দেহ নেই।

'ঝুমে জো রিঙ্কু', 'পাঠান'-এর মেজাজেই নাইটদের নতুন নায়ককে শুভেচ্ছা শাহরুখের



নিজম্ব প্রতিনিধি: রিঙ্কু, রিঙ্কু আর রিঙ্কু। রবিবারের রুদ্ধশাস ম্যাচের পর থেকে এই নামই ট্রেন্ডিং সোশ্যাল মিডিয়ায়। উত্তরপ্রদেশের বাঁ-হাতি ব্যাটার গুজরাট তাহতান(সর (খ(ক অবিশ্বাস্যভাবে ছিনিয়ে নিয়েছে জয়। আর তাতেই মাতোয়ারা গোটা দেশ। শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নাইট কিং শাহরুখ খান কী বলছেন? পাঠানি মেজাজেই তিনি নিজের দলের নয়া তারকাকে

শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। গত পাঁচ বছর ধরে খেলার সবাদে তিনি কেকেআরের পরিবারের সদস্য হয়ে উঠেছেন। নিজেকে প্রমাণ করে প্রথম একাদশে জায়গাও পাকা করে নিয়েছেন। আর রবিবার পাঁচ ছক্কার জোরে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন। তাই তো শাহরুখের কাছে রিঙ্কু 'পাঠান'। ব্লক বাস্টার ছবির পোস্টারে তিনি রিঙ্কুর মুখ লাগিয়ে সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন।

কলকাতা নাইট রাইডার্স জিতলে শিশুর মতো উচ্ছ্রাস প্রকাশ করেন শাহরুখ। রাববারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ছবির ক্যাপশনে বলিউড বাদশা লেখেন, তঝুমে জো রিঙ্গু। রিঙ্কু, নীতেশ, ভেঙ্কটেশ তোমরা দুর্দান্ত সুন্দর। আর বিশ্বাস অবশ্যই রেখো, সেটাই সব। অভিনন্দন কলকাতা নাইট রাইডার্স আর ভেঙ্কি মাইসোর স্যার (জ্ঞ্জ্ট্ট-এর সিইও) নিজের হার্টের খেয়াল রাখবেন।'

বাদশার এই বাণী শেয়ার করে আবার রবিবারের রূপকথার নায়ক রিঙ্গু লিখেছেন, তআরে শাহরুখ স্যার! অনেক ভালবাসা স্যার। আর সবসময় আমাকে সাপোর্ট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

নীতীশের কাছে ব্যাট ধার করে নেমেছিলেন মাঠে, রিঙ্কুর ৫ ছক্কার কাহিনি ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি: আমেদাবাদ 'অসম্ভব' এই শব্দটা রিক্ষু সিংয়ের ডিকশনারিতে নেই বললেই চলে। আমেদাবাদে রবিবাসরীয় আইপিএল জমিয়ে দিয়েছিলেন নাইট তারকা রিঙ্গু। আলিগড়ের বছর ২৫ এর রিঙ্কুর মহাকাব্যিক পাঁচ ছক্কার ঘোর এখনও কাটছে না ক্রিকেট প্রেমীদের। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে যখ ন যশ দয়ালের বল একের পর এক বাউন্ডারির বাইরে পাঠাচ্ছিলেন রিঙ্ক, সেই সময় প্রায় হৃদয় হাতের মুঠোয় ধরে বসেছিল নাইট শিবির। শেষ ওভারে টানা ৫ বলে ৫টি ছক্কা মারার পর রিঙ্কু যখন কেকেআরকে জেতালেন, সেই সময় সবার আগে উচ্ছুসিত হতে মাঠের মধ্যে ছুট্টে ঢুকে পড়েন নাইট ক্যাপ্টেন নীতীশ রানা। তাঁর চোখ-মুখই বলে দিচ্ছিল রিঙ্কু সত্যিকার অর্থেই এক দুরন্ত নাইট যোদ্ধা। আর ম্যাচের শেষে જાના (ગળ, માહુ નામાત વ્યાહ્ય অধিনায়ক রানার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন রিঙ্কু। তাতে যদিও রানা হতাশ নন। উল্টে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়া রিঙ্কুকে এক দারুণ পুরস্কার দিয়েছেন রানা।

ম্যাচের শেষে রিঙ্কুকে কার্যত কোলে তুলে নেন নীতীশ রানা। আবেগে-উচ্ছ্বাসে ভাসছিল নাইট শিবির। মধ্যমণি অবশ্যই রিঙ্কু সিং। ম্যাচের শেষে রানা জানান, যে ব্যাটে রিন্ধু টানা ৫ বলে ৫ ছকা হাঁকিয়েছেন সেটি তাঁর ব্যাট। ১৬তম আইপিএলে কেকেআরের হয়ে প্রথম ২টো ম্যাচে রানা যে ব্যাট নিয়ে খেলেছিলেন গুজরাটের



নেমেছিলেন রিঙ্কু সিং। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেকেআরের শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, রানাকে প্রশ্ন করা হয় এটি কোন ব্যাট? উত্তরে তিনি বলেন, 'এটা আমার ম্যাচ ব্যাট। আইপিএলের প্রথম ২টো ম্যাচ আমি এই ব্যাটেই খেলেছি। পরো ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি মরসম সৈয়দ মুস্তাক আলি এবং গত বছরের শেষ কয়েকটা ম্যাচ আমি এই ব্যাটেই খেলেছি। আজ আমি ব্যাট বদল করেছিলাম। রিঙ্কু আমার কাছে ব্যাটটা খুঁজেছিল। আমার ব্যাটটা ওকে দেওয়ার খুব একটা

ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ ব্যাটটা নিয়ে এসেছিল। তখনই আমি বঝতে পেরেছিলাম রিক্ক এই ব্যাটটাই নেবে। কারণ ব্যাটটা তুলনামূলক হালকা। এই ব্যাটটা তো আর আমার নয় এখন। এটা এ বার

থেকে রিঙ্কুর।' কেকেআরের শেয়ার করা আরও একটি ভিডিয়োতে দেখা যায় রিঙ্গুকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার পর, তাঁকে খাবার খেতে বলেন নীতীশ রানা। সঙ্গে আরও বলেন অনেক ম্যাচ এখনও বাকি। সেগুলিতেও তাঁকে তো রান করতে হবে রিঙ্গকে।

ফি দিয়ে ভারতের ঘরোয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ক্রিকেটে ২০২৩-২৪ ঘরোয়া মরশুমটি শুরু হবে ২৮ জুন থেকে। দলীপ ট্রফি টুর্নামেন্টের হাত ধরে। আর রঞ্জি ট্রফি আগামী বছরের ৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে।

দলীপ ট্রফি ছ'টি জোনাল দলের মধ্যে খেলা হবে। তার পরে দেওধর ট্রফি (লিস্ট এ) হবে ২৪ জুলাই থেকে ৩ অগস্ট পর্যস্ত। ইরানি কাপ হবে ১-৫ অক্টোবর, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ হবে ১৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর। এবং বিজয় হাজারে ট্রফি হবে ২৩ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর।

রঞ্জি ট্রফি হবে পুরুষদের সিনিয়র ক্যালেভারের শেষ টুর্নামেন্ট। ৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এলিট গ্রুপ লিগের ম্যাচণ্ডলি অনুষ্ঠিত হবে। নক-আউট রাউভটি ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত হবে। টুর্নামেন্টের সময়কাল হল ৭০

প্লেট গ্রুপের লিগ ম্যাচণ্ডলি ৫ একটিই প্লেট গ্রুপ থাকবে। এবং যোগ্যতা অর্জন করবে। আর প্লেট



জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং নক-আউট রাউভ ৯-২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

চারটি এলিট গ্রুপের প্রতিটিতে

তাতে ছ'টি দল থাকবে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দু'টি শীর্ষ দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন

প্লেট গ্রুপে ছ'টির মধ্যে শীর্ষ আটটি করে দল থাকবে। এবং চারটি দল সেমিফাইনালে খেলার গ্রুপের ফাইনালিস্টদের পরের মরশুমে (২০২৪-২৫) এলিট গ্রুপে উন্নীত করা হবে। পয়েন্ট/বোনাস পয়েন্ট/জয়/রানরেটের উপর ভিত্তি করে এলিট গ্রুপ থেকে শেষ দু'টি দল ২০২৪-২৫ মরশুমে প্লেট গ্রুপে

এ দিকে ১৯ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত জাতীয় টি-টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের হাত ধরে সিনিয়র মহিলা মরশুম শুরু হবে। এর পর ২৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তঃ-জোনাল টি-টোয়েন্টি ট্রফি অনুষ্ঠিত হবে। ৪-২৬ জানুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে সিনিয়র মহিলাদের ওয়ানডে ট্রফি। সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ট্রফি এবং ওয়ানডে ট্রফিতে পাঁচটি গ্রুপ থাকবে -দু'টিতে আটটি দল এবং তিনটি সাতটি দল নিয়ে। পাঁচটি গ্রুপের প্রতিটি থেকে দু'টি শীর্ষ দল নক-আউটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে ৷গ্রুপ ম্যাচের পরে, দলগুলি তাদের পয়েন্ট/জয়/নেট রানরেটের উপর ভিত্তি করে ১-১০ র্যা ক্ষ করবে। ১-৬ নম্বরে থাকা দলগুলি সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে এবং ৭-১০ নম্বরে থাকা চারটি দল বাকি দু'টি কোয়ার্টার ফাইনালের স্লটের জন্য একটি করে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ড খেলবে।

পিএসজির সঙ্গে এমবাপ্পের সমস্যা মিটে গেছে, দাবি ব্রাজিলিয়ান তারকার **প্যারিস:** মাঠে ও মাঠের বাইরে নানা

ধরনের সমস্যায় জর্জরিত পিএসজি। মাঠের খেলায় ছন্দ নেই। সমর্থকদের মেসিকে দুয়ো দেওয়া নিয়ে চারদিকের সমালোচনা, কিলিয়ান এমবাপ্পে;নেইমারের সম্পর্কের শীতলতা নিয়ে আলোচনার সঙ্গে মাঠের বাইরের যে সর্বশেষ সমস্যা যোগ হয়েছে, সেটি ক্লাবের সমালোচনা করে এমবাপ্পের বক্তব্য।

পিএসজির মৌসুমের টিকিটধারীদের ২০২৩,২৪ মৌসুমের টিকিট নবায়নের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রচারণামূলক ভিডিও প্রকাশ করেছে প্যারিসের ক্লাবটি। প্রচারণামূলক সেই ভিডিওতে দেখা যায়নি দুই শীর্ষ তারকা লিওনেল মেসি ও নেইমারকে, যা নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে চলছে নানা গুঞ্জন। গত কদিন ধরে মেসির ক্লাব ছাড়ার কথাও শোনা যাচ্ছে। আলোচনায় আছে নেইমারের দলবদলও।

নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন কিলিয়ান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় এ ভিডিও নিয়ে পিএসজিকে ধুয়ে দিয়েছেন এই ফরাসি তারকা।

এ ছাড়া ভিডিওটির বিষয়বস্তু



ভিডিওতে তাঁকে না জিজেস করেই তাঁর কথা যুক্ত করা হয়েছে বলেই খে পেছেন এমবাপ্পে। এই ঘটনার পর পিএসজিকে ঘিরে নতুন করে আবার শুরু হয় আলোচনা। অনেকেই বলতে শুরু করেন, এবার এমবাপ্পের সঙ্গে তিক্ততাই তৈরি হবে পিএসজির। তবে গত পরশু নিসের বিপক্ষে ২,০ গোলে জেতার পর পিএসজির অধিনায়ক মার্কিনিওস বলেছেন, এমবাপ্পের সঙ্গে সমস্যা মিটে গেছে। ব্রাজিলিয়ান

ডিফেন্ডারের কথা, 'আমরা যখন সকালের নাশতা খেতে গিয়েছিলাম, আমি তাকে এটা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কারণ, কী ঘটেছে আমি তা বৃঝতে চেয়েছি।'

মার্কিনিওস এরপর যোগ করেন, 'সে তার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছে। আমার মনে হয়, সে যে ভুলটা পেয়েছে তা নিয়ে ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা করেছে। আমার মনে হয়. ঝামেলা মিটে গেছে।'

Printed and Published by Krishnanand Singh on behalf of Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd. Printed at LS. Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015 and Published at 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com Editor: Santosh Kumar Singh